চাঁদের বলয়

অনুবাদ ঃ নুরুল ইসলাম খান

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭৭
সেপ্টেম্বর ১৯৭০

পাণ্ডুলিপি
অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী

প্রকাশক
আল্ কামাল আবদুল ওহাব
পরিচালক
প্রকাশনা-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রাকর
আঃ মজিদ মিয়া
স্ট্যাণ্ডার্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪, বাসাবাড়ী লেন, (ইংলিশ রোড)
ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার

পাত্র-পাত্রী

হিউগো : ধনী তরুণ বুদ্ধিমান যুবক, ফ্রেডারিকের যমজ ভ্রাতা।

ফ্রেডারিক : হিউগোর যমজ ভ্রাতা রোমান্টিক, সুন্দর তরুণ।

মাদাম ডেসমার : হিউগো ও ফ্রেডারিকের খালা।

মেসার্সম্যান : বিখ্যাত ধনী শিল্পপতি।

ডায়েনা : মেসার্স ম্যানের একমাত্র কন্যা।

লেডি ইণ্ডিয়া : মেসার্স ম্যানের লেডি সেক্রেটারী। ও মাদাম ডেসমারের ভগিনী।

প্যাট্রিস বোমবেলস্ : মেসার্সম্যানের সেক্রেটারী।

রোমানভিল : মেসার্সম্যানের কোনো লোহার কারবারের কোম্পানীর ডাইরেক্টর।

ইসাবেল : নৃত্যপটীয়সী থিয়েটারের অভিনেত্রী।

ক্যাপুলাট : মাদাম ডেসমারমোরটেসের সহচরী চাকরানী।

যশুয়া : মাদাম ডেসমারের বাড়ীর বাটলার।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[একটি সচরাচর গোছের শীতকালীন বাগান ; কাচ আর বাঁকানো লোহা ; গৈরিক বরণ রেশমী নরম পরদা আর সবুজ চারাগাছ । এ দৃশ্যের সামনে রয়েছে বিস্তৃত পার্কটি ।

বাড়ীর বাটলার যশুয়ার প্রবেশ । তৎসহ শহুরে যুবক হিউগোর মোটা চুরুট টানতে টানতে প্রবেশ ।]

হিউগো : কাল রাতের খবর কি হে ? ঐ একই ব্যাপার ঘটেনি তো ?

যশুয়া : হাঁ, মিঃ হিউগো, অস্বীকার করার কোনো যো নেই । কালও সেই একই ব্যাপার ঘটলো ।

হিউগো : তার মানে আমার ভ্রাতৃপ্রবর কালও তার জানালার তলায় রাত কাটিয়েছে ?

যশুয়া : হাঁ, মিঃ হিউগো—ওনার ওই জানালারই তলায় । গত পাঁচ রাত্রি ধরে মিঃ ফ্রেডারিক একটা রডোডেনড্রন ঝোপের ভেতরে ঘুমোচ্ছেন । আপনার নিশ্চয় খেয়াল আছে, ওই যে পশ্চিম মুড়োর দক্ষিণ পাশে কি একটা কালিওপের ক্লাসিক মূর্তি আছে তারই পাশখানটায় । প্রত্যেক দিন সকালে বাড়ীর চাকরানী তার বিছানা গোছানো পেয়েছে । ওদিকে মালি দলাইমলাই রডোডেন-ড্রনগুচ্ছ করা পেয়েছে । যাই বলুন, তারা এতে খুবই হকচকিয়ে যায়—আর কেই বা যাবে না ? ওরা যাতে না বুঝতে পারে এজন্যে ব্যাপারটা অবশ্য উড়িয়ে দিতে চেয়েছি । কিন্তু তাতে আর কতদিন ? একদিন শেষটায় তারা বলাবলি করবেই আর কর্ত্রীও ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবেন ।

হিউগো : কোনদিন প্রেমে পড়েছো নাকি হে যসুয়া ?

যসুয়া : ভ্যালা কথা। তিরিশ বছর হয়ে গেলো কর্ত্রীর চাকুরী করতে করতে, চুলে পাক ধরে গেলো যে আমার।

হিউগো : কিন্তু তার আগে ?

যসুয়া : অত্যন্ত ছেলেমানুষ ছিলাম আমি।

হিউগো : আমারটি হচ্ছে ঠিক প্রেমে পড়ার বয়েস, বুঝলে যসুয়া। রুটিনমাফিক প্রেমে আমি পড়িও। তবে আমার ভাইয়ের মত লোক হাসানো গোছের নয়।

যসুয়া : না সাহেব, ফ্রেডারিক সাহেব আপনার স্টাইলে প্রেমে পড়তে জানেন না।

হিউগো : তবু দেখলে কিনা আমাদের দুজনের একই বয়সে। কি আশ্চর্য, কেমন অদ্ভুত না ?

যসুয়া : মনে রাখবেন জনাব, আপনার বয়েস ওর থেকে দশ মিনিট বেশী।

হিউগো : সেটা আমি জানি। কিন্তু কে জানতো ওই দশটি মিনিট আমাকে মেয়েদের সম্পর্কে অনেক বেশী জ্ঞান দেবে ?

যসুয়া : আপনার ভাইকে দিয়ে যা খুশি তাই করানো চলে, একথা তার তরুণী প্রেমিকা ভালমত জানেন।

হিউগো : সে হয়তো ভাবতে পারে সে জানে। একটা স্কিম আমার মাথায় এসেছে কিন্তু।

যসুয়া : শুনে খুশী হলাম, হিউগো সাহেব।

হিউগো : একটা কিছু করার মতলব করেই আজ খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। আজকের ভোরে অঘটন ঘটবেই। কটা বাজলো হে ?

যমুয়া : গোটা বারো।

গো : দেখবে ঠিক সাড়ে বারোটা বাজতে বাজতে আমি একটা কিছু করে ফেলেছি।

যমুয়া : দেখুন হিউগো সাহেব—স্যার, আমি তো রডোডেনড্রেনের ব্যাপারটা মালিকে এ বলে বোঝালাম যে এলাকায় এলাকায় একটা নেকড়ে হামলা করে ফিরছে। তারপর, স্যার, আমি তাকে বোঝালাম যে ব্যাপারটা কাউকেই বলা ঠিক হবে না, কেননা এসব শুনলে মেহমানরা সত্যি সত্যি ঘাবড়ে যাবে। তাই না স্যার! শুকরিয়া স্যার, আপনাকে। (হিউগোর নিষ্ক্রমণ)। ফ্রেডারিকের প্রবেশ। সেই একই অভিনেতা।)

ফ্রেডা : যমুয়া।

যমুয়া : ফ্রেডারিক সাহেব!

ফ্রেডা : মিস ডায়েনা এখনও নীচে নামেন নি নাকি?

যমু : জী না, ফ্রেডারিক সাহেব।

ফ্রেডা : আমাকে কি খুব হয়রান দেখাচ্ছে, যমুয়া?

যমুয়া : যদি সত্য কথা বল্লে কিছু মনে না করেন, তাহলে বলবো—অবশ্যই।

ফ্রেডা : এখানেই তো ভুল করলে মিয়া! আসলে কাল রাতে দিব্যি ঘুমিয়েছি আমি।

যমুয়া : তাহলে খাঁটি কথাটি না ভেঙে পারলাম না দেখছি। মালি রডোডেন ঝোপে এবার সত্যি সত্যি নেকড়ে ধরার ফাঁদ পাতার মতলবে আছে।

ফ্রেডা : যেতে দাও। তখন ফুলের চারার গুচ্ছের মাঝেই না হয় আমি শোব 'খন।

যমুয়া : সে না হয় হলো। ওদিকে পশ্চিম মুড়োটা যে চাকরানী দেখে, সে ভয় আর বিরক্তিতে কাঁদুনি গাইতে লেগেছে। আমার কাছে বলতে এসে সে প্রায় কাঁদে আর কী।

ফ্রেডা : তাহলে এককাজ করতে পারো। ওকে বলো এরপর থেকে আমার বিছানায় শুয়ে নিজেই ওটাকে দলাই-মলাই করতে।

যমুয়া : কি যে বলেন ফ্রেডারিক সাহেব ?

ফ্রেডা : ভয় কেনো। বেশ তো চমৎকার মেয়েটি। বিছানা অগোছালো করলে, তার পক্ষে বিছনা গোছালো করতেই বা কতক্ষণ লাগবে ?

যমুয়া : বেশ কথা, ফ্রেডারিক সাহেব। (যমুয়ার নিষ্ক্রমণ। ডায়েনার প্রবেশ)

ফ্রেডারিক : ডায়েনা। আহ্ তোমাকে দেখে কি সুখীই না হলাম ! কাল থেকে আজ পর্যন্ত এক যুগ মনে হচ্ছিল যেন !

ডায়েনা : (থেমে তার দিকে তাকিয়ে) তোমাদের দুজনের কোনজন বলছো বলতো।

ফ্রেডা : (তিরস্কারের সুরে) ও ডায়েনা ! একথা আমাকে জিগ্যেস করা কি খুব শোভন হলো।

ডায়েনা : ওঃ তাহলে তুমিই দেখছি। হারিয়ে যাওয়া কুকুর ছানার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন তুমি ? রডোডেনড্রনগুলোকে বেকায়দায় ফেলে ঘুম থেকে উঠেছিলেন বুঝি ? কিন্তু প্রথমটায় এমন একটা দিগ্বীজয়ীর ভংগী করলে তুমি যে আমি ভাবলাম বুঝি বা তুমি নও, তোমার ভাই-ই হবে।

ফ্রেডা : আমার চেয়ে তাকে তোমার বেশী পছন্দ হয়ে থাকলে, আমি চলে যাবো। আর দেখো, মরবো আমি।

ডায়েনা : লক্ষ্মী ছেলে ফ্রেডারিক। তোমাকে ভুল করলে, বুঝতেই পার, সেটা নেহাৎই দৈবাৎ। তোমরা দু'ভাই এমনি একরকম চেহারা।

ফ্রেডা : কিন্তু আমাদের হৃদয় তো একরকম নয়।

ডায়না : সেটা ঠিক। কিন্তু মনে কর কোনো এক বিকেলে একলা আমি পার্কে বসে আছি। পেছনে শুনলাম, গাছের শাখায় আলোড়ন আর তোমার পায়ের শব্দের মত শব্দ। পেছন থেকে তোমার হাতের মত দুটো হাত হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলো, তারপর একটি মুখ আমাকে চুমো খেলো—এ তোমার মুখেরই মত। এই যদি হয় তাহলে সত্যিকারের হৃদয় কোনটি তা বুঝবার কোনো সময় কি আমার হাতে থাকে, তুমিই বলো ফ্রেডারিক ?

ফ্রেডা : কিন্তু ডায়েনা, আমি তো কোনোদিন পার্কে তোমাকে জড়িয়ে ধরেনি।

ডায়েনা : সত্যি বলছো তো ?

ফ্রেডারিক : একেবারে নিশ্চিত ! ডায়েনা—এ তাহলে আমার ভাইয়ের কারসাজি। আমার যমজ ভাই ফাঁসাচ্ছে। তাঁকে খুঁজে পেতে হচ্ছে আমাকে। তার সাথে কথা বলার দরকার এক্ষুণি।

ডায়েনা : (হেসে তাকে থামিয়ে) শোনো, পিয়ারে ফ্রেডারিক, শোনো লক্ষীটি। আগেই একটা কিছু করে বসো না। ওটা আমি এমনিই বানিয়ে বল্লাম। আমাকে কেউই চুমো খায়নি।

ফ্রেডা : (মাথা ঝুকিয়ে দিয়ে) ডায়েনা, মাফ করো আমায়। আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি পুরোপুরি। কিন্তু

জেনো, যদি হিউগো তোমায় ভালবাসে, তাহলে আমি খুন হবো।

ডায়েনা : সেটা কিন্তু খুব খারাপ হবে। তোমাদের মাঝে কোনজন মারা গেলো, সে আমি কোন দিনই বুঝতে পারবো না। (একটু ভাবিত হয়ে) কিন্তু তাহলে তোমার ভায়ের বেশ মওকা হয়। সে কেবল তোমার দাফনের সময় একটু চোখের পানি ফেলবে, তারপরই আমার কাছে ফিরে এসে কানে কানে বলবে, শ্ শ্ শ্—কাউকে বলো না যেন। ওরা কিন্তু একটা ভুল করেছে। ওটা আসলে হিউগোর দাফন হলো! এরকম হলে আমি কি জওয়াব দেবো বলোতো!

ফ্রেডা : কিন্তু তাই বলো, তোমাকে তো আর একমিনিটের জন্যেও ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়, কি বলো। যদি কথায় কাজে আর চিন্তায় আমি পুরো হিউগোর মতো হই—তাহলে আমার তো হিউগোই হওয়া উচিত।

ডায়েনা : সেটা সত্যি কথা বটে!

ফ্রেডা : (একটু থেমে) ডায়েনা তুমি হিউগোকেই ভালোবাসো আমি চল্লাম। বিদায়!

ডায়েনা : পাগল নাকি! আমি ওকে ঘৃণা করি। একটা চুমো দাও আমাকে!

ফ্রেডা : (আত্মহারা হয়ে)—ডায়না!

ডায়েনা : আমাকে যদি ভালবাস, ওরে হারিয়ে যাওয়া পোষা কুকুর আমার, আমি তোমায় ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবো!

ফ্রেডা : আমি তোমাকে ভালবাসি।

ডায়েনা : আমিও যে তোমায় ভালবাসি, ফ্রেডারিক। সত্যি তোমাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তুমি যে হিউগো

নও, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তো! দেখো, হিউগো সবকিছু করতে পারে।

[তারা যায়। লেডি ইণ্ডিয়া ও প্যাট্রিস বোঘেসের প্রবেশ]

প্যাট্রিস : যে কোন কিছু! যে কোন কিছু! সে যে কোন কিছু করতে পারে!

লেডি ইণ্ডিয়া : কিন্তু প্রিয় আমার! সে কী করে আমাদের সন্দেহ করবে! আমরা তো আর কম সতর্ক নই!

প্যাট্রিস : যাই বলো, ওই হিউগোকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি! কাল সে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হেসেছে। আমাকে দেখিয়ে শুনিয়েই বটে। আমি তখন ওর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যদি সে কোনো কিছুর খবরই না রাখবে তাহলে কেনই ওভাবে ফিক ফিক করে হাসবে সে?

লেডি : কখন হাসলো সে?

প্যাট্রিস : কাল রাতে ডিনারের পরে ওই তো চাতালের ওপারে।

লেডি : কাল রাত? আমরা সবাই তো একখানে ছিলাম। সিগারেট ধুঁয়োয় ওটার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। কাশছিলো সে।

প্যাট্রিস : হাসি লুকোতে গিয়ে কাশছিলো সে, কিন্তু আমায় সে তাতে ভুলাতে পারেনি।

লেডি : সে যাই হোক—এই ছোকরার কোনো সাতে-পাঁচেই তো আমি নেই, তাহলে আমাদের দুজনের গোপন ভালবাসা আছে বলেই সে হাসবে নাকি?

প্যাট্রিস : 'কেন' কথার কোনো কারণ নেই। ওকে একটু বিশ্বেস করো না। শুরুতেই দেখো সে অবিকল তার ভাইয়ের চেহারার একটা নকল।

লেডি : তাতে তার কি করার আছে ?

প্যাট্রিস : কি যে বলছো ডোরোথী ! ও ছোকরার সাথে যদি কিছু ভব্যতাবোধ থাকতো তাহলে এসব কিছুতেই সে চলতে দিতো না। সে বরং এতে খুব খুশী। ভায়ের কাপড়ের জোড়া বানিয়ে পরছে সে।

লেডি : না গো, ওই ফ্রেডারিকই আসলে ওকে নকল করছে।

প্যাট্রিস : সে একই হলো ! যেমন দেখ, আমার আট ভাই।

লেডি : তাদের কী সবাইকে তোমারই মত দেখায় নাকি ?

প্যাট্রিক : মোটেই না।

লেডি : ওঃ তাহলে বুঝেছি—এই ছোকরা মেসার্স ম্যানকে কিছুই বলবে না !

প্যাট্রিস : তা বলবে না বটে। কিন্তু যখন আমরা ড্রয়িং রুমে একত্র হবো তখন দেখবে হাসি ঠাট্টা-তামাশা সে করবেই ! খাওয়ার মাঝখানে একটা রহস্যজনক চুকচুক শব্দ অথবা ঐধরনের ফিক ফিক একখানা হাসি যা তুমি সিগারেটের ধুঁয়ো আটকে যাওয়া বলে ভাবছো তা সে করবেই।

লেডি : এসব ছোটখাটো তামাশা আর চুকচুকানিতে মেসার্স-ম্যানের তল কাটবে না দেখো। ওটা এসব ব্যাপারে একেবারে ভোঁতা।

প্যাট্রিস : যদি একবার সে জানতে পারে তাহলে ভোঁতামিটা হবে আমাদেরই। ভুলো না তুমি হলে তার প্রণয়ী আর আমি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী। আমাদের তুজনেরই চাকুরী ওই রূপেয়া মালিকের হাতে।

লেডি : (তিরস্কারের সুরে) হৃদয়ের টুকরো আমার তুমি যে কি সব অদ্ভুত কথা বলো ?

প্যাট্রিস : রূপেয়া মালিক ?

লেডি : না।

প্যাট্রিস : প্রাইভেট সেক্রেটারী ?

লেডি : না, (তার গায়ে ভর দিয়ে) প্রিয় প্যাট্রিক, আমি শুধু তাকে আমার বিল শোধ করাব সৌভাগ্যটুকু আর প্রতি রাত্রে আমার কামরায় গিয়ে আমার হাত চুমু দেওয়ার অধিকারটুকু দিয়েছি। এতে আর কিই বা হয়। কিন্তু তুমিই আমার সব—সব।

প্যাট্রিস : (অধীর হয়ে) ডোরোথা, দেখো শীতের বাগানের মাঝে আছি আমরা—

লেডি : কিন্তু সজীব বসন্তের ভেতরে—

প্যাট্রিস : ঋতুটা বড় কথা নয়। এসব কাচে চারদিকে যে কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে। চারদিকে সব খোলা।

লেডি : বিপদ! ভারী চমৎকার জিনিস—আমি খুব পছন্দ করি সেটা। পাগল হতেও আমার খুব সাধ! মন্টি কার্লোর এক বিকেলের ঘটনা তোমায় বলিনি বুঝি! আমি সেখানে ডক-সাইডের কাফেতে খালি একটা লম্বা কোট আর হীরের গয়নাগুলো পরে হাজির হয়েছিলাম। একেবারে একলা—তাও সমস্ত মাতাল পশুগুলোর মাঝখানে।

প্যাট্রিস : মন্টি কার্লোতে ?

লেডি : হাঁ, ছোট একটা কাফেতে। সেখানে ওই সব জুয়াড়ীরা খেলার মাঝের ফাঁকে তাদের হাত কেমন করে কেঁপে ওঠে দেখে আমি শুধু হাসলাম। তো বোসই—ওকে আসতে দাও, ধরতে দাও আমাদেরকে, পারলে আমাদের

খুন করুক না সে। দেখো, কি ভাবে শুধু ঘৃণার ছটা ছড়িয়ে আমি তাকে তাড়াই। সে এক চমৎকার মজা হবে!

প্যাট্রিস: হাঁ।

লেডি: ভুলো না, তুমি হলে বড় ঘরের ছেলে, আর আমি হলেম খোদ লেডি ইণ্ডিয়া। আমরা যে তাকে শুধু খেপিয়েছি সেজন্যেই তার আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। টাকাই তো আর বড় কথা নয়।

[তারা চলে যায়]

[মাদাম ডেসমারমরটেসের হুইল চেয়ারে তার সহকারী ক্যাপুলাটের ঠেলা খেতে খেতে প্রবেশ। সাথে হিউগো]

ডেসমার: টাকা কিছুই না। ওই মেসার্সম্যান লোকটি কে?

হিউগো: তিনি কারুনের মত ধনী।

ডেসমার: আচ্ছা, তাই বুঝি! কিন্তু অত টাকা দিয়ে কি করেন তিনি।

হিউগো: তিনি নিরামিষাশী।

ডেসমার: হিউগো, তুমি বড় তামাশা কর।

হিউগো: সত্যি বলছি। প্রতি বেলার খানায় তিনি নুডল্‌স্ খান তাও মাখন কিংবা লবন ছাড়া। পান করেন শুধু পানি।

ডেসমার: অবাক ব্যাপার তো। এদিকে আবার তুমি বল্‌ছো ডোরোথী ইণ্ডিয়া তাকে ফতুর করছে।

হিউগো: হাঁ, যদি তাকে কেউ ফতুর করতে পারে তাহলে তিনি হচ্ছেন ওই ডোরোথী ইণ্ডিয়া। কিন্তু তার ফতুর করার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পয়সা আছে তার।

ডেসমার ঃ (ক্যাপুলাটের কথা মনে করে) হিউগো, তুমি একটা বিশ্বনিন্দুক। ভুলে যাচ্ছ, আমি তোমার আর ইণ্ডিয়ার খালা হই। তোমার কোনো কথা শুনছি না আমি। বয়স হয়েছে, কোনোদিন কারু কথায় তাল দেইনি আমি। ক্যাপুলাট, যাও তো আমার রুমালটা খুঁজে নিয়ে এসো।

[ক্যাপুলাটের প্রস্থান]

এখন সত্যি করে বলো তো, ওই লোকটা কি ইণ্ডিয়াকে সত্যিই রক্ষিতা রেখেছে নাকি ?

হিউগো ঃ নিজেদের মধ্যে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই ?

ডেসমার ঃ কি জালিমী কথা ! অপমানজনক !

হিউগো ঃ অবশ্যই জালিমী ! কিন্তু নিজেদের মধ্যে বলছি - অপমানকর কি করে হলো ?

ডেসমার ঃ সে হলো ফিজ হেন্‌রী বংশের মেয়ে। আমার দিক থেকে সে ডেসমার মোরটেস রক্তও পেয়েছে। যদি তোমার একমাত্র চাচা এণ্টনি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহলে এ ঘটনা শুনলে তিনি খুন হয়ে যেতেন। দেখো হিউগো, লোক বড় নিষ্ঠুর। তারা ভাববে আমি ইচ্ছে করেই ডোরোথা আর ওই নবাবটিকে একত্র ডেকেছি। তারা বলবে—এ ব্যাপারে আমারও হাত আছে।

হিউগো ঃ সবাই জানে আপনি ফ্রেডারিকের ইচ্ছানুসারে মিঃ মেসার্সম্যান ও তার মেয়েকে দাওয়াত করেছেন। ফ্রেডারিক ডায়েনার সাথে বিয়ের এনগেজম্যান্ট কালই ঘোষণা করবে।

ডেসমার : হাঁ। সে হলো আরেকটি বলদামির টাটকা নমুনা। দেখো, সে কি রকম ঘোরতর ভাবে মেয়েটার সাথে জড়িয়ে গেলো যে শেষ তক্ মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে গেলো তাকে বিয়ে করবে কিনা। যখন ছেলেটা ছোট্ট ছিল তখন থেকেই সে ছিল অসুখী ধরনের। খ্রীস্টমাস এলে সে আমাকে চুমু খেতে এসে নেতিয়ে পড়তো। এ জন্যে আমি তাকে সেণ্ট প্যাক্রাস বলতাম। এখন এই মেষ-শাবকটিকে জবাই করতে হচ্ছে। কি করে এই বেচারাটিকে গলা-টিপে, হাতে-পায়ে বেঁধে তার মর্নিংকোট আর গার্ডেনিয়া সহ ওই ডায়েনা মেসার্স-ম্যান আর তার কোটি কোটি টাকা আছে আমরা বিলিয়ে দেব—ভাবতে পার তুমি ?

হিউগো : না, আমরা তা পারি না।

ডেসমার : না, আমরা তা মোটেই পারি না। তুমি হলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল। মেষ-শাবক ঘুরে দাঁড়িয়ে—যদি জাঁদরেল কোনো যাজককে জব্দ ক'রে তাহলে অবশ্য আমার ভালই লাগে। কিন্তু এই বেচারা ফ্রাডারিকের ক্ষেত্রে, এটা তামাশারও ব্যাপার নয়।

হিউগো : কিন্তু খালা, যদি বিয়েটা হয়ে যায় !

ডেসমার : (নিঃশ্বাস ফেলে) আর কেই বা তা এখন রোধ করতে পারে ?

হিউগো : কে জানে, কে পারে ?

[ক্যাপুলাটের পুনঃ প্রবেশ]

ক্যাপু : মাদাম, এই আপনার রুমাল নিন।

ডেসমার : ধন্যবাদ লক্ষ্মী মেয়ে। আমাকে একটু সূর্যের আলোর দিকে নিয়ে যাও তো দেখি।

[মেসার্সম্যান ও রোমানভিলের প্রবেশ]

এই যে রোমানভিল গুড মর্নিং। মিঃ মেসার্সম্যান, গুড মর্নিং। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?

মেসার্স : আমিতো ঘুমই না, মাদাম।

ডেসমার : আমিও না। চলুন, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দুজনে যখন নিজেদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলি। এরা যখন নাক ডাকাবে আমরা তখন জমিয়ে গল্প করবো। ওদের সম্বন্ধে সকল বিদঘুটে গেটি আমরা আলোচনা করবো— তাতেই সময় কেটে যাবে। পরনিন্দার পাতে অনেক কিছুই কোরবানী দিতে হয়, তাই না কি ? এ ব্যাপারে আমি ভয়ানক শয়তান, মিঃ মেসার্সম্যান, আপনি ?

মেসার্স : হাঁ, মাদাম, আমিও তাই।

ডেসমার : কি চমৎকার ! দু'জনে মিলে তাহলে ভয়ানক দুষ্টুমি করা যাবে। আমার এতে খুব মজা লাগে। (কাপুলাটকে) একটু ধাক্কা দাও তো লক্ষ্মীটি। আমাকে একটু সূর্যের আলোয় নিয়ে যাও না। আচ্ছা মিঃ মেসার্সম্যান, আমার বাটলার বলছিল, আপনি নাকি শুধু ওই নুডল্‌স্‌ খান !

মেসার্স : ঠিকই বলেছে। বিনা মাখন ও লবনে খাই।

ডেসমার : এদিকে শুনলুম, আপনি আমার ভাগ্নী ডোরোথার বিশেষ বন্ধু।

মেসার্স : জী, হাঁ, লেডি ইণ্ডিয়ার বন্ধুত্বে আমি ধন্য হয়ে আছি।

ডেসমার : অনিদ্রা, ডোরোথী, নুডল্‌স্‌! আহা ! কী চমৎকার জীবন।

[তারা যায়। রোমানভিল হিউগোকে এড়ানোর চেষ্টা করে]

হিউগো : (তাকে ধরে) ওর ট্রেন সাড়ে বারটায় পৌঁছায়।

রোমান : না তো !

হিউগো : নিশ্চয় সাড়ে বারটায় !

রোমান : একটা মস্ত ভুল হচ্ছে ! এতে আমার তো স্নায়ু-দৌর্বল্য হচ্ছে। তুমি ঠিক জানো তুমি পাগল হওনি ?

হিউগো : সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইনি। তোমার ?

রোমান : আমি মোটেই নিশ্চিত নই। কিন্তু ধরো এ-ব্যাপারে যদি আমি সহযোগিতা না করি……

হিউগো : তাহলে কেলেঙ্কারী হবে, রোমানভিল।

রোমান : (ধৈর্যচ্যুতি ঘটে) কি কেলেঙ্কারী ঘটতে পারে--আল্লার কিরে, পরিষ্কার বলো ? এ মেয়ের সাথে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক।

হিউগো : ধরো আমি যদি খালাকে বলি খালা আমাদের পিয়ারা রোমানভিল সাহেব বাতাসে বসন্তের আগমনের পুলক স্পর্শ পেয়ে আপনার কাছে তার গমনাগমনকে আরো মধুময় করার জন্যে একটি খুবসুরৎ ছোট্ট বান্ধবীকে সেন্ট ফ্লুর হোটেলে এনে রেখেছে। সপ্তাহে তিনবার সে চুপে চুপে সেখানে তার কাছে যায়।

রোমান : এটা মোটেই সত্য কথা নয়। প্রজাপতি আর পুরোণো ফার্নিচারের ওপর আমার যতটা শখ, এই মেয়েটির প্রতিও আমার ততটাই আকর্ষণ। শিল্পদ্রব্যের প্রতি অনুরক্ত হওয়াটা কি আমার পক্ষে এমনই কোন অপরাধ ?

হিউগো : মোটেই না।

রোমান : ব্যালেয় যোগদানের আগে বেচারা মেয়েটির একটু হলিডে'র প্রয়োজন। তাকে ভারী ক্লান্ত ও পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল, বুঝলে, হিউগো, ভারী পাণ্ডুর। এ অবস্থায় যে কেউ এটুকুন করতো। ব্যাপারটা তো একটা সাধারণ

মানবত্ববোধের বিষয়। আমি ওকে বল্লাম, চলে এসো, এভারগনে এসে তোমার মায়ের সাথে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যাও। তবেই বলতো, একটি নিডি মেয়েকে কয়েকটা দিন একটু ছুটি কাটানোর বন্দোবস্ত করে দিয়েছি ত তে কে কি কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করতে পারে? তোমার খালা নিশ্চয় তেমন লোক নন। হর বছর তিনি দান-খয়রাতের ব্যাপারে আমার পুরো সহযোগিতা নেন।

হিউগো : অবশ্যই তিনি একটি গরীব নিডি মেয়ের ছুটি কাটানো নিয়ে কিছু করবেন না। তবে হঁা, তোমার পেয়ারেয় বিবির ব্যাপারে করতে পারেন তুমি তো রোমানভিল আমার খালাকে চেনই!

রোমান : খোদার কসম, সে আমার পেয়ারের বিবি নয়। সত্য করে বলছি একটুও না।

হিউগো : তোমাকে বিশ্বেস করতে যাচ্ছে কে হে?

রোমান : প্রত্যেকেই করবে কারণ সেটাও সত্য!

হিউ : এতে কুলরক্ষা হবে না। কেউ বিশ্বাসযোগ্য ভাবতেই পারে না।

রোমান : তাহলে তোমার মতে সত্যের কোন মূল্য নেই?

হিউ : কোন কিচ্ছু না। যদি সত্যকে কেউ বিশ্বাস না করে।

[ডিনারের ঘণ্টা বাজে]

চল, এখনকার মতো হাসি-খুশিতে লাঞ্চটা সেরে নিই। তারা এখন যে-কোন মূহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে। যস্তয়াকে আমি বলে দিয়েছি, সে আমাদের খবর দেবে। আমি বাইরে যেয়ে ওদের সাথে একটু

কথা সেরে নেব। তারপর কফির সময় যম্মুয়া খালাকে বলবে যে তোমার ভাতিজী এসে গেছে।

রোমান : মনে করো যদি আমার আসল ভাতিজী একই ট্রেনে চলে আসে ?

হিউ : সেদিক ঠিক আছে! আমি তাকে তোমার বাপ মাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি যে আমার খালার দাওয়াত এখানকার মত বাতিল করা হয়েছে।

রোমান : এ এক ফাঁদ তোমার। আর এসবের একমাত্র কারণ হলো সেন্ট ফ্লুর হোটেলের কেকের দোকানে ওই ছোট মেয়েটির সাথে আমি একটু নির্দোষ গোছের ওরনিগিড পান করেছিলাম আর তা তুমি দেখে ফেলেছিলে।

হিউগো : ঠিক!

রোমান : তুমি একটি শয়তান!

হিউগো : অনেকটা বটে।

রোমান : তোমার মতলবখানা কি তা বল তো ?

হিউগো : একটা মস্ত নারকী পরিকল্পনা হাসিল করা।

[আবার বেল বাজে]

ওই দ্বিতীয় ঘন্টা পড়লো। চল লাঞ্চ খেয়ে আসি, রোমানভিল। আরেকটু বয়েস বাড়ার আগেই সব ব্যাপার জানতে পারবে।

[তারা যায়। একটুক্ষণের জন্য স্টেজ শূন্য। তারপর যম্মুয়া, ইসাবেল ও তার মাকে স্যুটকেস সহ এনে তোলে]

যম্মু : যদি ভদ্রমহিলারা তকলিফ করে কুর্সীতে একটু তশরীফ রাখেন, তাহলে আমি হিউগো সাহেবকে আপনাদের আসার খবরটা দিতাম। (সে যায়)

মা : অত্যন্ত দামী সোফা, তাই না ইসাবেল। কি চমৎকার রুচি, এমন জাঁকজমক। এমন না হলে আমার জীয়ে হওয়া লাগে না।

ইসাবেল : ঠিকই মা।

মা : কিছু কিছু লোক সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের পরিবেশ না হলে দমই ফেলতে পারে না। আভিজাত্যে নিয়ে গেলে এরা মিইয়ে পড়ে।

ইসা : হাঁ, মা।

মা : মনে রাখিস্ ইসাবেল, তোর দাদা ছিলেন সারা শহরে সবচেয়ে বড় ওয়েলপেপারের দোকানদার। সে সময় আমাদের দু'দুটো চাকর ছিল—দোকানের কর্মচারীর তো কথাই নেই। তোর বয়সে তোর দাদী আমাকে একলা একদম বাইরে বেরুতে দিতো না!

ইসা : না, মা।

মা : না। আমার তিন কদম পেছনে থাকতো আমাদের চাকরানী। ঠিক তিন পা পেছনে। চমৎকার ব্যবস্থা।

ইসা : হাঁ, মা।

মা : বাটলারকে দেখেছিস্ নাকি?

ইসা : হাঁ, মা।

মা : ঐ রকম মর্যাদাবোধ, অমন ধরনের চাপা গলার স্বর, অতি ভদ্র কিন্তু একটু ঘৃণাব্যঞ্জকও বটে, এ হলো যথার্থ আচার। (বাটলারের গলার স্বর নকল করে, ফূর্তির সাথে) যদি ভদ্র-মহিলারা তকলিফ করে, কুর্সীতে একটু তশরীফ রাখেন। 'তশরীফ রাখেন' দেখ্, কি চমৎকার গুছিয়ে কথাটি বলেছে সে। জানিস - তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে গিয়ে আমি সব সময় এমন একজন বাটলারকে কল্পনা করেছি।

ইসাঃ ওহ্ মা, তুমি জানো— এটা তেমন জায়গা নয়।

মাঃ হাঁ নিশ্চয় তেমনই বটে। আমার স্বপ্ন ছিল, যা আমি জীবনে হারিয়েছি তুই তা পাবি। কথা আমি কম বলি বটে, কিন্তু মাঝেমাঝে মনে বড় কষ্ট পাই। যেমন ধর যখন ধুয়ে ধুয়ে তোর হাত লাল আর শক্ত হয়ে যেতে থাকে···

ইসাবেলঃ এখন একটু থামো মা···

মাঃ আমি জানি এতে তোর কোনা ভাবান্তর হয় না—কারণ তুই আমার মতো অনুভূতিশীল নস। আর তাছাড়া আমার যতটা করার কথা ছিল ততটা সাহায্যও তোকে আমি করতে পারিনি। যদি গায়ে আমার আরেকটু বল থাকতো তাহলেই হতো ; তবে অবশ্য আমার নিজের কিছু কথার দিকেও খেয়াল করতে হয়। পিয়ানোর জন্যে অবশ্য নিজের হাতের যত্ন করা দরকার। আর তাছাড়া আমি যখন ছুকরী ছিলাম তখন চেয়ে কিছু পাওয়ার কথাই ভাবতে পারিনি। তখন সবকিছু অন্য রকম ছিল। তুই সে সব বুঝবিনে। তোরা আজকাল হাত গুটিয়ে কিছু একটা গান করিস্—আর অমনি যেন ম্যাজিকের মত সবকিছু হয়ে যায়। আর কিছু ভাবতে হয় না।

ইসাবেলঃ এই তো বেশ, মা।

মাঃ বেশ ভাল। কিন্তু আমি যে ভাবে বড় হয়েছি আর যেমন করে আমার স্বপ্ন খান খান হয়েছে সে অবস্থায় আমি এ সব করতে পারতাম না। স্বপ্ন এখনো আমার আছে, কিন্তু সে সব তোর জন্যে রেখেছি ইসাবেল। তোর জন্যে হবে ভিন্ন রকমের ভবিষ্যৎ, সে ভবিষ্যৎ

সৌন্দর্য আর বিলাসে ভরা—আর তারই কোণে তোর এই মায়ের জন্যে এতটুকু জায়গা। তোর শিল্পগুণ আছে, রূপ আছে, তবে আমি যেমন ছিলাম, তার চেয়ে একটু আগে সাধারণ বোধ করি সে তোর বাপেরই ধরাতে—কিন্তু সেও মজাদার ও আকর্ষণীয়। এ নিয়ে তুই নিশ্চিত কাউকে জয় করতে পারবি, এ আমি জানি। এখানকার এই যুবক ভদ্রলোক কেন তোকে খবর পাঠিয়েছে - জানিস্ কিছু ?

[হিউগোর প্রবেশ]

হিউগো : বেশ সময়মত এসেছেন। অনেক ধন্যবাদ।

মা : মোটেই না। সময়ানুবর্তিতা হলো রাজকুমারদের বিনয়, এই রকমই আমি মনে করি। আপনি নিশ্চয় আমার সংগে একমত হবেন।

হিউগো : নিশ্চয়, নিশ্চয়। আর এই বুঝি মিস ইসাবেল ? আমার আশা করি ভুল হয়নি।

মা : চমৎকার মেয়েটি আমার।

হিউগো : অনেক বেশী সুন্দর।

মা : মিঃ রোমানভিল নিশ্চয় ওর সম্পর্কে আপনাকে বলে থাকবে।

হিউগো : (ইসাবেলের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে) অবশ্যই বলেছে।

মা : তিনি প্যারীতে আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু।

হিউগো : (ঠাণ্ডা সুরে) তা আমি জানি। মিস ইসাবেল, এই এ্যাডভেঞ্চারটুকু কেমন মনে হচ্ছে আপনার। সবচেয়ে আপনার জন্যে যা বেশী প্রয়োজন, তা হলো সবটুকু পুরোপুরি উপভোগ করা।

মা ঃ ওতো একদম খুশীতে ভরপুর।

ইসা ঃ মিঃ রোমানভিল শুধু বলেছেন যে আজ সন্ধ্যেয় আপনি আমাদের আপনার বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হিউগো ঃ আর কিছুই বলেননি ?

ইসা ঃ না, আর কিছুই নয়।

মা ঃ আমি মনে করি আমাদের বন্ধু আমাদের চমক লাগিয়ে দিতে চেয়েছেন।

হিউগো ঃ কিন্তু আমি কেন আপনাদের ডেকে পাঠাইলাম, তা কিছু ভাবেননি ?

ইসা ঃ আমি কিছু জানি না। আমি নাচতে জানি। মনে করছি, হয়তো নাচতেই ডেকে থাকবেন।

হিউগো ঃ শুধু নাচতেই নয়।

মা ঃ শুধু নাচতেই নয় ? আপনি আমাকে সত্যিই কৌতুহলী করে তুলছেন।

হিউগো ঃ আজ এ বাড়ীতে একটা বল হচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি আপনাকে সুন্দর, অতি সুন্দর—সবার চেয়ে সুন্দর দেখতে চাই।

ইসা ঃ আমি ?

হিউগো ঃ নিশ্চয়। ঘাবড়ে গেলেন নাকি ?

ইসা ঃ সামান্য একটু ঘাবড়েছিলাম বটে। আমি তো খুব সুন্দরী নই—তাহলে কি করে----

হিউগো ঃ আজ ভোরে প্যারীতে ফোন করেছিলাম। রুসেডা সৌরস থেকে ওরা কিছু ভাল ভাল পোশাক পছন্দ করতে পাঠাচ্ছে। সাথে সাজানোর সবচেয়ে ভাল কারিগরও আসছে। বেহালা বেজে উঠতেই আপনি তৈরী হয়ে যাবেন।

ইসা : কিন্তু আমাকে করতেটা হবে কি ?

হিউগো : আপনি শুধু রাতভর প্রজাপতির ডানায় ভর দিয়ে চাঁদের আলোর সাথে পাল্লা দেবেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আপনার কাজ শেষ। (মাকে) এর জন্যে আমি ওনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব—পোশাকটিও ওনারই হবে।

মা : (আবেগজড়িত হাসি হেসে) ওহ্—এক মুহূর্তও আমরা অমন ভাবিনি—.....

হিউগো : কিন্তু আমি ভেবেছি। এখনই আমাকে ডাইনিং রুমে ফিরে যেতে হচ্ছে, দেরী হলে ওরা আবার ভাবতে শুরু করবে। দুঃখিত এজন্যে যে, ব্যাপারটা আপনাদের কাছেও একটু রহস্যময়ই করে রাখতে হলো। এই যে যসুয়া ! ও আপনাদের যার যার কামরায় নিয়ে যাবে। আপনাদের লাঞ্চও ওই এনে দেবে। আপনারা যে বাড়ীতে এসেছেন, এ খবর যেন কেউ জানতে না পায়। যত তাড়াতাড়ি পারি—আমি এসে আপনাদের কি করতে হবে সে নির্দেশ দেব।

[সে যায়। যসুয়া একটা স্যুটকেস উঠিয়ে নেয়।]

যসুয়া : যদি ভদ্রমহিলারা মেহেরবানী করে আমার সাথে সাথে আসেন।

মা : অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কত বড় ঘরের ছেলে, দেখলি। কি আদব তরিবৎ। কি ভাবে আমার হাতে চুমো খেলো দেখেছিস্। আরে, চেয়ে দেখ্, ঘুমোচ্ছিস নাকি।

ইসা : না, মা। এরই কি নাম হিউগো নাকি ? উনিই কি আমাদের দাওয়াত করেছেন ?

মা ঃ তা তো নিশ্চয়। কি চমৎকার চেহারা, তাই না? এখন চলে আয় দেখি। বাটলার আমাদের অপেক্ষায় আছে। কোথায় তুই মা, ঘোরে আছিস নাকি?

ইসা ঃ (আশ্চর্য স্বরে চলতে চলতে) হাঁ, মা।

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

একই দৃশ্য। সেই বিকেল।

মাদাম ডেসমারমরটেস একাকী।

ডেসমার ঃ ক্যাপুলাট, ক্যাপুলাট! আল্লাহ্ জানে, কি হলো মেয়েটার? ক্যাপুলাট! বেল বাজাবার দড়ি থেকে কত দূরেই না পড়ে আছি! হয়তো আমি রবিনসন ক্রুশো, কিন্তু তার উদ্বেগ বুদ্ধি কিছু নেই আমার! হায় ছোট থাকতে আমার গবর্নেস যদি দৌড়ে গিয়ে বিপদ-নিশান বা বন্দুক ফায়ার করার বাস্তব কায়দাটা শিখিয়ে দিতো, তাহলেও এ মুহূর্তে কাজ হতো।

[**যমুয়ার প্রবেশ**]

আল্লাহ্ মেহেরবান! বোধ করি এতক্ষণে একটা পথ পেলাম। যমুয়া! যমুয়া! তুমি হলে কেপ গ্রিজ নেজ! এখন চাঁদ, একটু মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে আমাকে উদ্ধার কর তো! পনের মিনিট হয়ে গেলো পানির ধাক্কায় ডাঙায় এসে ছিটকে পড়ে আছি, কিন্তু কোনো লোকের দেখা সাক্ষাৎ মিলছে না!

যমুয়া ঃ কারো দেখা মিলেনি, মাদাম?

ডেসমার : একজনও নয়, অথচ লোকে বলে, তুনিয়ার জনসংখ্যা বেশী হয়ে গেছে। আমি মাদামোজেল ক্যাপুলাটকে আমার ডেস্ক থেকে মেহমানের ফিরিস্তিটা আনতে পাঠিয়েছিলাম। যা দেরী লাগছে, তাতে তুমিই মনে করবে যে, আমি বুঝি তাকে গোটা লেকটাকে পুনরায় মাছের পোনা দিয়ে ভরতি করতে বলেছি।

[ক্যাপুলাটের প্রবেশ]

এতক্ষণে তুমি এলে, তাহলে! আমাকে তুমি একটা ভাঙা ব্রেকের উপর বসিয়ে চলে গেলে। নিজের দোষ-ত্রুটিগুলি নিয়ে তুই দফা চিন্তা করা ছাড়া আমার হাতে আর কিছুই ছিল না। আর কিছুক্ষণ দেরী করলে আমি সে সবের অনুশোচনা করতাম। কোথায় ছিলে তুমি?

ক্যাপুলাট : আপনি বল্লেন, ফিরিস্তিটা বাঁদিকের একেবারের নীচের ড্রয়ারে ছিল, আসলে ওটা ছিল ডানদিকের একেবারে উপরের ড্রয়ারটায়।

ডেসমার : ওটা একটা দেখার হেরফের মাত্র।

[লিস্টটা ক্যাপুলাটের হাত থেকে নিয়ে]

এখন একটু কাজ করা যাক। এসব নাম কাদের তা আমাকে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। বড় শক্ত জিনিস সেটা। আজকাল এমন হয়েছে কেউ আর বংশমর্যাদার ধার ধারে না। এক একজন চমৎকার সব নাম রাখে, পরে যখন চলে আসে, তখন দেখা যায় অদ্ভুত সব চেহারা। তাদের কি ভাবে চেনা যাবে তা তারাই জানে। সবচেয়ে খারাপ কথা এসব রবাহুত লোক এতে খুবই পুলকিত হয়। ব্যারোনেস

গ্রেভ তুরুর বাড়ীতে এক বিকেলের ঘটনা মনে পড়ছে·····আরে, আর সবাই কোথায়? ক্যাপুলাট, শুনতে পাচ্ছো তো? আমি বলছিলাম কি, ব্যারোনেস গ্রেভ তুরুর বাড়ীতে এক বিকেলের ঘটনা···আমার গলত হলে আমাকে শুধরে দিয়ো···যস্থুয়া ব্যারোনেস গ্রেভ তুরুর বাড়ীতে এক সন্ধ্যায় পার্টিতে এমন অনেক বে-দাওয়াতি লোক হাজির হয়েছিল যে শেষটায় ব্যারোনেস মনে করতে লাগলেন যে, তিনি অন্য কারু বাড়ীর পার্টিতে হাজির হয়েছেন। ফলে সারা সন্ধ্যাভর তিনি বাড়ীর কর্ত্রীকে বিদায় জানাতে খুঁজে হয়রান হলেন। এখন তোমারও অমন কিছু করতে চাও? খোদা, আমাকে তরিয়ে দাও! শোন যস্থুয়া, ক্যাপুলাটকে কি বলেছিলাম শুনেছো তো? অমন ধরনের করুণ খেয়ালের খেলা আমি এ বাড়ীতে দেখতে চাই না। বুঝলে যস্থুয়া, এ ধরনের ভুল আমার বাড়ীতে চলবে না।

যস্থুয়া: নিশ্চয় না মাদাম। তবে অবশ্য মাদাম ঠিকই বলেছেন, আজকাল চেহারা দেখে কিছু বোঝার যো নেই—চেহারায় কোন ধরা বাঁধা লাইন নেই কি না! তবু এ আমরা হতে দেবো না!

ডেসমার: প্রতিটি মুখ তোমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে বুঝলে যস্থুয়া। আমিও তাই করবো। কোন রবাহুতের নাক বরাবর কড়া চোখে অপলক নয় গোনা পর্যন্ত তাকিয়ে থাকো, দেখবে তার চেহারায় অপরাধ ভেসে উঠেছে। একথা স্মরণ রাখো, দরকার হলে, আমি

গভীর চোখে অমন সন্ধানী চোখে তাকিয়ে দেখবে, দেখো।

যমুয়া ঃ আশা করি এমন কোনো প্রয়োজন ঘটবে না। কেননা তাহলে আজকের সন্ধ্যার পার্টির সুন্দর ও সজীব আনন্দের অভিজাত পরিবেশ অথবা গ্লানিমার কালো মেঘ ছায়া ফেলবে। কেউ সেটা পছন্দ করবে না, মাদাম।

ডেসমার ঃ তুমি দেখছি একটা সদাশয় বুড়ো দাদা হয়ে উঠ্ছো। কেউ পছন্দ করবে না মজার কথা বটে।
এদিকে আমি তোমার উপর ভরসা করে বসে আছি যাতে কোনো অনধিকার প্রবেশ না ঘটে। এখন আমার সাথে এসো তো রণক্ষেত্রটি শেষবার পরিদর্শন করে রাখি। কি ক্যাপুলাট তাই ভাল নয়?

ক্যাপুলাট ঃ আমার সাংঘাতিক উত্তেজনা লাগছে কিন্তু। মনে হচ্ছে যেন আমি তাওয়ার উপরে যবের রুটির মত গরম হচ্ছি।

ডেসমার ঃ বেশ কথা যাহোক! যবের রুটি ছোট ক্যাপুলাটের মতই বটে। ধর, এখন এই পালেঞ্জের রাজকুমারের কথাই হোক। তাকে দেখতে কেমন দেখায় বলতো যমুয়া? ও, ও মনে পড়েছে! তাকে একটি কমজোর প্রস্তাবের মত দেখায় -একটু বালাক্লাভা দাড়িও আছে (চেয়ার হঠাৎ চলতে শুরু করে। ক্যাপুলাট ও যমুয়া মাদামের পেছন পেছন চলে যায়। একটু পরে হিউগো ও ইসাবের প্রবেশ)

হিউগো ঃ অল রাইট! আমার দিকে একটু হেঁটে আসুন তো দেখি! ফিরুন। চলে যান দেখি। বিলকুল ঠিক— তোফা হয়েছে! কাঁপছেন কেনো, বলুন দেখি?

ইসাবেল : ঘাবড়ে গেছি।

হিউ : কিসে ঘাবড়েছেন? পার্টিতে যাবার ভয়ে?

ইসা : হাঁ, তাই হবে হয়তো! একদিকে ভায়োলিনে সুর সাধছে, অন্যদিকে একঘর ভর্তি অচেনা লোক সবাই পার্টির সুবর্ণ মুহূর্ত্তটির জন্যে সাজগোজ করছে এখন—এদিকে আমি, আপনি যে রহস্য সৃষ্টি করেছেন তার সম্ভাবনায় শিউরে উঠেছি।

হিউগো : আমাকেও ভয় পাচ্ছেন নাকি?

ইসা : তা তো বটেই।

হিউ : আপনার বোধ হয় মনে হয়েছে যে আমি আপনাকে কোনো কেলেংকারীর মধ্যে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছি। রোমানভিল আমার বিরুদ্ধে বলেছে নিশ্চয়।

ইসা : সে বলেছে ···

হিউ : তাহলে নিশ্চয় আপনি তার কথায় বিশ্বেস করেছেন।

ইসা : (ভদ্রভাবে) না।

হিউ : তাকে বিশ্বাস করাই উচিত ছিল আপনার পক্ষে। আমার পরিকল্পনা যখন আপনি বুঝতে পারবেন, তখন দেখবেন যে রোমানভিল যা মনে করে আমি তার চেয়েও খারাপ লোক। কিন্তু মন্দ লোকদের ভয় করার কিছুই নেই—তারা এক ধরনের জটিল গোছের খারাপ লোক মাত্র—ওদিকে বোকারাই যত বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

[রোমানভিলের প্রবেশ]

আরে এই তো সে। তোমার সম্বন্ধেই বলছিলাম হে। কেমন আছো—এই বিকেলে?

রোমানফিল: অত্যন্ত কাহিল আছি। অনেকদিন ধরে এ পার্টিটার আশায় ছিলুম—কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমাকে বলি দেওয়া হবে। এ পার্টি না করলেই কি আর তোমার হতো না ?

হিউগো: সে ভেবেছে আপনি ছুরি-কাঁটা ধরতে জানেন না, অথবা স্যুপ খাওয়ার চামচ দিয়ে সালাডের সাক উঠাতে যাবেন ফলে লোকে লাফিয়ে উঠে বলবে · 'এ নিশ্চয় রোমানভিলের ভাতিজী হতে পারে না। এ জাল।' একটু হেটে যান্ দেখি। এখন ফিরুন। চেয়ে দেখো তো, রোমানভিল! কেমন চমৎকার ভাতিজী তোমার! নিজেদের মধ্যে এখন বলো তো, তোমার আসল ভাতিজী কেমন আদমি ?

রোমান: (কড়াস্বরে) সে সাদাসিধে মেয়ে। অন্যদের মতো তার নাক এতো খাটো নয়। কিন্তু চরিত্রটি বেশ ভাল।

হিউ: তাহলে তাকে বদলানোর সময় হয়েছে। এ মেয়েটিকে দেখো তো, বনফাযারের ধোঁয়ার মতো পোশাকে কেমন আচ্ছা দেখাচ্ছে। সারা দুনিয়া খুঁজলে এমন উজ্জ্বল ভাতিজী পাবে না— অথবা আজকের রাতে নাচের আসরে এরচেয়ে মানানসই কাউকে পাচ্ছ না এই গরমের ধাতুর গোড়ায়।

রোমান: (গম্ভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে) সিধা হয়ে দাঁড়াও তো। লোকের কাছে পরিচয় করিযে দিলে তাঁদের পদবী ধরে সম্বোধন করো না যেনো। বয়স্ক লোকদের কথা শুরু করতে দিও।

হিউ : তুমি শুধুই বাক্য খরচ করছো। ইসাবেল সেই জন্মের আগে থেকেই বয়স্ক লোকদের কথা শুরু করতে দেওয়ার জন্যে ইন্তেজার করে আসছে। আমার খালাটি গুণী বাছার ব্যাপারে খাঁটি জহুরী। বাগানের দিককার একটা কামরা ওকে তিনি দিয়েছেন। ওর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা না থাকলে ওকে তিনি পার্কের দিককার ঘর দিতেন।

রোমান : মোটেই না। আমিই তো পার্কের দিকের কামরায় আছি।

হিউ : তাহলেই বোঝ, আমি কি বলছি।

[মায়ের প্রবেশ]

মা : ভেতরে আসতে পারি কি ? আসতে পারি ? আমি আর এক মিনিটও দেরী করতে পারছিলাম না। কাপড়টা দেখতে আমাকে আসতেই হলো।

হিউগো : (বিরক্ত হয়ে তার কাছে গিয়ে) আপনার সাথে এরকম চুক্তি হয়েছিলো যে আপনি কামরাতেই থাকবেন। আপনি কে, একথা সবাই জানতে চা'ক এটা আমরা চাই না।

মা : আমি সারাটা পথ পা টিপে টিপে এসেছি। দেখলে মনে করতেন আমার ছায়াটা আস্‌ছে। আমি কৌতুহলে মরে যাচ্ছিলাম যে। আহ্‌ কি তোহ্‌ফা কাপড়টা ; কেমন খুবসুরত ! সিধা হয়ে দাঁড়াও তো মাণিক আমার ! বেশ আচ্ছা পছন্দ ! নিশ্চয় মিঃ হিউগো নিজেই কাপড়টা পছন্দ করেছেন।

হিউগো : মোটেই আমি নই। আপনার মেয়ে নিজেই পছন্দ করেছে।

মা : কিছু একটা আপনি নিশ্চয় করেছেন। তা নাহলে মেয়ে আমার আপনার পছন্দ আঁচ করে নিয়ে সে মাফিক পোশাক নিয়েছে।

ইসা : মা!

মা : ঘুরে দাঁড়া তো দেখি! আরেকবার। সিধা হয়ে দাঁড়াও! ও আমাকে সব সময়ই অবাক করে। সাজলে ওকে মনে হয় একনি একটি পাতলা ধরনের মেয়ে বলে—আবার পোশাক ছাড়লে বেশ তাজাই মনে হয়। ওর ব্যালে শিক্ষায়িত্রী রাজপুতিণী বলতো—ওর চমৎকার দেহের গঠন আছে বলেই অমন মনে হয়। আসলে, আমি ওর মা বলেই বলছি না, ওর পা দুটি বেশ সুন্দর। এই সাহেব আমার কথা সত্য কি না বলতে পারবেন, তাই না?

রোমান : (ঘাবড়ে যেয়ে) হুঁম্, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওকে এখনো বেশ খানিকটা পাণ্ডুর দেখায়! ওর একটা টনিক খাওয়া দরকার। বেশ ভাল একটা টনিক দরকার।

মা : পাণ্ডুর? বলেন কি আপনি? চেয়ে দেখুন তো - ওকে ঠিক আপেলের মতো লাল দেখাচ্ছে।

রোমান : দেশ-গাঁয়ের হাওয়া লেগে এরি মধ্যে চেহারা কিছুটা ফিরেছে দেখছি—হুঁম। দেশের হাওয়ার মতো অমন ওষুধ আর নেই।

মা : কি যে বলেন, ঠিক নেই! দেশে গেলেই ওর মরণ হয়। আমরাও তাই। আমরা হলাম গিয়ে গরম ঘরের ফুল, দুজনেই পুরো প্যারির বাশিন্দা। দুই শিল্পী। দেশে গেলেই আমাদের মনে হয় যেন আমাদেরকে

ভেড়ায় খেয়ে ফেলবে। আপনি প্রিয়জন বলেই না গাঁয়ে গেলাম।

রোমান : ওর স্বাস্থ্যের কথা সবার আগে, সবার আগে স্বাস্থ্যের কথা।

মা : দেখুন, কেমন চড়া মাতবরি মেজাজ ওনার ? উনি যা বলেন, ওর বন্ধুদের তাই করতে হবে। ওর মত না চল্লেই ওর বন্ধুদের চলবে না। উনি যখন এখানে আসা ঠিক করলেন তখন আমার খুকুরও তার সাথে আসা চাইই চাই।

রোমান : ওকে বড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল তখন। তাই আমি ভাবলাম -

মা : হাঁ, হাঁ। আপনাকে আমরা এ জন্যে মাফ করে দিয়েছি যে আপনি বন্ধুত্বের খাতিরেই এ সব করেছেন যেমন আপনি ঐ একই খেয়ালে ওকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন।

রোমান : (আরো ঘাবড়ে) প্রত্যেকেরই সাঁতার শেখা দরকার।

মা : সাঁতার দেখার জন্যে হররোজই উনি আসতে থাকলেন, শেষে একদিন কাপড়চোপড়সহই পানিতে লাফিয়ে পড়লেন উনি।

রোমান : (দিশাহারা হয়ে) তাই কি বলিনি আমি ? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে প্রত্যেকেরই সাঁতার শেখা উচিত ? যাক, অনেক গল্প হলো। হিউগো নিশ্চয় ইসাবেলকে এখন কিছু কায়দা-কানুন শেখাবে। এদিকে আমার মনে হয়, মেহমানদের গাড়ীর আনাগোনা নিশ্চয় আপনি দেখতে চান। আপনি আমার কামরায়

চলে আসতে পারেন। কামরাটা উত্তরমুখী হলেও দরজায় আসা পর্যন্ত প্রত্যেককে দেখা যায়।

মা : হাঁ, তাই ভাল। চলুন আমরা দুজনে যাই। অবশ্য রহস্যটা কি জানার জন্যে আমি মরে যাচ্ছি। যাহোক ইসাবেল সে কথা কাল আমাকে বলবে। চলুন তাহলে যাই। আমি সেই জাবড়ে-খাওয়া মথ-পোকা যে প্রদীপের চার পাশে নাচবে না, তারি মত লুকাই গিয়ে

রোমান : (তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে) ঠিক, বটে ঠিক। জাবড়ে-খাওয়া মথ-পোকার মতই। চলুন, যাওয়া যাক। মনে হচ্ছে পয়লা দফা গাড়ীগুলো দরজায় এসে গেলো বুঝি।

হিউগো : রাত্তিরের খানাটা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে'খন।

মা : ওই এক টুকরা, সামান্য এক টুকরা রুটি আর এক গ্লাস পানিতেই এই গরীবের চলবে। দুনিয়া ভোগ করে নাও, ভাগ্যবতী মেয়ে আমার। আমারো এক দিন বিশ সাল বয়েস ছিল সেও বড় বেশী দিনের কথা নয়।···ওকে চমৎকার দেখাচ্ছে, আহা কী সুন্দরই না !

[সে রোমানভিলের ছিচড়ে টানে চলে যায়]

হিউগো : এদিকে আপনি লাফিয়ে উঠছেন দেখছি।

ইসা : লজ্জায়-সংকোচে।

হিউগো : কেনো কারণ নেই তার।

ইসা : কথা বলা বড় সহজ। এদিকে আমার গাল দুটো জ্বালা করছে, চোখে হুল ফুটছে, গলার ভেতরে কি একটা আটকে গেছে, মনে হচ্ছে, আমি মরে যাব !

হিউগো : ওর কথা আমার কিন্তু বেশ মজাদার লাগে।

ইসা : আমারও হয়তো মজা লাগতো যদি উনি (সে থামে)।

হিউগো : যদি আপনি শুধু জানতেন, সোসাইটি মহিলারা কি কায়দা করে নিজেদের মেয়েদের সামাজিক দর বাড়িয়ে দেন, তাহলে আর মায়ের উপরে রাগ করতেন না। আপনার মা বিবেচনামতই কাজ করছেন।

ইসা : আমি পুষ্পকোমলী নধরতনু নই, অথবা এমন কিছু ছিমছামও নই, আমার পা দুটিও এমন কিছু বেশী ভাল নয়। আমার আর এখানে তিষ্ঠাতে ইচ্ছে করছে না।

হিউগো : আপনি এখনই চলে যেতে পারেন না।

ইসা : ভারী শরম লাগছে আমার।

হিউগো : কিবা কারণ তার, বলুন ? এই পার্টি আর এই একটু রহস্যের আবহাওয়া আপনার মায়ের কল্পনাশক্তিকে চাগিয়ে তুলেছে বলে বুঝি ? আপনার মা ভেবেছেন যে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি আর তাই তিনি আমার মাথায় আপনাকে তুলে দিতে চান এ জন্যে বুঝি ? এটা খুবই স্বাভাবিক নয় কি ? আমি ধনী খান্দানী পরিবারের ছেলে তাছাড়া বিয়ের বয়েস হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত সব মায়েদেরই আমি এসব গৎ বাঁধা বুলি আওড়াতে শুনে আসছি। আমার জন্যেই যদি আপনার লাজ-রক্ত এসে থাকে, তাহলে সেটা ভুলে যান। এসব বাঁধাবুলি এত শুনেছি যে কান আমার এসব ব্যাপারে কালা হয়ে গেছে।

ইসা : কিন্তু আমি তো এখনো শুনতে পাই কালা হইনি বলে।

হিউগো : হাঁ, তা বটে আপনার এসব খারাপ লাগার কথা। সে জন্যে আমি দুঃখিত।

ইসা ঃ (তাড়াতাড়িতে) বোমানভিলের কথা ভেবেছেন ?

হিউগো ঃ না, না, ওর ব্যাপারে আমার কিছু ভাবার নেই। আমি জানি, সে বিবেচক সৎ লোক কিন্তু বিশাল কিছু নয়। সেন্ট ফ্লুরের একটা কেকের দোকানে আপনাকে ওর সাথে দেখেছিলাম। তখনই মনে হয়েছিল আপনি বেশ শ্রীমতি। আজকের বিকেলে আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ হতে পারে এ কথাটাই পরে মাথায় এসেছিল। এই মোদ্দা কথা।

ইসা ঃ কিন্তু আমার মনে হয় আপনার জানা উচিত।

হিউগো ঃ এর বেশী কিছু আমি তার জানতে চাই না।

ইসা ঃ (নরম সোজাভাবে) আচ্ছা তা হলে। আমি শুধু বলছিলাম কি—ওঃ দেখুন দেখি, আমার কি বোকামি কাঁদতে গেছলাম আমি। এখন সারা মুখ আবার নতুন করে সাজাতে হবে। খানিকক্ষণের জন্যে মাফ করুন আমায়।

হিউগো ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

(সে যায়। হিউগো ক্যাসার দিকে ইঙ্গিত করে। আসে ম্যসুয়া।)

ম্যসুয়া ঃ মিঃ হিউগো।

হিউগো ঃ কেউ কি কিছু সন্দেহ করছে বলে মনে হয়।

ম্যসুয়া ঃ না, কেউ না স্যার! কাপড়ের আর জুতার দোকানের লোকেরা সকলের অগোচরেই চলে গেছে। বাইরের অনেক লোক এসেছে আজকে এখানে, সবাই তৈয়ারে ব্যস্ত।

হিউগো ঃ তুমি ওই মাতৃ-রত্নটির দিকে একটু নজর রেখো।

ম্যসুয়া ঃ মানুষ যত নজরের যতদূর সাধ্য ততদূরই চোখ রাখবো, স্যার। কিন্তু মাফ করবেন আমায়, একটু আগেই আমার

নজর এড়িয়ে পালিয়েছিলেন উনি। তাছাড়া ওই বল-নাচের যোগাড়-যন্তরও হাতে আছে।

হিউগো : তা তিনি যদি তার রুম আর এখানটার মাঝে তার ঘোড়া দাপানিটা আটকে রাখেন তাহলে আর এমন কি ভয় ছিল? মনে হচ্ছে বিকেল শুরু হলেই উনি নিজ মূর্তি ধরবেন, আর সেটাই হলো যন্ত্রণার কথা। (কাল্পনিক ঘরে তালা বন্ধ করার ভঙ্গি করে) ক্লিক, ক্লিক।

বসুয়া : বেশ ভাল কথা, স্যার। কিন্তু ভদ্রমহিলা যদি শেষটায় চেঁচাতে শুরু করেন, তখন? সবকিছুর পরিণামই যে চিন্তা করতে হয়?

হিউগো : তাকে বলো যে আমার হুকুমে তাকে তালা বন্ধ করে রাখা হলো। আর এজন্যে আমি দু'শো ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত দেব।

যসুয়া : তা নিশ্চয় স্যার। তবে কি না স্যার, মাফ করবেন — আপনি কি মনে করেন তাতেই ওই জাতীয় ভদ্রমহিলার টাকার পিপাসা মেটানো যাবে?

হিউগো তা যথেষ্ট হবে।

যসুয়া বহুৎ আচ্ছা, স্যার।

[বসুয়ার প্রস্থান। ইসাবেলের পুনঃ প্রবেশ]

হিউগো তা হলে সবকিছু আবার ঠিকঠাক?

ইসা হাঁ কান্নার আর চিহ্ন রাখিনি।

হিউগো এ ভালই হলো যে চট্ করে আড়ালে গিয়ে নতুন চোখ সতেজ হাসি নিয়ে ফিরে এলেন। আবার যেখানে কথা রেখে গেছলেন, সেখান থেকে কথার সূতো নিয়ে নিতে পারা কম কথা নয়। এদিকে থেকে ব্যাটাছেলেদের চাঁচাছোলা

মুখে লুকানোর ভাবকে যথাসাধ্য হটিয়ে রাখতে হয়। (ঘড়ির দিকে তাকায়) দশটা প্রায় বাজে। এই পোশাকে আপনাকে ট্রয়ের হেলেনের মত রূপবতী দেখাচ্ছে। পয়লা দিককার গাড়ীগুলো এসে গেলো প্রায়। সব প্রায় তৈয়ার। আপনাকে এখন সবকিছু বুঝিয়ে না বল্লেই নয়।

ইসা : যথার্থ সময়!

হিউগো : আপনাকে বুঝবার জন্যে আমাকে একটু সময় নিতে হলো এই যা। আপনি যদি বোকা হতেন, তাহলে আপনার জন্যে মজাদার রসালো গোছের একটা গল্প বানিয়ে বলতাম গেরস্ত মেয়েদের কাগজের উপযোগী করে। আপনাকে আসার দাওয়াত করে এমন ধরনের একটা কাহিনী মনে মনে বানিয়েও ফেলেছিলাম অনেকটা। সচরাচর গোছের একটা গল্প। বেশ সোজা। তবে কালেভদ্রে এ ধরনের গল্প বেশ খানিকটা পীড়াদায়ক হয়ে পড়ে; কারণ সাহায্যকারী ব্যক্তি তার বুদ্ধিকে এ গল্পে ব্যবহার করতে পারে না, অনেকটা ছাতা যেমন ব্যবহার করতে না পারলে গুটিয়ে রাখতে হয় তেমনি ব্যাপার আর কি। সে যাকগে। এবার গুছিয়ে নয় এ ভাবেই সব খোলাখুলি আপনাকে বলতে হচ্ছে।

ইসা : আমি খুব দুঃখিত।

হিউগো : মোটেই দুঃখের কিছু নেই। লোকের চরিত্র না বুঝতে পারাটা আমার পক্ষে একটা মস্ত অন্যায়। এক নজর দেখেই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিল। আপনি সহজ —রোমান্টিক নন, আপনি নরমও বটে। শক্ত নন, কিন্তু আদায়ী। প্রত্যেকটাই কাছাকাছি, কিন্তু আবার

বিপরীতও। এতে করে কেকের দোকানের মেয়েদের দিকে সহজ দৃষ্টিতে নজর দিতে শিখবো আমি। আমি সবই ভেবেছিলাম - একটা জিনিস ছাড়া। আমার দিকে অমন তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাবেন এটা ভাবি নি।

ইসা : আপনার এতে যদি হৃৎকম্পন হয় তাহলে বলুন, চোখ বন্ধ করে রাখবো।

হিউগো : না, ঠিকই আছে। আপনার সন্ধানী চোখ সময় বাচাবে। ভণিতা বেখে, আসল কথা পাড়ি এখন। শুনুন। আমার একটি ভাই আছে, তিনি একজন ধনবতী সুন্দরী যুবতীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এ পার্টি তারই সম্মানে আয়োজন করা হয়েছে।

ইসা : সে কি আপনার ভাইকে ভালবাসে না ?

হিউগো : তিনি ভাইয়ের সাথে বাগদত্তা। কখনো তার চম্পক অঙ্গুলিসম্পন্ন পেলব হস্তও ভাইকে ধারণ করতে দেন, কিন্তু মন তার অন্যদিকে। প্রেমের সকল ভঙ্গিই তিনি করেন—ওকথা সুধা অধর থেকে নিক্ষেপও করেন তিনি। কিন্তু সে পর্যন্তই তিনি ভাইকে ভালবাসেন না।

ইসা : তিনি কি অন্য কাউকে ভালবাসেন ?

হিউগো : বলা উচিত তিনি এখন যে কাউকে ভালবাসতে মুখিয়ে আছেন। কিন্তু এদিকে তিনি একজন কোটিপতি মহিলা, হচড়ে-পাকা, খেয়াল-খুশির পো-ধরা তাই তার ধারণা তিনি অন্য কাউকে ভালবাসেন।

ইসা : আর সে লোকটি হলো

হিউগো : আপনি খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছেন—সে লোকটি হলো আমি। জানি আপনি বলবেন মেয়েটা বোকা কারণ আমার ভাই আমার চাইতে হাজার গুণে ভালো।

ইসা : তিনি দেখতে কেমন ?

হিউগো : আগে-ভাগে বক্তৃতা তৈরি করার যন্ত্রণাই এখানে। আমি আপনাকে আসল কথা বলতেই ভুলে গেছি। আমরা দুজনে যমজ ভাই।

ইসা : তাহলে দুজনকে দেখতে একরকম দেখায়।

হিউগো : হ্যা, চেহারার দিক থেকে এতটা অভিন্ন যে ব্যাপারটা মেনে-নেওয়ার বা যুক্তিসংগত মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে আমরা একদম বিপরীত রাত দিনের ফারাক। আমার ভাইটি ভালো, বুদ্ধিমান, দয়ালু, যুক্তিবাদী, আমার বিপরীত। কিন্তু মোদ্দা কথা হলো, মেয়েটি আমাকে ভালবাসে, তাকে নয়।

ইসা : আর আপনি ?

হিউগো : আমি ?

ইসা : আপনিও তাকে ভালবাসেন বোধহয় ?

হিউগো : আমি কাউকে ভালবাসি না। সে জন্যেই আজকে রাতের এই কমেডিটুকু আমি এত সুষ্ঠুভাবে করতে চলছি। আমি আজ স্রষ্টার ভূমিকায় অভিনয় করছি। বরাতের খেলাকে বিপরীত পথে চালিয়ে নিয়ে যাবো আমি। রাতের তারারা বুঝতে পারবে না, কি আমি আজ করতে যাচ্ছি। এখন বলছি, আজ আমি কি করতে চাই।

ইসা : বলুন।

হিউগো : শুরুতে আপনার কাছ থেকে প্রশ্নাতীত বাধ্যতা আমি আশা করছি। সারাক্ষণ আপনি আমার উপর চোখ রাখবেন। আপনাকে কেবল মোটা কথা বল্লাম এর খুঁটিনাটি আপনাকে বের করে নিতে হবে। ঘাবড়াবার

কিছু নেই আপনি একা রইবেন না। স্ক্রীনের পেছন থেকে আমি বের হয়ে আসবো। আপনি আপনার পার্টনারের সাথে যে সোফায় বসবেন, আমি তার পেছনে থাকবো, অথবা টেবিলের কাপড়ের তলায়, অথবা বাগানে ছায়ার মাঝে লুকিয়ে থাকবো আমি। সবখানেই থাকবো আমি, আপনার উপর আমার সতর্ক নজর থাকবে। আমার আদেশ আপনার কানে ফিসফিসিয়ে পৌঁছে দেবো আমি। সোজা ব্যাপার। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো সকল আকর্ষণের মধ্যমণি হয়ে উঠা। সারা পার্টি আপনাকে কেন্দ্র করে চলছে আর কাউকে নয়।

ইসা : আপনি আমার কাছ থেকে বড় বেশী আশা করছেন। এসব আমি পারবো না।

হিউগো : আমি পারি। ঘাবড়াবেন না। শুধু নিজের মধ্যে আশ্বস্ত থাকুন। যা খুশি তাই বলুন। যখন হাসতে ইচ্ছে করে, হাসুন। যদি হঠাৎ একলা হতে ইচ্ছে করে, একলা হয়ে পড়ুন। আপনাকে চমৎকার করে তুলে ধরবো আমি। আপনি যা বলবেন বা করবেন তাকে মোহনায় ও বুদ্ধিমণ্ডিত শ্রদ্ধায় তুলে ধরবো আমি। সবাইকে মনে করতে দেবো যে, আমি আপনার প্রেমে পড়েছি।

হিউগো : আর আপনি সবাইকে মনে করতে দেবেন যে আপনি আমার ভাইয়ের প্রেমে পড়েছেন।

ইসা : কিন্তু আপনার ভাই যদি সেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে থাকে, তাহলে যে আমার দিকে তাকাবেনও না।

হিউগো : তার মতো বোকা অবশ্য না ও তাকাতে পারে। কিন্তু সে যদি ডায়েনার দিকে সারাক্ষণ নজর ফেলেই বসে থাকে -- তবুও ডায়েনার নিজের নজরই বলে দেবে যে আজকের সন্ধ্যায় আপনি সেরা সুন্দরী। ঈর্ষায় সে রীতিমত জ্বলবে।

ইসা : তাতে কিন্তু আপনার ভাই তাকে আরো বেশী ভালবাসবে।

হিউগো : তাই মনে করেন বুঝি ? আপনাদের থিয়েটারে প্রেম সম্পর্কে বুঝি এই ধারণা ? সে থাক, ও ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। সব প্ল্যান আমার তৈরী। আমার ভাই দেখবেন আপনার প্রেমে পড়ে যাবে। মোট কথা হলো সেদিক থেকে তাকে জাগিয়ে তোলা মাত্র। ডায়েনার মত মেয়েকে সে আসকে ভালবাসতে চাইবে না। সে ঘুমিয়ে একটা মোহের আবর্তে পাক খাচ্ছে। আমরা তাকে জাগিয়ে তুলবো।

ইসা : কিন্তু তাতে যদি সে মরে যায় ?

হিউগো : কেউ কি প্রেমের জন্যে মরেছে কভু ?

[রোমানভিকের প্রবেশ]

রোমান : আরে এই তো এখানে তুমি ! সবখানে তোমাকে খুঁজে ফিরছি যে,—মহা বিপদ !

হিউগো : মহা বিপদ ? কেন ?

রোমান : শোনো ব্যাটাছেলে, হাটে হাড়ি ভাঙা হয়ে গেছে ! আল্লাহ পরওয়ারদিগার !

হিউগো : কি বলছো তুমি ?

রোমান : আমি তোমার মাকে করিডরের আঁধার দিয়ে তার কামরায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। এরি মধ্যে ক্যাপুলাটের সাথে চোট লেগে গেলো !

ইসাবেল : ক্যাপুলাট ?

রোমান : ওর খালার সহচরী গো !

হিউগো : তাকে তোমরা পেরিয়ে যেতে পারতে !

রোমান : আমি তো পেরিয়েই ছিলাম ! কিন্তু তারা কি করলো জানো ? ওরা একজন আরেকজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না ! কথাবার্তা শুনে বোঝা গেলো তারা দু'জনে মৌবার্জ কনসারভেটরে একত্রে পিয়ানো বাজনা শিখতো। কুড়ি বছর ধরে ওরা একজন আরেকজনকে মৃত মনে করে আসছে। এদিকে দু'জনেই আল্লার ফজলে বেঁচে-বর্তে আছে। আমি তো নাচার। ওরা যেখানে সেখানে আছে—একজন আরেকজনের গলা জড়িয়ে ধরে জীবনের কাহিনী বয়ান করছে। খোদা-তালার শান যে দু'জনে তারা একই সাথে কথা বলে যাচ্ছে। ফলে কেউ জানে না একজন আরেকজনকে কি বলছে। যাই ঘটুক একমাত্র উপায় হলো পলায়ন। (ইসাবেলকে) যাও, গিয়ে ধড়া-চুড়া খুল গে'। আমি বলে দেব যে তোমার অসুখ হয়ে গেছে। টেলিগ্রামে দাদীর অজ্ঞান হওয়ার খবর এসেছে ! সে সব আমি বানিয়ে বলবো 'খন। যাও, আর এক মিনিটও হারানোর সময় নেই ! যাও, কাপড় বদলাও গে'।

হিউগো : কোথাও যেও না। আমি যেতে নিষেধ করছি।

(মায়ের দরজায় করাঘাত ও প্রবেশ)

মা : কু-ই-ই ! চাঞ্চল্যকর খবর শুনেছো আমার ?

হিউগো : (তার কাছে যেয়ে) হাঁ, তাকে কি বলেছেন আপনি ?

মা : অহ্, হায় গো হায় ! সখী পাওয়ার কত না সুখ ! ইসাবেল, আমি প্রায়ই তোমাকে জেরালডিন ক্যাপু-

লাটের কথা বলতাম না? আমি ভেবেছিলাম সে মরে গেছে। কিন্তু আমার সে সখী মরেনি, বেঁচে আছে। তাকে কি বলছিলাম জানো? কেন, সব কিছু, সব কিছু বলেছি তাকে! আমার সেই বেজোড় বিয়ের কথা, আমার শিল্পী জীবনের খতম-শোদ, মোট কথা জীবনের সব হতাশার কাহিনী তাকে বলেছি! তুই জানিস্ না, জেরালডিন আমার কতখানি ছিল! আমাদের দু'জনের ছিল সোনালী চুল—সবাই ভাবতো আমরা দুই বোন।

হিউগো এ বাড়ীতে কি করে এলেন—তা তাকে বোঝালেন কি করে?

মা অত্যন্ত সোজা করে। আপনি কি মনে করেছেন, আমি এসব ব্যাপারে জাহির করে ফেলতে পারি? আমি ওকে বলেছি আমি অর্কেস্ট্রায় আছি।

হিউগো
রোমান } অউফ্।

মা সে কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করলো না। কথাটা ঠিক বেছে বলতে পারিনি। দেখা গেলো যে, অর্কেস্ট্রায় সব নিগ্রো রয়েছে। ফলে, আমাকে কি বলতে হলো জানো? জেরালডিনের উপর আমার অগাধ ঈমান। আমি ওকে আমাদের এতদিনের সখীগিরির কিরেকসম করিয়ে নিলাম যে কাউকে বলবে না। তারপর ওকে সবকিছু বলেছি।

হিউগো
রোমান } (আতংকে) সব কিছু?

মা হাঁ, সব কিছু।

হিউগো কি করে আপনি তাকে সব বলতে পারলেন? আপনি যে এর কিছুই জানেন না?

মা : না, জানি না। কিন্তু আমি সব রোমান্স তাড়াতাড়ি ধরে ফেলি চালাক মেয়ে আমি। হুঁ, হুঁ,। আমার এই দোষের আর খ্যামা নেই। ব্যাপার কায়দা করে বলার জন্যে একটু রঙ লাগিয়ে সব বল্লাম আর কি ?

রোমান : রঙ চড়িয়ে গপ্ ?

হিউগো : কি ধরনের রঙের গপ্ ?

মা : একটু খোলতাই গোলাপী রঙের গপ্ আর কি ? ও গো, আপনারা আমায় যেন বকবেন না।

হিউগো : আসল কথায় আসা যাক। কি বল্লেন আপনি ?

মা : কিচ্ছু না। শুধু বলদামি, কথা আর দিবা-স্বপ্ন। আমি বল্লাম আপনি আমার খুকীর প্রেমে পড়েছেন - আপনি ওকে এখানে শোরগোল না করে আনতে চেয়েছিলেন -- তাই রোমানভিলের ভাগিনী বলে পরিচয় দিচ্ছেন !

ইসা : (ঘাবড়ে যেয়ে) একথা বলার কি অধিকার ছিল তোমার ?

রোমান : ইয়া আল্লাহ্, কম্ম কাবার ! মিয়া হিউগো, এতক্ষণে তোমার খালার কাছে সব সংবাদ পৌঁছে গেছে। তুমি কি করবে আমি জানি না, কিন্তু আমি চল্লাম ! হাল বড় নাজুক হলো হে, বড় নাজুক হাল হলো আমি আর এ বাড়ীর দেউড়ী মাড়াতে পারছিনে। জীবনটাই যেন অ্যাক্সিডেন্টে বদলে যাচ্ছে ! তুমি উপরে যেয়ে কাড়প্টা বদ্‌লে ফেলো গে, তো লক্ষীটি !

হিউগো : (দরজার দিকে যেতে যেতে)—ক্যাপুলাটকে খুঁজে বের করতে হলো দেখছি। তার মুখ বন্ধ করতে হবেই।

[দরজায় এসে সে মাদাম ডেসমার মোরটেমের হুইলচেয়ার যা ক্যাপুলাট ঠেলে নিয়ে আসছিল তার

সাথে ধাক্কা খায়। রোমানভিল ও ইসাবেল মা-টিকে সর্বপ্রযত্নে লুকিয়ে রাখে]

ডেসমার : হিউ বেটা, কোথায় যাচ্ছিলে তুমি ?

হিউগো : এমনি বিশেষ কোথাও নয়।

ডেসমার : তাহলে অত হন্তদন্ত হতে হবে না আর। আমি আমার তরুণী মেহমানকে দেখতে এসেছি। গর্তের কোণায় কেন ওকে লুকিয়ে রেখোছো বলো দেখি ? তোমাকে অভিনন্দন বন্ধুটি আমার !

রোমানভিল : (সন্দেহে চমকে উঠে) আমাকে অভিনন্দন ? কেন আমাকে কেন ?

ডেসমার : বড়ো সুন্দরী মেয়ে !

রোমান : না তো !

ডেসমার : না ?

রোমান : হাঁ !

ডেসমার : ওর শরীর-মন ভালো তো ?

রোমান : না, এখন তো নয়। একটু মূর্চ্ছার ভাব আর কি ?

ডেসমার : কি যেন ছাই-ভস্ম বলো ঠিক নেই ? ওর কপোল গোলাপের মত আরক্ত। এক নাচেই ও বিশ্বজয় করে নেবে।

রোমান : (কি বলছে না জেনে) ও একটা খারাপ টেলিগ্রাম আশা করছে।

ডেসমার : ও একটা কথা হলো ! এতো সুন্দর একটা একটা পোশাক পরেছে সে ! এটা কি তোমার বদান্যতার উপহার না কি ?

রোমান : নিশ্চয় না।

ডেসমার : তোমার কামরা নিশ্চয় তোমার পছন্দ হবে মেয়ে ; কাল ভোরে সকাল বেলার প্রথম আলো তুমি পাবে। আজ বিকেলটা তুমি ফুর্তি করলে, কি বলো ?

ইসা : তা বটে।

ডেসমার : আমায় কে যেন বলছিল—এটাই নাকি তোমার বল-নাচ।

রোমান : আমি বলিনি।

ডেসমার : হিউগো, তুমি বলছিলে কি ? না, তুমি হতে পার না। তুমি তো একে চিনতে না। আশা করি, তোমাদের দু'জনকে কেউ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

হিউগো : হাঁ, খালা, আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে।

ডেসমার : বেশ আকর্ষণীয় মেয়ে, কি বলো ?

হিউগো : হাঁ আকর্ষণীয়।

ডেসমার : ওকে নাচার দাওয়াত করছো না কেন ? ওরা এখন ওয়ালজের প্রথম বাজনা বাজাচ্ছে।

হিউগো : আমি ওকে প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম (ইসাবেলকে) মোহাতারিমা, মেহেরবানী করে আমার সাথে এই ওয়ালজে শরীক হবেন কি ?

[তারা দু'জনে পাক খেয়ে ওয়ালজ নাচে। রোমানভিল পাশ দিয়ে যাবার সময় আর কানে কি বলে দেয় হিউগো]

উনি ধোঁকা দিচ্ছেন। কোন খবর রাখেন না উনি।

রোমান : উনি সব জানে।

ডেসমার : (তাদের নাচতে দেখে) খুবসুরাত মেয়ে, লাবণ্যময়ী মেয়ে —চমৎকার আদব-কায়দা ! এটা কেমন কথা—রোমানভিল, এর কথা কোনদিন আমাকে বলোনি তুমি ?

রোমান : (অসুখীভাবে) —জানি না আমি। এসব বোঝাতে পারব না আমি!

ডেসমার : (কেপুলাটকে নাচের দিকে নিয়ে যেতে ইশারা করে) একটু ভেবে দেখি তো! আমার ইয়াদ হয় কিনা, ওর মায়ের দিক থেকে ও একসন ডেনডিনেট—ভ্যান-ডাইন।

রোমান : হাঁ, তবে—

ডেসমার : তাহলে ওর সাথে রচেমারসুদের রক্ত সম্পর্ক রয়েছে।

রোমান : হয়তো, হয়তোবা—কিন্তু—

ডেসমার : রচেমারসুদের সাথে সম্পর্ক থেকে থাকলে, ও নিশ্চয় কাজাউবন গোত্রের রক্ত পাবে।

রোমান : হাঁ, তাই নিশ্চয় হবে—তবে

ডেসমার : হায় আমার স্বামী এন্টনি মারসাস আর ভিলেভিলদের মারফতে একজন কাজাউবন ছিল - আজ সে বেঁচে থাকলে এর সামান্য একটু আত্মীয় বলে দেখানো যেতো।

রোমান : তা ছিল তবে কিনা এখনো উনি বেঁচে নেই আর!

ডেসমার : কিন্তু রোমানভিল, আমি তো বেঁচে রয়েছি এখনো। এসব আত্মীয়তার ব্যাপারে আমি সাফ-সাফাই খবর রাখতে চাই। আমার দেখা দরকার মেয়েটি আত্মীয়তার শৃংখলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। বোঝা যাক, দেখি। তুমি বলছো তার মা যিনি ছিলেন একজন ফ্রি পট-মিনেট —এখন মারা গিয়েছেন?

রোমান : মারা গিয়েছেন?

ডেসমার : ওর মায়ের চাচাতো ভাই যিনি একজন ল্যাবক্লাস ছিলেন…

রোমান : (বাধা দিয়ে) তিনিও মৃত।

ডেসমার : বড়জন? ওই যার সাথে আমি স্কুলে যেতাম। আমি ছোটজনের কথা বলছি না।

রোমান : মৃত! মৃত!

ডেসমার : কি, দুজনেই মৃত?

রোমান : দুজনেই।

ডেসমার : ওর আব্বার দিক অর্থাৎ ডু পন্ট পিটার্ড পরিবার?

রোমান : সব মৃত।

ডেসমার : আহা, ছোট্ট বেচারী মেয়েটি দেখছি একদম লাশ-কাটার ময়না ঘরে বাস করছে।

রোমান : একেবারে লাশের ঘরে আর কি! (তারা যায়)

[ক্যাপুলাট যাবার সময় তার স্কার্ফ ফেলে দিয়ে যায়। মা-টি লুকানো জায়গা থেকে একটি ধাড়ী ইঁদুরের মত বেরিয়ে আসে! ক্যাপুলাটের পুনঃ প্রবেশ। সে মায়ের কাছে দৌড়ে যায়।]

ক্যাপুলাট : আমি বল্লাম, স্কার্ফ হারিয়েছি।

[তারা একে অন্যের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে]

মা : আহা কি দেখছি! তোমাকে দেখে আর বাঁচিনে! যেন খোয়াব আর কি!

ক্যাপুলাট : স্বপ্ন, স্বপ্ন নয় স্বপ্নই হবে। গোটা জিনিসটাই একটা রোমান্স। হাঁ, রোমান্স বটে একখানা!

মা : ছেলেটা ওকে ভালবাসে—বুঝলে একেবারে ভালবাসে! ওর চোখের প্রত্যেক চাউনিতে তা পরিষ্কার।

ক্যাপুলাট : সে সাংঘাতিক ধনী। আজব রোমান্স যা-ই বলো।

মা : আর সিংহের মত সৌন্দর্যবান! আমাকে তোমার সাহায্য করতেই হবে, না হলে আমার খুকী একেবারে মরে যাবে!

ক্যাপুলাট : আমার সাধ্যে যা আছে সব করবো আমি। আস্ত ব্যাপারটা একটা রোমান্স—একি যার সব সময় হয়! আহা, বলো তো সখী! সে সব চক্কর-খাওয়া সেই মৌবার্জের দিনগুলি ইয়াদ হয়। মোরিয়াগ লবোনের কেকের দোকান?

মা : আর সেই পিন্টুর আইস-ক্রীম!

ক্যাপুলট : মৌবার্জের বিধবা ফণ্ডের জন্যে সেই যে আমরা পয়লাবার দু'জনে ডুয়েট বাজিয়েছিলাম! (বাজনা শুনে) দাওয়াৎ-ওয়ালজ শুনছো?

মা : 'দাওয়াৎ-ওয়ালজ' (বাজনার সুরে গায়) লা, সি, দো, রে, দো, লা, সোল, লা, সোল, ফা, মি, রে, দো।

[অর্কেস্ট্রা ওয়ালজ বাজাতে থাকে - বাজনা চলতে থাকে। মা আর ক্যাপুলাট দুজনে মাথা ঠেকিয়ে দুলতে থাকে। —তারপর ক্যাপুলাট ভেঙে পড়ে—আস্তে আস্তে যেতে যেতে স্কার্ফ দিয়ে চুমু ছুড়ে দেয় মাকে। মা—চোখ অর্ধ মুদিত, মাথা দুহাতে রাখা—নিজে নিজে নাচে। যন্ত্রয়ার প্রবেশ—প্রজাপতি ধরার ভঙ্গি করে তার দিকে যায়। তাকে না দেখে নাচতে নাচতে সে বাইরে যায়। সে পেছন পেছন যায়]

দ্বিতীয় অংক

[নামানো পর্দার পেছনে উত্তাল বাজনা। বাজনা শেষ হয়—মাদাম ডেসমার ক্যাপুলাটের ধাক্কায় হুইলচেয়ারের প্রবেশ।]

ক্যাপুলাট : (একটু থেমে) এখনই ত শুরু হওয়ার কথা—তাই না বিবি সাহেব?

ডেসমার : (উষ্ণ ভাবে) তা শুরু হোক কি না হোক, আমার কি? এই সব দেখলে আমার এমন যন্ত্রণা হয় যে ঠিক করতে পারি না—হাই তুলবো না হিক্কা তুলবো। নাচ কোনোদিন পছন্দ করতান না। আর যেদিন থেকে এই চেয়ারে সেটে বসে গেছি সেদিন থেকে এসব মনে হয় কাঙ্গারুর লাফ-ঝাঁপের মত। তুমিও নিশ্চয় কোনোদিন এসব পছন্দ করোনি, তাই নয় কি?

ক্যাপুলাট : আমারও তো একদিন বিশ বছর বয়স ছিল।

ডেসমার : সত্যিই, কবে? কোনোদিন তো তোমাকে এর চেয়ে ভিন্ন কোন কিছু মনে হয়নি আমার?

ক্যাপুলাট : তা নিশ্চয় বিবি সাহেব। আপনার এখানে আসার আগে আমি যখন ব্যারন-ব্যারোনোসের সাথে ছিলাম, তখন আমি যুবতীই ছিলাম।

ডেসমার : তা হতে পারে—তোমার তেমনি মনে হয়। ভাল মেয়ে তুমি। কিন্তু ক্যাপুলাট, তুমিও বোঝো, আমিও বুঝি, তুমি হলে সোজা মেয়ে। সোজা মেয়েরা কখনো বিশ বছর বয়সের ছুকরি হতে পারে না, জেনো?

ক্যাপুলাট : তা হোক, আমার বুকের ভিতরে তরুণী হৃদয়ের স্পন্দন ঠিকই হতো।

ডেসমার : লক্ষ্মী মেয়ে, চেহারা নেই অথচ হৃদয় আছে, এ অবস্থা আরো খারাপ! সে যাক, এসব আলোচনা থাক্‌। তুমি সুখীই আছো। চেহারা ছাড়াও। তোমাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, প্রশংসাও করে। এর চেয়ে আর ভালো কি হতে পারে?

ক্যাপুলাট : কিন্তু যেদিন রাতে বাজনা হয়, ঝাড় লণ্ঠনের তলায় তরুণ-তরুণীরা নাচে, সেদিন আমার কাছে মনে হয় বাতাসে কি এক অবর্ণনীয় অনুভূতি।

ডেসমার : তাহলে বর্ণনা করো না, মাণিক। তোমার পক্ষে এসব বিগত কালের কথা। ক্ষোভ করে কোনো কাজ নেই। এ জীবনে যারা নীরস রইলো পরকালে তারাই বেশী মজা করবে।

ক্যাপুলাট : অহ্‌, বিবি সাহেব!

ডেসমার : আমাকে যখন দু'তিন হাজার বছর ধরে দোযখে জ্বালাবে, তুমি তখন পরমাত্মার সাথে দহরম-মহরম করবে। হয়তো তোমার কাছে সময়টা এত লম্বাই ঠেকবে না।

ক্যাপুলাট : খোদাতালা রহমানুর রহীম, বিবি সাহেব।

ডেসমার : নিশ্চয়। তিনি যা বলেন, সে সব তার রাখা উচিত —না হলে তোমার মতো পুণ্যাত্মারা জীবন দিয়েও শেষটায় বড়ই বঞ্চিত হবে। ধর এখন যদি ভেড়ার দলে হঠাৎ গুজব রটে যায় যে ছাগলদেরও ক্ষমা করা হবে।, তাহলে। তাহলে ভেড়ারাও এমন খারাপ বকা বকতে শুরু করবে যে তাদের ঘটনাস্থলেই শাস্তি

দেওয়া হবে। তোমার কি মনে হয় না—এ এক মস্ত কমিক।

ক্যাপুলাট : এসব আপনি মাথায় আনেন কি করে বিবি সাহেব ?

ডেসমার : কেন এসব পারবো না ? আমি যে কোন কিছু ভাবতে পারি—আমাকে একটু দরজার দিকে ঠেলা দাও তো দেখি ওসব বোকাগুলো কি করছে। ওটা কি রোমান-ভিলের ভাতিজী আমার বোনপোর সাথে না ?

ক্যাপুলাট : হাঁ, বিবি সাহেব।

ডেসমার : মেয়েটি অসম্ভব সুন্দরী। ওই একটি মেয়েছেলেই আজ আত্ম-তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। রোমানভিলটা ওকে আগে কেন এখানে আনেনি ?

ক্যাপুলাট : ঠিকই বলেছেন। তবে কিনা কেউ বলতে পারো না। এখানেও হয়তো এই মুহূর্তে কোন রোমান্টিক ব্যাপার ঘটছে এমনও হতে পারে।

ডেসমার : এইখানে ? ক্যাপুলাট, তুমি চলে যাও, গিয়ে শুয়ে থাক গে।

ক্যাপুলাট : সম্ভবতঃ তাই করা উচিত। মনে করুন এখানে একজন তরুণ রূপবান ধনী যুবক প্রেমে উন্মাদ হয়ে তার প্রিয়তমাকে ছদ্মনামে এখানে নিয়ে এসেছে, কিন্তু আমি বেশী বলে ফেল্লাম। আমি ওয়াদা করেছি একটি অক্ষরও কোথাও খালাস করাবো না।

ডেসমার : আমাকে কেন মনে করতে হবে ?

ক্যাপুলাট : আর কোনো হারানো বন্ধু, যাকে মৃত বলে মনে করা হয়েছিলো, যদি আচম্বিতে মে মাসের ব্লুবেল

পাখীরই মতো চলে আসে! না, এ অতি অপূর্ব, চমৎকার! যেনো কোনো পরীর গল্পে অভিনয় করছি আর কি!

ডেসমার: ব্লু-বেল? পরীর গল্প? ক্যাপুলাট, কি যে মাথা-মুণ্ডু বকছো, কিছু বুঝতে পারছি না!

ক্যাপুলাট: এই দুনিয়া এখনো এতো রঙীন, এখনো এতো রঙীন। প্রেম এখনো কোন বিধি-নিষেধকে পরোয়া করে না, অপবাদকে ভয় করে না। মৃত্যুরই মতো পবিত্র সে। এখনো বেপরোয়া গল্প হয়, বেনামী হয়—বিবি সাহেব! আর অন্যদিকে হয়তো তার-ই বেচারী মা ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে নিজের সন্তানের সেই জয় প্রত্যক্ষ করছে।...কিন্তু তার··। অহ, বিবি সাহেব, আমি আমার চোখের পানি মানাতে পারছি না, হায় রে চোখের পানি, হায় রে!

ডেসমার: আমার চুলের ওপরে জলসেচ না করে তুমি যদি ব্যাপারটা খুলে বলো তাহলেই ভালো হতো! ভীতু মা আর ছদ্মবেশী—কে, কী?

ক্যাপুলাট: হায়, আমি অনেক বলে ফেলেছি—আমি ওয়াদা করেছিলাম একটি কথাও খালাস করবো না।

ডেসমার: কি সম্পর্কে?

ক্যাপুলাট: সেটা একটা বাতেনী কথা বিবি সাহেব। খনির অনন্দের হীরার মতন! মেয়েটি তাকে ভালোবাসে, ছেলেটিও তাকে ভালোবাসে। মেয়েটি গরীব, তাই ছেলেটি তাকে কারচুপি করে এখানে নিয়ে আসে এ যেন একখান পরীর গল্প তাই নয় কি বিবি সাহেব?

ডেসমার: মেয়েটি? ছেলেটি? কারা তারা?

ক্যাপুলাট : প্রত্যেকেই হয় তার নাম নিয়ে কানাকানি করছে অথবা জিগ্যেস করছে। তাদের মাঝে সে রানীরই মতন বেড়াচ্ছে। আজ এটা তারই বিজয় সন্ধ্যা! ওর মা এককালে আমারই সাথে বাজাতো, অনেক বছর আগে। বড়ই দুঃখিত, বিবি সাহেব, আমাকে মাফ করুন, বড় বেশী বলে ফেলেছি।

ডেসমার : ক্যাপুলাট, গত বিশ বছর ধরে তুমি আমার সহকারী। আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে এমন কিছু বলোনি যাতে আমি মুগ্ধ হই, কিন্তু তোমার কথাবার্তা আমি বরাবর বুঝে এসেছি। আজ এই শেষটায় তোমার কথাবার্তা আমার ভালো লাগছে, কিন্তু আমি একবর্ণের অর্থও মালুম করতে পারছি না। হয় তুমি ব্যাপার কি খুলে বলো, না হয়তো চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাও।

ক্যাপুলাট : হায় আমি অনেক বেশী বলে ফেলেছি! এক বাক্যও খালাস করব না বলে ওয়াদা করেছিলাম! আমার এখন ফকিরের মত ধুঁকে মরাই ভালো! আমাকে আপনি মেরে ফেলুন!

ডেসমার : মারার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনে। লোক খুন না করে তাদের বাধ্যতা কাজে লাগাতে আমি অভ্যস্ত। আমি সব সময় আমার পুরাণো কাপড় তোমাকে দিয়েছি। এই অবস্থায় তোমার কাছ থেকে সামান্য একটু বিবেচনা আমি পেতে পারি কিনা, তুমিই বলো?

ক্যাপুলাট : বিবেচনার কথা আমার খেয়াল আছে বিবি সাহেব? কিন্তু কি করবো দু'দিকের দুই কর্তব্যের মোকাবেলায়

আমি নাজেহাল। হায় বিবি সাহেব, কি বলবো, আমরা তু'জনে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুজনে আমরা একই পিয়ানো বাজাতাম। এমন সুখের দিন ছিল সেটা। ভেবেছিলাম সে মরে গেছে। আবার তাকে ফিরে পেলাম। সে আমায় বলে কি সে অর্কেস্ট্রাতে আছে। পরে দেখা গেল, অর্কেস্ট্রাতে সব নিগ্রো রয়েছে! আমি তো তাজ্জব! এখন সে আমার কাছে ওয়াদা করিয়ে নিয়ে সব খুলে বল্ল। সেই তরুণ যুবকের তার মেয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর সহৃদয় বন্ধুর চতুরালী সব বল্ল।

ডেসমার: সহৃদয় বন্ধু?

ক্যাপুলাট: মসিয়ে গাই চার্লস রোমানভিল। সেই সুযোগ্য বন্ধু।

ডেসমার: কিন্তু সে কি করেছে?

ক্যাপুলাট: তার ভাতিজী আসলে তার ভাতিজী মোটেই নয়। এতে প্রেমের খেলা রয়েছে। আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এক যুবক এই প্রেমিক। কিন্তু আমি অনেক বলে ফেলেছি। আমি ওয়াদা করেছিলাম এক বর্ণও খালাস করবো না।

ডেসমার: কাকে ওয়াদা করেছিলে?

ক্যাপুলাট: আমার প্রিয়তমা সখীকে। আমাদের জোড়া গানের কিরে কেড়েছিলাম। সুতরাং মরাই আমার ভালো। হায়, বিবি সাহেব ওই বেহালার সুর। এ যেন কড়া ঝাঁঝালো।

ডেসমার: আচ্ছা এই কথা! চলো, চলো আমাকে আমার কামরায় ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলো, বাকীটুকু শোনা যাক!

ক্যাপুলাট : বিবি সাহেব, আপনার মতো লোক হয় না। আপনি সবই পারেন। আপনি একটা কথা বল্লেই সব বাধা উড়ে যায়।

ডেসমার : সেটা পরে দেখা যাবে। আমাকে একটু ঠেলে নিয়ে চলো। অতটা আত্মহারা না হয়ে সব খুলে বলো দিকি তারপর! তুমি বলছিলে কি রোমানভিলের ভাতিজী…

ক্যাপুলাট : তার ভাতিজী নয়। সে হলো আপনার বোনপোর প্রেমিকা। সে চায় যে আজকের রাত্তিরে সে এই পার্টির রানী হয়ে উঠুক। তাই প্যারিস থেকে ফরমায়েশ দিয়ে সে তার জন্যে পোশাক আনিয়েছে আর তার মা অর্থাৎ আমার প্রিয় সখীকে কাকুতি-মিনতি করে সাথে·

ডেসমার : আমার বোনপো ? কোন বোনপো ? ফ্রেডারিক ?

ক্যাপুলাট : না, বিবি সাহেব, হিউগো সাহেব। কিন্তু হায় আমি বেশী বলে ফেলেছি! আমি ওয়াদা করেছিলাম এক বর্ণও খালাস করবো না। (তারা যায়)

[সংগীত আবার বাজতে থাকে। মেক্সিকান ট্যাংগোর তালে লেডী ইণ্ডিয়া ও প্যাট্রিস বোমবেলের প্রবেশ।]

প্যাট্রিস : আমাকে ওরা উত্তরমুখো পার্কের দিককার একটা কামরা দিয়েছে। এটা বড় অন্যায়। আমাকে না বলে-কয়ে দুপুরবেলা ওরা আমার সব লওয়াজিমা ওই কামরায় সরিয়েছে। ওরা বলেছে যে ওরা নাকি আমাকে খুঁজে পায়নি। এসব আমি বিশ্বেস করি

না। আমি বিলিয়ার্ড-রুমের বাইরে একটুও যাইনি। খুঁজে না-পাওয়ার কারণ হলো ওরা খুঁজে পেতে চায়নি।

লেডী : তাহলে তোমার কামরাটা কে পেলো ?

প্যাট্রিস : সেটা রোমানভিলের ভাতিজী পেয়েছে। মেয়েটির চোখ অপরূপ সুন্দর। ওটা একটা ওজর মাত্র। আসল কারণ হলো ওই ছোকরা কাল আমাদের একত্র দেখেছে, তাই আজ আমাকে তোমার কামরার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

লেডি : নন্‌সেন্স! তাকে তাহলে খালাকে সব খুলে বলতে হতো। অতোটা বোকা হয়ো না। আর কি করে তুমি জানলে মেয়েটির অপরূপ সুন্দর চোখ রয়েছে ?

প্যাট্রিস : কার কথা বলছো, প্রিয়ে ?

লেডি : রোমানভিলের ভাতিজীর !

প্যাট্রিস : আমি কি তাই বলেছি।

লেডি : দেখো প্যাট্রিস, হুশিয়ার হও। আমি ওসব প্রতিযোগী পছন্দ করি না। এখন যদি মেসার্স্যান আমাদের দুজনকে একত্র দেখে আর তোমার মাথা গুঁড়ো করে দিতে চায়—তাহলে তার কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারবো। খাঁটি কথা বলতে কি, এমন হলে, প্যাট্রিস, সে যদি অমত কিছু না করে তাহলে বরং আমি হতাশ হবো। তুমি কি একমত নও ?

প্যাট্রিস : কথাটা হলো কি দেখো, আমার ধারণা···আমি জানি না···তাই যেন মনে হয়।

লেডি : মেসার্স্যানকে ঠোকা দিতে পারি কিন্তু লোকটা যে ভালো তেমনি মনে করতে চাই আমি। যাকে ভালবাসি

তার হওয়া উচিত মহৎ আর সাহসী যাকে ধোকা দিই তার একইরূপ হওয়া দরকার। এতে জীবনকে এমন মর্যাদা দেওয়া হয় যা অতি প্রীতিপ্রদ। নিশ্চয় করে বলতে পারি প্যাট্রিস তুমি যেমন অহংকারী আর বিচলিত গোছের তাতে সে যদি অদম্য ঈর্ষায় একটা ভয়ংকর চীৎকার না দেয় তাহলে তুমি বড়ই হতাশ হবে।

প্যাট্রিস: আমি হা ডোরোথী---আমি

লেডি: হাঁ, নিশ্চয়, তুমি। তোমার ধাচের লোক যে সব মেয়েকে আর কেউ ভয়ানক ভাল না বাসে তাদের চাইবে না। লবেজান গোছের বেচারাদের জন্যে আমাদের মত মানুষের কোনো আকর্ষণ নেই। আমরা জ্বলি! অন্য লোক হয়তো বেঁচে থাকার জন্যে জন্মেছে, আমরা জন্মেছি জ্বলার জন্যে।

প্যাট্রিস: হাঁ, ডোরোথী, তা বটে!

লেডি: তার সম্বন্ধে মাথা ঘামানো অবশ্য আমাদের সৌজন্যই বটে। কিন্তু ধরো সে যদি আমাদের সর্বনাশ করে। অত্যন্ত গরীব হয়ে গেলে কতই না মজা! যে কোন কিছুর শেষ পর্যায় বড় মজার! তাই না!

প্যাট্রিস: হা, ডোরোথী।

লেডি: আর আমাদের সেই কাদাময় দারিদ্র্য হবে একটা বড় অন্ধকার কবিতার মত, তাই না প্যাট্রিস?

প্যাট্রিস: খুবই অন্ধকার!

লেডি: আহা কি মজা! আমি থালা-বাসন মাজবো, আটা ময়দা ঝাড়বো, রুটি বানাবো, রুসেদা স্তুয়ার্সকে বলবো রান্নাঘরের জন্যে আমাকে করেকটা ছোট

এ্যাপ্রন বানিয়ে দিতে। তার মত আর কেউ আমার স্টাইল বুঝে না। সে নিশ্চয় এক টুকরা মসলিন আর কাপড় দিয়ে চমৎকার জিনিস বানিয়ে দেবে। তারপরই আমি ঝাড়ু আর ময়লা-দানি নিয়ে কোমর কেছে কাজে লেগে যাবো। তুমি যাবে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। ইস্পাতের কারখানায় কাজ করে এমন অনেক লোককে আমি জানি। তারা নিশ্চয় ধাতু-ঢালাইয়ে কোনো একটা মজুরি তোমাকে যুগিয়ে দেবেই। এক গা গন্ধ নিয়ে হয়রান হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তুমি বিকেলে ঘরে ফিরবে। সে কী চমৎকার হবে। তোমাকে ছোট্ট একটা স্পঞ্জ দিয়ে আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুইয়ে দেবো। না, গরীব হওয়া বড় মজার ব্যাপার—তাই না প্যাট্রিস?

প্যাট্রিস: মজার?

লেডি: তাকে আসতে দাও। দেরী করছে কেন সে? তার টাকায় আমার আঙুল জ্বলে যাচ্ছে। মুক্তোগুলো ছাড়া আর সবকিছু তাকে আমি এক্ষণি ফিরিয়ে দেবো।

[মেসার্সম্যান প্রবেশ করে থামে—এগোতে সাহস করে না]

প্যাট্রিস: (ভয় পেয়ে) সাবধান হও, সে এসেছে--সাবধান হও।

লেডি: অতোটা কাপুরুষ হওয়া তোমাকে মানায় না, প্যাট্রিস!

প্যাট্রিস: আমি তোমাকে পছন্দ করি না। কখনো করিনি। কখনো করবোও না।

লেডি : কি ?

প্যাট্রিস : কেবল কাজের দায় বলেই তোমার সাথে আছি। তোমার সঙ্গ আমার বিরক্তিকর ঠেকে। সবাই দেখতে পাচ্ছে যে আমি হাই তুলছি (সে হাই তুলে)

লেডি : প্যাট্রিস—হাই তোলার সাহস হয় তোমার। আমার হাত ধরো। আমরা বাহাদুরের মত বেরিয়ে যাবো।

প্যাট্রিস : তোমার কি মাথা খারাপ ?

লেডি : ষাঁড় যখন ঢলুঢলু হয়, তখন তাকে লগি দিয়ে দিয়ে গুতিয়ে চটিয়া তোলা হয়। কি প্রিয় বন্ধু, তুমি কি ষাঁড়ের লড়াই দেখোনি ?

প্যাট্রিস : (জোরে) হাঁ, বান্ধবী দেখেছি—কিন্তু পছন্দ হয়নি।

লেডি : (জনান্তিকে) মাথা তোলো দেখি। এমনভাব করো না যে আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি। তার এখনো এমন জানার সময় আসেনি যে, আমরা জানি যে সে আমাদের ব্যাপার জানে।

প্যাট্রিস : হাঁ সে ঠিক। মনে হয় সে এখনো জানে না ডোরোথী। তোমার কি মনে হয় না যে জানার ভঙ্গি করে আমরা জানি যে সে জানে যে আমরা তাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারি ?

[তারা যায়। মেসার্সম্যান তাদের পেছনে যাওয়ার ভঙ্গি করে। যমুয়া স্টেজ পেরিয়ে যাচ্ছিল, সে তাকে ডাকে]

মেসার্স : এখানে চলে এসো তো, বন্ধু।

যমুয়া : জনাব ?

মেসার্স : ওই যে চাতাল দিয়ে দু'জনে হেঁটে যাচ্ছে তারা নিশ্চয় গ্রীন হাউসের দিকে যাবে, তাই না ?

যমুয়া : হাঁ, জনাব। দয়া করে রাতের খাবারের ফরমায়েশটা আমাকে দেবেন।

মেসার্স : মুডল্‌স্।

যমুয়া : মাখন ছাড়া জনাব ?

মেসার্স : আর নিমক ছাড়া।

যমুয়া : বহুৎ আচ্ছা জনাব।

মেসার্স : (যেতে থাকে—তারপর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে) আচ্ছা একটা কথা বলো তো বন্ধু।

যমুয়া : জনাব ?

মেসার্স : ওই সিঁড়িগুলি দিয়ে নেমে গেলে আমি বাগানের মাঝে দিয়ে গ্রীনহাউসে যেতে পারবো, তাই না ?

যমুয়া : হাঁ, জনাব। তা আপনি যদি ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে যেয়ে ধরতে চান তাহলে একটা কথা বলি। আপনি যখন আমাকে ফরমায়েশ দিচ্ছিলেন, তখন দেখলাম, ওনারা চাতালের কেনারার ছোট দরজা দিয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। ওনারা নিশ্চয় এখন ছোট সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেছেন।

মেসার্স : তাই নাকি ?

যমুয়া : তারা বেশ বদল করে ফিটফাট হতে গেছেন নিশ্চয়।

মেসার্স : (দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে) তাই হবে বটে। ধন্যবাদ।

[সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় যমুয়া তাকে নত হয়ে অভিবাদন করে বলে]

যমুয়া : মাখন ছাড়া ?

মেসার্স : (দীর্ঘঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে) এবং লবণ ব্যতীত।

[সে যায়—যমুয়াও।

যুগলেরা স্টেজ ভরিয়ে ফেলে। মাঝে। ফ্রেডারিক চিন্তিতভাবে হেঁটে যায়। ইসাবেলের প্রবেশ। ফ্রেডারিকের পুনঃপ্রবেশ। সে এবার ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে সে ইসাবেলকে দেখতে পায়। শূন্য স্টেজে তারা একে অপরের দিকে তাকায়। একটু অপ্রস্তুত ভাব।]

ইসাবেল : আশা করি, আমায় মাফ করবেন ?

ফ্রেডা : কিসের জন্যে, কেন ?

ইসাবেল : এমন হয়তো মনে হতে পারে যে আমি আপনার পিছু নিয়েছি। আসলে আমি এমনিতে এখানে এসে দেখি, আপনি আগে থাকতেই এখানে রয়েছেন।

ফ্রেডা : হাঁ, তাইতো।

ইসাবেল : বড় চমৎকার লাগছে আজকের রাত।

ফ্রেডা : হাঁ সত্যি ভারী সুন্দর !

[স্তব্ধতা। অর্কেস্ট্রা বাজছে। কে কাকে কি বলবে তারা ভেবে পাচ্ছে না।]

আপনার পোশাকটি বড় সুন্দর হয়েছে।

ইসাবেল : হাঁ বেশ সুন্দর হয়েছে। (আবার স্তব্ধতা। হঠাৎ সে জিগ্যেস করে)

আপনি কি ওসব কিছুতে বিশ্বাস করেন ?

ফ্রেডা : ওসব কিছু ?

ইসাবেল : ভূতের কথা বলছি।

ফ্রেডা : সামান্য একটু করি। কিন্তু কেন বলুন তো ?

ইসাবেল : আপনাকে দেখলে যেন মনে হয় আপনি আপনার ভায়ের একটা প্রতিচ্ছায়া—কিসে যেন বিষাদগ্রস্ত।

ফ্রেডা : আমি ওই রকমই।

ইসাবেল : আপনি বয়সে তরুণ, দেখতে সুন্দর—অবস্থায় ধনী। আপনার কিসে দুঃখ হতে পারে ?

ফ্রেডা : তা সুন্দর, তরুণ আর ধনী হয়ে তা থেকে কোন কিছু লাভ না করা আরেক কথা। আচ্ছা, আমি এখন এখান থেকে একটু চলে যেতে চাই—কিছু মনে করবেন না তো ?

ইসাবেল : নিশ্চয় না।

[ফ্রেডারিক বাগানে গেলো। অর্কেস্ট্রা সামান্য একটু বাজে বোধহয়। আরেক দরজা দিয়ে হিউগোর প্রবেশ]

হিউগো : বিলকুল পাকা কাজ হয়েছে।

ইসাবেল : কি যে বলবো কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। ওর কাছে ভারী অপ্রতিভ লাগছিল নিজেকে।

হিউগো : চমৎকার হয়েছে।

ইসাবেল : ও হয়তো চিন্তে করবে, কেন আমি ওর পেছনে লেগে রয়েছি--কেন ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি।

হিউগো : সেটাই তো চাই।

ইসাবেল : (চেয়ারে বসে পড়ে) ··আমি আর পারছি না।

হিউগো : (দৃঢ়ভাবে) এখনো মধ্যরাত্রি পার হয়নি আপনাকে, ভোর পর্যন্ত কাজ করতেই হবে। যান উঠে দাড়ান ! এই তো ঠিক হয়েছে ! এখন যেভাবে তাকাচ্ছেন ঠিক সেভাবে ওর দিকে তাকাবেন। অবাক করা অভিনেত্রী আপনি। অমন ভক্তিমাখা দৃষ্টিতে তাকানো কোথায় শিখলেন বলুন তো ?

ইসা : ওটা আমার নিজস্ব।

হিউগো : ওই নজরটুকু এখন থেকে সকাল তক্ ফ্রেডারিকের ওপর ফেলে রাখুন। এতে ওর মন না ভিজেই পারে না।

ইসা : (নরম সুরে)—তার দিকে তাকালে এ দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে যেতে পারে তো।

হিউ : অমন একটা কিছু হলেই চলবে। ওই দেখুন, সে আসছে। আসলে, ও আপনারই সাথে কথা বলতে চায়। এখন একটু গুছিয়ে নিন তো—একটু বুদ্ধি খাটান। আমি সব শুনবো!

[তার অন্তর্ধান। ফ্রেডারিকের প্রবেশ]

ফ্রেডারিক : আমার ভাই আপনাকে এইমাত্র খুঁজছিলো।

ইসা : ওহ্—তাই নাকি?

ফ্রেডারিক : সচরাচর আমার ভাই কোন মেয়েকে খুঁজলে সে তা টের পেয়ে থাকে।

ইসা : অহ্—হাঁ আমি তা জানতাম না।

ফ্রেডারিক : চমৎকার চেহারা তার—তাই কি মনে হয় না আপনার?

ইসা : হাঁ-বেশ চেহারা।

ফ্রেডারিক : তবে এতে পুরুষরাই শুধু গুলিয়ে ফেলে। মেয়েরা আমার ভাইকে ঠিকই চিনতে পারে। কি করে পারে জানেন কিছু?

ইসা : না তো। আমি জানি না।

ফ্রেডারিক : হয়তো সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে না বলে। আপনার পোশাকটি কিন্তু বড্ড সুন্দর।

ইসা : তাই বুঝি? সে তো শুধু সুন্দর চেহারাদারই নয়।

ফ্রেডারিক : কে?

ইসাবেল : আপনার ভাই।

ফ্রেডারিক : না। সে বুদ্ধিমান—আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান ছেলে সে। খুব সাহসীও বটে। তবে হাঁ-একটা জিনিসই সে পারে না সে হলো সবসময় প্রেম চালিয়ে যাওয়া। সে জন্যেই বোধ করি মেয়েরা ওকে ভালবাসে।

ইসাবেল : সে আপনাকে খুব ভালবাসে। আপনার মনে কোনো আঘাত লাগুক এটা সে চায় না।

ফ্রেডারিক : আমাকে যে সে খুব পছন্দ করে তা নয়। কারু বিমর্ষতাই সে পছন্দ করে না বিশেষ করে কেউ প্রেমে পড়ে বিমর্ষ হোক এটা সে চায় না। (সে উঠে দাঁড়ায়।) সত্যি, সে কিন্তু আপনার খোঁজ করছিলো। আমিও একজনকে খুঁজছি। যদি এর মধ্যে হিউগোর সাথে আমার দেখা হয় তাহলে আপনি এখানে আছেন এ কথা তাকে বলবো কি?

ইসাবেল : না, বলবেন না নিশ্চয়। আপনাকে ধন্যবাদ। তবে তাকে বলে কাজ নেই।

ফ্রেডারিক : উত্তম সঙ্গী সে। আমার চেয়ে ভাল সঙ্গী।

ইসাবেল : আমি আপনার সঙ্গীই পছন্দ করি। থাকুন না একটু।

[ফ্রেডারিক অবাক হয়ে তার দিকে তাকায তারপর নিঃশ্বাস ফেলে তার পাশে বসে]

ফ্রেডারিক : অহ্ কি পরিতাপের কথা!

ইসাবেল : কেনটা পরিতাপের কথা!

ফ্রেডারিক : দুঃখিত। যে কথা বলতে চাইছিলাম সেটা বড় ভুল কিছু নয়। আমি অশোভন কিছু বলতে না চাইলে

ওই কথা হয়তো অশোভনই হবে। যে মেয়েকে আমি খুঁজে মরছি সে যদি আপনি এখন যা বল্লেন তা আমাকে বলতো তাহলে সুখে মরে যেতে পারতাম আমি।

ইসাবেল : (সুন্দর করে তার দিকে হেসে, সে উঠে দাঁড়ায়) আপনার কথা মোটেই অসৌজন্যের কিছু নয়। আপনার অনুভূতি আমি ঠিক ধরতে পেরেছি।

ফ্রেডারিক : (সেও উঠে দাঁড়ায়) আমাকে বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ। কিন্তু মাফ করুন আমায—আমি একটু চলে যাচ্ছি।

ইসাবেল : নিশ্চই যাবেন—নিশ্চয।

ফেডারিক : বিদায়।

[সে যায। তৎক্ষণাৎ সেই একই দরজায় খারাপ মেজাজে হিউগোর প্রবেশ]

হিউগো : না, না, না। ওসবের জন্যে আপনাকে এখানে ডাকিনি আমি।

ইসাবেল : কি করেছি আমি ?

হিউগো : ওই যে কাতর নিঃশ্বাস ফেলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে আপনি অন্য কারু সঙ্গ চান, ওটি। ওটি আর নয়! আপনাকে যা অভিনযের জন্যে টাকা দেওয়া হচ্ছে—সেটি ভাল করে করুন। এর জন্যে শরম পেলে চলবে না। এটা গুরু কাজ—এ ভাল করে করার জন্যে চেষ্টা করুন।

ইসাবেল : (নরম করে) আর বলবেন না।

হিউগো : কেন ?

ইসা : ওই স্বরে আমাকে আর কিছু বল্লে—কাঁদতে থাকবো আমি।

হিউগো : সে তো ভাল কথা। স্বাভাবিকভাবে কাঁদেন তো বড় ভাল হয়। আমার ভাইটির তাহলেই হবেছে আর কি!

ইসাবেল : আপনার কি হৃদয় নেই?

হিউগো : না নেই কারণ আমার ভাইয়ের ওই বস্তুটি একটু বেশী করে আছে। একই সময় আমাদের জন্ম হয় তাই জিনিসগুলো সব দুজনে ভাগাভাগি হবার সময় আমার ভাগে এটা ওটা পড়ে আর আমার ভাইয়ের ভাগে পড়ে হৃদয়টি।

ইসাবেল : আমাকে অসুখী দেখে সহ্য করতে পারবেন তো?

হিউগো : খুব পারবো। আপনার দুঃখ দেখে পাষাণেরও হৃদয় গলবে। হৃদয়বিহীন আপনার কোন যমজ বোন আছে নাকি বলুন তো?

ইসাবেল : আপনি আমার কাছে অসহ্য?

হিউগো : সে ভালই তো। আমার ভাইকে একথা বলুন আর দুজনে সহানুভূতির বন্যায় সাঁতার দিন সে-ই আমি চাই।

ইসাবেল : আপনি নিশ্চয় ভাবছেন না যে এই পোশাকটি আর অভিনয় কির জন্যে যা বলছেন আজ রাতে তাই আমি করছি?

হিউগো : দেখুন, ওসব বাজে কথা আমি ভাবিনি।

ইসাবেল : আপনার ভাইয়ের ওপর কোনো আবেগ আমার নেই।

হিউগো : চোখের পানি আর কত আটকে রাখবেন আসতে দিন। কাঁদুন, কাঁদুন, হৃদয় ভরে কাঁদুন। এই তো চমৎকার হয়েছে! দেখুন, কি সহজ ব্যাপার!

ইসাবেল : (কেঁদে) এতে আমার চোখ লাল হয়ে যাবে। কেমন বুদ্ধিমানের কাজ বলুন তো ?

হিউগো : অপূর্ব ! (হঠাৎ জানু পেতে বসে পড়ে নাটকীয় ভাবে বলতে থাকে) আহ্ ! ইসাবেল, প্রিয়ে ইসাবেল আমার ! আমরাও মর্মযাতনা যাচ্ছে. আমিও যে মরে যাচ্ছি !

ইসাবেল : (কান্না থামিয়ে) ও কি করছেন আপনি ?

হিউগো : ও আবার ফিরে আসছে। যেমনটি আছেন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি চাই ও আমাকে আপনার পায়ের তলায় এমনিভাবে দেখুক।

ইসাবেল : না, না তা হতে পারে না ! এ ভয়ানক খারাপ হচ্ছে !

হিউগো : (জানু পেতে) হাঁ প্রিয়ে আমার ! আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে। আমি ভেসে যাচ্ছি ! সে কী এদিকেই আসছে ?

ইসাবেল : হাঁ, দয়া করে উঠে পড়ুন তো !

[সে চলে যায়। ইসাবেল সোফায় বসে কাঁদতে থাকে]

ফ্রেডা : (প্রবেশ করে) আপনি কাঁদছেন ?

ইসাবেল : হাঁ।

ফ্রেডা : আপনার সুখী হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি এতো ম্লান কেন ? কাঁদছেন যে ?

ইসাবেল : হাঁ, কাঁদছি।

ফ্রেডা : দুঃখিত। আমাকে আসতে দেখে বোধ করি আমার ভাই চলে গেছে।

ইসাবেল : না, তা নয়।

ফ্রেডারিক ঃ অসুখী হবেন না।

ইসাবেল ঃ আমাকে একা থাকতে দিন।

ফ্রেডারিক ঃ একটা কথা বলবো আপনাকে। জানি, অন্যের কষ্টের কথা শুনে লাভ নেই। তবু বলা যাহোক। গতকাল থেকে ধরে রেখেছি যে ব্যাপারটা একদম নিশ্চিত। মেয়েটি আমার সাথে বাগদান করবে বলে ঠিক হলো, কারণ আমার ভাইয়ের সাথে সেটা করা সম্ভব নয়। সে বলেছিল, যদি ওই ভাইটি আমাকে গ্রহণ না করে তা হলে আমি ওর জোড়ার ভাইটিকে নেব।

ইসাবেল ঃ যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এ বড় লজ্জার কথা।

ফ্রেডারিক ঃ না, সে সৌভাগ্যের কথা। এ না হলে আমাকে সে কোনোদিন পছন্দ করতো না। আমার অবশ্য এতে কিছু এসে যায় না। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি কোনো দিন আমার ভাই দুষ্টুমি করে পালিয়ে যেতো তখন গবর্নেস আমাকে ধরে শাস্তি দিতেন। এটা যেন একটা বিকল্প ধরা ছিল। জীবন যেন আমার কাছে মনের ভুলেই চলে আসে।

ইসাবেল ঃ তাহলে, আপনারও তাই।

ফ্রেডারিক ঃ 'আপনারও তাই' কেন বলছেন? এ যে কেমন কষ্ট আপনি জানেন না। আপনাকে শূন্য বাহাদুরি না হয় না-ই দিলাম -এটা তেমন সময়ও নয়। কিন্তু এটা তো সত্য কেউ আপনাকে অন্য আরেকজন বলে মনে করবে না?

[হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে ইসাবেল স্টেজের বাইরে তাকায়। উইংয়ের দিকে কারো প্রতি মাথা নেড়ে ইশারা করে। তারপর]

ইসাবেল : আপনার ভাইয়ের কারণে আমি কাঁদিনি।

ফ্রেডারিক : তাই নাকি ?

ইসাবেল : আপনার জন্যে কাঁদছিলাম।

ফ্রেডা : আমার জন্যে ?

ইসাবেল : হাঁ। ফ্রেডারিক, আমি তোমাকেই ভালবাসি।

ফ্রেডারিক : ওঃ।

[সে যায়। ইসাবেল স্টেজের ওপর দিকে দৌড়ায়। হিউগো তাকে হাতে ধরে টানতে টানতে আসে]

হিউগো : বেশ হয়েছে! কিন্তু দৌড়িয়ে বেগে যাচ্ছেন কেনো? এই জীবনে সর্বপ্রথম কেউ তাকে বল্লো যে সে তাকে ভালবাসে। দেখতে পাচ্ছেন, আপনার কথার ফলে সে টলতে টলতে হাঁটছিল। চলুন কাজটা আরো গুছিয়ে ফেলা যাক। রক্ত যখন উত্রাচ্ছে তখন একটু ঈর্ষার ইন্ধন দেওয়া যাক। তৃতীয় আরেকটি যুবক আপনাকে ভালবাসে।

ইসাবেল : কোন যুবক ?

হিউগো : সে আমি দেখবো। একজন কাউকে খুঁজে নেব। আমি আপনার পাশ ছাড়িনে বলে সে খেপে আগুন হবে। সে চ্যালেঞ্জ করবে তারপর আমরা অস্ত্র পছন্দ করে নেব।

ইসাবেল : পাগল হলেন নাকি ?

হিউগো : কল্পনা করুন চাঁদের আলো—দ্বন্দ্ব যুদ্ধ—পিস্তলের শব্দ—লাশ আর আপনি প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছেন, বুঝলেন তো? আপনি লেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। লেকটা মোটেই গভীর নয় আর আমিও সেখানে থাকবো। আমি আপনাকে পানি থেকে ডাঙায়

তুলবো। আপনার পানিতে সপসপে শরীরটা ঘাসের উপরে আমার ভাইয়ের পায়ের কাছে রাখবো আর বলবো, শেষে এই তুমি করলে। এর পরেও যদি সে আপনাকে ভাল না বাসে, তাহলে জানবে আমার চেয়ে তার প্রতিরক্ষণ শক্তি অনেক বেশী···আপনাকে সংশয়াকুল মনে হচ্ছে যেন। গোসল করা পছন্দ করেন না নাকি? আপনার ফি আমি তিন-গুণ করে দেব। আরেকটা পোশাক কিনে দেব আপনাকে।

ইসাবেল: (নিজেকে মুক্ত করে আহতের মত চীৎকার করে দৌড়তে দৌড়াতে) ওহ্।

ডায়েনা: (হঠাৎ প্রবেশ করে) ফ্রেডারিক।

হিউগো: (হেসে মোড় ফিরে) হিউগো বলো, দয়া করে।

ডায়েনা: অহ্—মাফ করো। ভাবলম ফ্রেডারিক বুঝি ওই মেয়েটির সাথে। তুমি যখন তখন বলার আর কিছু নেই। ক্ষমা চাইছি। দেখেছো নাকি ওকে?

হিউগো: হাঁ, নিশ্চয়। তোমাকে ছড়া আর সবাই তাকে দেখেছে। এই উৎসবের মাঝে সে যেন একটি বেদনার্থ হৃদয়-মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন? তার হৃদয়কে পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছো একথা ভেবে সন্তুষ্ট হতে চাও নাকি তুমি?

ডায়েনা: কারো হৃদয় ভাঙে আমি চাই না। এতে কোন আমোদও আমি পাইনে।

[এক পা এগিয়ে থামে]

তোমার ভাইয়ের হৃদয়ানুভূতি নিয়ে এ ধরনের খেলা করা তোমার অন্যায় হিউগো। এটা নিষ্ঠুরতাও বটে। যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে, এমন কি যদি তোমার

প্রেম অত্যন্ত উদ্দাম হতো—তাহলেও এটা ঠিক নয়। কিন্তু তোমার এ প্রেম মোটেই দুর্নিবার কিছু নয়—তাই নয় কি ?

হিউগো : ডায়েনা তুমি আমাকে একটা অসম্ভব পরিস্থিতিতে ঠেলে দিচ্ছ। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—'না'।

ডায়েনা : আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

হিউগো : তাহলে তুমিও ? আজকের রাতে কেউ আমায় পছন্দ করছে না। প্যাট্রিস রোমবেল্‌স্‌কে দেখেছো নাকি ? শুনলাম সে নাকি আমাকে সর্বঘটে খুঁজছে। বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটির জন্যে সে একদম পাগল। তাই কি তোমার মনে হয় না, কি বলো ? আচ্ছা, বিদায়। ফ্রেডারিককে এদিকে পাঠিয়ে দেবো কি ?

ডায়েনা : তোমাকে ধন্যবাদ। আমি নিজেই ওকে খুঁজে বার করবো 'খন।

[হিউগো যায়। ডায়েনা একাই থাকে। আরাম করার মন নেই। হঠাৎ সে তার বাবাকে ডাকে]

ডায়েনা : বাবা !

মেসার : হাঁ, কি মা।

ডায়েনা : ওর কথা শুনলে ? শুনলে কিভাবে আমাকে ঠাট্টা করছিলো ?

মেসার : না তো মা।

ডায়েনা : কেনো শোনোনি।

মেসার : আমি তো এখানে ছিলাম না তখন।

ডায়েনা : সব ব্যাপার এতো তচনচ হয়ে যাচ্ছে যে তোমার মনে হবে, তোমার কোনো ধন বলও নেই। বাবা, আমায় সুখী করে তুলতে পারো না ?

মেসার : কিন্তু হয়েছে কি তাতো বলবি তুই? তুই এই ফ্রেডারিক ছেলেটিকে চেয়েছিলি তাকে খরিদ করে তোকে দিয়ে দিয়েছি। ব্যাপার কি? সে কি এখন ছাড় পেতে চাইছে নাকি?

ডায়েনা : আমার জন্যে ওকে তোমায় কিনতে হয়নি। সে আমায় ভালবাসে। এদিকে তার ভাই আমাকে বিদ্রূপ করছে।

মেসার : ওদের দুজনকে তো আর তোকে দিতে পারিনে? টাকার প্রশ্ন নয়, কথা হলো, অমন কোনো প্রথা নেই তাই। যেটিকে তোর ভালো লাগে, সেটিকেই বিয়ে কর না।

ডায়েনা : কথা হলো, যাকে আমি পছন্দ করি তাকে খরিদ করার মতো অর্থ তোমার নেই। সেজন্যেই আমি অপরটিকে নিয়েছিলাম।

মেসার : অতো অর্থ নেই? আমাকে চটাস্‌নে বলছি!

ডায়েনা : দেখো না আমাকে কি নাজেহালটা করা হচ্ছে—হিউগোই বুঝেশুনে এটি করছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সে-ই ওই মেয়েটিকে এখানে এনেছে। আর মেয়েটা আমার প্রতি ফ্রেডারিকের আকর্ষণ নষ্ট করে দিচ্ছে। আর যে হিউগো আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিক সে-ই ওই মেয়েটির থেকে বাইরে একটু নজর ফেলছে না। আমার ভাবা উচিত ছিল যে, আমি এখানে উপস্থিত নই। কিন্তু মুশকিল হলো, সবাই এমন ভঙ্গি করে আমার দিকে তাকানো এড়িয়ে যাচ্ছে যে, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। এ অসহ্য! লোকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন, আমি এখানে নেই। তার চেয়েও খারাপ—লোকে এমন-

ভাবে তাকাচ্ছে না যে আমি আছি। এ-সাংঘাতিক —মারাত্মক অসহ্য! আমাকে তুমি আবার সুখী করে তোলো বাবা।

মেসার : (চিন্তিতভাবে)—মেয়েটি কে? এতো অল্প বয়সী মেয়ের ব্যাপারে তো আমি নিজে আর কিছু করতে পারছি না।

ডায়েনা : রোমানভিলের ভাগ্নী।

মেসার : রোমানভিলটি কে?

ডায়েনা : ওই সেই লোকটা যাকে দেখলে মনে হয় সে ঘোড়ায় চড়ে ফড়িং ধরতে বেরিয়েছে।

মেসার : সে টাকা পায় কোত্থেকে?

ডায়েনা : এখনকার অন্যান্যের মতো সেও তোমার কোনো একটা কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর।

মেসার : রোমানভিল লোকটা কোন্ ব্যবসাতে আছে বলো তো? ইস্পাত, সিমেন্ট, পটাশ, সালফেটস্, দস্তা, এ্যালুমিনিয়াম, ক্রিয়োসেট, নাট, নিকেল, এমালসান, টায়ার, বিজুটেরি, সেলাইকল, টানেল, র‍্যাকেট—কোন দোকানটায় আছে সে?

ডায়েনা : মনে হলো, সে যেন টুকরা লোহা সম্পর্কে কিছু একটা বলছিল।

মেসার : টুকরা লোহা? কোথায় সে তার কাছে নিয়ে চলো আমায়। এখন বলো তো লক্ষ্মী মেয়ে, রোমানভিলকে দিয়ে কি করতে চাও তুমি? রোমানভিল ওই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়ে দেবে এই কি চাও?

ডায়েনা : তাই পারো না কি?

মেসার : এদের সবাই আমার এই মুঠোয় পোরা। একটা আঙুল তুললে এদের আয় অর্ধেক করে দিতে পারি আমি।

ডায়েনা : ভয় হচ্ছে অতটা পারবে না তুমি।

মেসার : (ঠাণ্ডাভাবে) তার যদি টুকরা লোহার কারবারে আধা পেনীও থেকে থাকে—তাহলে ও কিছু অসম্ভব নয়।

[সে মেয়ের হাত ধরে তাকে নিয়ে যায়। দুই বিপরীত দিক থেকে প্যাট্রিস ও হিউগোর প্রবেশ। অর্কেস্ট্রাতে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বাজনা বাজে]

হিউগো : স্যার ?

প্যাট্রিস : স্যার ?

হিউগো : আমি আপনাকে তালাশ করছিলাম।

প্যাট্রিস : আমাকে ?

হিউগো : হাঁ, আপনার সাথে কথা বলা দরকার।

প্যাট্রিস : কি ব্যাপারে, বলুন তো ?

হিউগো : কাল আপনি আমার খালাতো বোন লেডী ডোরোথী ইণ্ডিয়াকে নিয়ে পার্কে গিয়েছিলেন, মনে হচ্ছে ?

প্যাট্রিস : তা হবেও বা।

হিউগো : আমি আপনাদেরকে দেখেছি। আপনাদের দুজনের মাঝে খুব গরম কিছু একটা আলোচনা হচ্ছিল।

প্যাট্রিস : কোন সাধারণ বিষয়ে হয়ে থাকবে।

হিউগো : তাতে আমারও সন্দেহ নেই। তবে কিনা ওরি মাঝে এক সময় হঠাৎ আপনি একটু ইয়ে কিনা হঠে গিয়েছিলেন মনে হয়—কেননা তখন ভদ্রমহিলা আপনার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করে।

প্যাট্রিস : আমার গণ্ডদেশে, স্যার ?

হিউগো : আপনার এই গণ্ডে।

প্যাট্রিস : আপনার ভুল হচ্ছে স্যার।

হিউগো : না, জনাব।

প্যাট্রিস : আমার বলার কথা হলো যে ভদ্রমহিলা আমাকে মেরে থাকবেন বা, কিন্তু তাতে করে আপনি যা ভাবছেন, তেমন কিছু ভাববার কোনো কারণ নেই। বুঝলেন স্যার ?

হিউগো : আমি কি ভাবছি মনে করেন ?

প্যাট্রিস : আর যাই হোক, গালে চড় মারলেই এই বোঝা যায় না যে দুটি মেয়ে-পুরুষের মধ্যে কোনো বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

হিউগো : নিশ্চয় না।

প্যাট্রিস : সাধারণ পরিচিত অথবা নেহাত অপরিচিত লোককেই লোকে সাধারণতঃ চড় মেরে থাকে। এতে কোনো কিছুই প্রমাণ হয় না। ধরুন, যদি এখন আচমকা আমি আপনাকে চড় লাগাই—তাহলে কি এই বোঝা যাবে—যে আমাদের দু'জনের মাঝে মহব্বত রয়েছে ?

হিউগো : জীবন দিয়ে হলেও আমি আপনার প্রতিরোধ করবোই।

প্যাট্রিস : তাহলে আমাকে চটাচ্ছেন কেন, বলুন তো ? চোখের চাহনি, নিঃশ্বাস, ইংগিত, অশোভন গলার আওয়াজ—এসব সিগারেটের ধোঁয়ায় ঢাকতে চাইলে হবে কি ? কাল আঙিনায় যেমনি আমাকে চোখে ধুলো দিতে পারেননি, আজও এক মুহূর্তের জন্যে তেমনি আমাকে বোকা বানাতে পারেননি—আপনি।

হিউগো : অপূর্ব দূরদৃষ্টি আপনার !

প্যাট্রিস : এ আমার পক্ষে অসহ্য। আর এক ঘণ্টাও এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

হিউগো : আপনি এরকম একটা কিছু বললেন এই আমি চাই। (তার বাহু ধারণ করে) চলুন ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে আচ্ছা ভদ্রলোকের মতো দু'জনে আলোচনা করি। আপনার সাহায্য আমার দরকার। আচ্ছা, আমার ওই পাগলা বোনটির সাথে দীর্ঘদিন এরকম ব্যাপার চালিয়ে নিশ্চয় আপনি একদম তিক্ত-বিরক্ত হয়ে খ্যাপে গ্যাছেন—তাই না ?

প্যাট্রিস : এরকম কথা আমি কখনো বলিনি।

হিউগো : স্বাভাবিক কারণেই বলবেন না আপনি। কিন্তু দু'জনের মধ্যে তো খোলাখুলি একথা আমরা বলতে পারি ? কি বলুন ? যদি একবার মেসার্সম্যান জানতে পারে যে সে আপনার মিস্ট্রেস ..।

প্যাট্রিস : (ভীত হয়ে)—ওরকমভাবে ওকথা বলবেন না আপনি।

হিউগো : তাহলে উনি আপনার ঘাড় মটকাবেন।

প্যাট্রিস : (ভয়ানক কাতর অবস্থায়) দু'বছর ধরে আমি এ জ্বালা সয়ে আসছি- পাক্কা চব্বিশ মাস কিনা স্নায়ু দুর্বলকারী পুরো ১০৪ সপ্তাহ অর্থাৎ ৭২৮ দিন ধরে !

হিউগো : ঘাবড়াবার কিছু নেই মিয়া, আজ রাতেই সব কিছুর ইতি ঘটবে।

প্যাট্রিস : কি বলতে চান আপনি ?

হিউগো : সোজা কথা সরল ভাষায় হলো এই—ধরুন, আপনি ডেন্টিস্টের কাছে দেখা করতে গিয়েছেন। ঘণ্টা বাজিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছেন। তারপর ডেন্টিস্টের চেয়ারে গিয়েও বসলেন। খারাপ দাঁতটি তাকে দেখালেন আপনি। ডেন্টিস্ট তার ফরসেপস্ নিয়ে এলো। আপনার বয়স হয়েছে, আর যাই হোক

এখন আর ঘরে পালিয়ে যাবার উপায় নেই, এটা বুঝলেন তো ?

প্যাট্রিস : আমার ডেন্টিস্টকে চেনেন বুঝি ?

হিউগো : না।

প্যাট্রিস : তাহলে বলছেন কি আপনি ?

হিউগো : মোদ্দা কত হলো, আজ রাতে আপনি আমার প্ল্যান মোতাবেক কাজ করে যাবেন—না হয়তো আপনার মনিব টের পেয়ে যাবে আপনি কি কাজে রত আছেন।

প্যাট্রিস : না।

হিউগো : এই 'না' দিয়ে কি বোঝাতে চান আপনি ?

প্যাট্রিস : আপনি একজন ভদ্রলোক—এ আপনি করতে পারেন না।

হিউগো : উড়ো চিঠি দিয়ে বা চাকর হাত করে এ কাজ করবো না বটে তবে ভদ্রলোক বলে ভদ্রলোকের মতই কাজটা করবো আমি।

প্যাট্রিস : আপনি ঘৃণিত ব্যক্তি।

হিউগো : তাই নাকি ?

প্যাট্রিস : আপনার শরমও হয় না।

হিউগো : মোটেই না।

প্যাট্রিস : অহ্! তাহলে আলোচনার মত আর কিছু আছে দেখ্ছি। কি করতে বলছেন বলুন।

হিউগো : আপনার ঘাড়-ভাঙার বিকল্প পথটিই আমি আপনাকে গ্রহণ করতে বলবো। আজ রাতে আমার পার্টিতে অত্যন্ত মনোহারিণী একটি মেয়ে রয়েছে। আর অতি গুরুতর প্রয়োজন এই যে অকথিত বিশেষ কারণে

আপনাকে ভাণ করতে হবে যে মেয়েটির গুরুতর প্রেমে আপনি পড়েছেন।

প্যাট্রিস : আমি ?

হিউগো : আপনিই। কিন্তু সেটাই সব নয়। এই মেয়েটির বাহুলগ্ন হতে আপনি আমাকে দেখেছেন আর তাই দেখে প্রবল হিংসায় জর্জর হয়ে আপনি ঘুষি মেরে আমার কান বন্ধ করে দেবেন।

প্যাট্রিস : আমি ?

হিউগো : আপনিই। আমার সাথে আসুন। ব্যাপারটাকে একটু সাজিয়ে তোলা যাক। আমরা ছোট গাছের ঝোপের ভিতরে চাঁদের আলোতে পিস্তল নিয়ে যুদ্ধ করবো। আমার হাত একেবারে নিখুঁত। কথা দিচ্ছি— আপনাকে কোন আঘাত করবো না !

[তারা যায়। ক্যাপুলাটের প্রবেশ। পেছনে পেছনে মায়ের প্রবেশ—জাকজমকপুর্ণ পোশাক পরণে]

ক্যাপুলাট : ওহ্—ওহ্ ! আহ্ তোমাকে দেশের সেরা সুন্দরীর মতো দেখাচ্ছে। ঠিক তেমনি !

মা : সত্যি কি ক্যাপুলাট ?

ক্যাপুলাট : সত্যি, সত্যি। এই পোশাকটি গায়ে নিগে জন্মালেও এর চেয়ে সুন্দরী তোমাকে দেখাতো না !

মা : তাহলে আমার স্বপ্ন সফল বলো কি বলো ? মনে হচ্ছে যেনো এই পোশাকেই আমার জন্ম হয়েছিল।

ক্যাপলাট : কেউ তা সন্দেহ করতে পারে না। কিন্তু একটু ঠাহ্রো তো ! আমি গিয়ে বিবি সাহেবকে খুঁজে দেখছি।

[সে চলে গেলে যস্মুয়ার প্রবেশ। মা-টির এ হেন চমকদার পোশাক দেখে সে যেন জমীনে গেঁথে গেছে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে]

যস্মুয়া : ওহ্ !

মা : ওহে মিয়া আমার নামটা ওখানে ঘোষণা করে দাও। কাউন্টেস ফানেলা।

যস্মুয়া : কাউন্টেস... ?

মা : (জাঁকালো ভাবে) ফানেলা !

যস্মুয়া : (চীৎকার করে বাইরে যেতে) হিউগো সাহেব ! দেখুন এসে, হিউগো সাহেব—স্যার... ! (যস্মুয়া চলে যায়। মাদাম ডেসমারের প্রবেশ। যস্মুয়া তাকে এড়িয়ে চলে যায়)

ডেসমার : কোথায় চলেছে লোকটা দৌড়াতে দৌড়াতে? কি হয়েছে ? আগুন ? তাহলেই হয়েছে আর কি। চলো দেখা যাক, লক্ষ্মীটি। বাহ্—বেশ উত্তম সেজেছো তো ! চলো ভেতরে যেয়ে সাড়া জাগিয়ে দেওয়া যাক।

[যস্মুয়ার সাথে হিউগোর প্রবেশ]

ওহে হিউগো, আমার একজন পুরাণো অতি প্রিয় বান্ধবীর সাথে দেখা করে নিশ্চয় খুব খুশী হবে তুমি। দি কাউন্টেস ফানেলা। ইটালীতে আমাদের দু'জনের সাক্ষাৎ হয়। আর কাউন্টেস—এ হলো আমার বোনপো—হিউগো।

মা : তোমার সাথে দেখা হয়ে বড্ড প্রীত হলাম !

হিউগো : বেগম সাহেব।

ডেসমার : চলে এসো সখী। আমাকে একটু ঠেলে নিয়ে চলো ক্যাপুলাট। আঃ এতোকালের বিচ্ছেদের দুঃখের পরে

তোমাকে দেখে কি সুখীই না হলাম! এখন চলো আর অন্যান্য মেহমানের সাথে তোমার আলাপ করিয়ে দেই। কি গো, তোমার একটি মেয়ে ছিলো নাকি? তার খবর কি, বলো!

মা : অহ্—সে অনেক লম্বা-চওড়া কাহিনী।

ডেসমার : তাহলেও আমাকে শোনাবে তুমি। সারা রাতই তো পড়ে আছে সামনে।···

[তারা চলে যায়]

যস্থুয়া : (কাতরভাবে) এই আপনার চাবি হিউগো সাহেব। হয় সে জানালা দিয়ে বেরিয়েছে না হয় বিবি সাহেব দরজা খুলে দিয়েছেন! দি কাউন্টেস ফানেলা! যখন সে ওকথা বল্ল তখন আমার মনে হচ্ছিল ওর পোশাকের একটা পালক দিয়ে ধাক্কা দিলে আমি পড়ে যেতাম। (সে তার বসে থাকার কথা ভুলে যায়—এবং হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।) মাফ করবেন আমাকে, স্যার।

হিউগো : কিসের জন্যে?

যস্থুয়া : আমি বসে পড়েছিলাম। এক্কেবারে দৈবাৎ, স্যার। গত তিরিশ বছরেও অমন ভুল আমার কোনোদিন হয়নি।

রোমানভিল : (প্রবেশ করে) ওহে, থামাও বন্ধ কর, সব বন্ধ কর!

হিউগো : কি থামাবো?

রোমানভিল : এ সব কিছু থামাও-সব কিছু! এবার ভয়ানক বিপদ আসছে ঠিক! আমরা সব ফাঁদে পড়ে গেছি, হিমবাহের তলায় পড়ে গেছি। বিরাট অর্থবল সব

কিছুর গোড়ায় রয়ে গেছে। আর একটা কথাও নয় – এই মুহূর্তে ইসাবেলকে চলে যেতে হবে, ঠিক এই মুহূর্তে না হয় তো আমি খতম !

হিউগো : কি যে বলছো মাথামুণ্ডু নেই। আজ রাতে সবারই মাথাই গুলিয়ে গেলো দেখছি !

রোমান : আমি কয়েকটা সালফেট আর একটা টুকরা-লোহার কোম্পানীর ডাইরেক্টর।

হিউগো তা তো জানি। হয়েছেটা কি শুনি ?

রোমানভিল সে জন্যেই ইসাবেলকে এ মুহূর্তে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। হাঁ। আমি এখনই হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। তার জীবন কালো করবো আমি। যা আসে আসুক। সব গোড়ার গলৎ জাহির করে দেবো আমি।

:গো : আমার খালার কাছে বলবে তো ? দেখো তো পার্টির মাঝখানে কাকে উনি সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—দেখো তো একবার যাতু ।

রোমান : আমি আবার দূরে তত ভালো দেখি না। অত দূরে কিছুই দেখছি না আমি।

হিউগো : চোখে চশমা লাগাও। দেখার মত চিজ বটে।

রোমানভিল : (চশমা লাগিয়ে) হায় খোদা ! করছেন কি উনি ! আমি কি খোযাব দেখছি না আর কিছু…

হিউগো : হাঁ। উনিই দি কাউন্টেস ফানেলা। ইটালীর সব চেয়ে অভিজাত মহলের মহিলা ছিলেন উনি।

রোমান : সব চেয়ে বড় চালাকির চাল চেলেছো দেখছি ?

হিউগো : না, আমার নয়। খালাই ওকে নিয়ে পড়েছেন ?

রোমানভিল : কিন্তু কেন ?

হিউগো : কোনো কারণ নেই—আর এজন্যই ব্যাপারটা গুরুতর।

প্যাট্রিস : (যুদ্ধংদেহী-ভাবে প্রবেশ করে) স্যার !

হিউগো : (সে সব ভুলে গিয়ে) স্যার ?

প্যাট্রিস : এ অবস্থা আর সহ্য করতে পারছি না ! তুমি যখন মেয়েটাকে আমার হাতে দেবেই না—

[সে হিউগোর কানে ঘুষি মারার কোশেশ করে]

হিউগো : (বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে)—না, না, না। অন্য সময়। তুমি একটা নুইসেন্স, অন্য সময়, অন্য সময়। চলে এসো হে, রোমানভিল, আমাদের যেতে হচ্ছে মেয়েটাকে হ্রদে ঝাঁপ দেওয়া থেকে থামাতে হবে।

[রোমানভিলকে টানতে টানতে সে যায়]

প্যাট্রিস : অল রাইট ! আমি আবার আসবো ! (সেও যুগলদের ভেতর দিয়ে চাপ খেতে খেতে চলে যায়)

পর্দা।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[পূর্বেকার মতই সবকিছু ইসাবেল স্টেজের মধ্যে বসে আছে। হিউগো ঘুরে বেড়াচ্ছে।]

ইসাবেল : তাহলে ?

হিউগো : তাহলে এতে আর আমার কোন মজা নেই। আপনার ওই হাড়গিলে মা-টি এখন যে কোন মুহূর্তে যে কোন

দিকে ইটা ফেলতে পারেন। দেখুন, তাকিয়ে দেখুন দেখি—কু-কা-কাউ, কাউ—সব পাখীর কাকলি তার গলায় আড়ং জমিয়েছে। ওকে দেখলেই গাত্রকম্প হচ্ছে আমার।

ইসাবেল : আমাকে কি এরপরেও লেকে ঝাঁপ দিতে হচ্ছে না কি ?

হিউগো : তার আর কোন দরকার নেই। অন্য কিছু ভাবুন, তাড়াতাড়ি ভাবুন দেখি। না হলে ওদিকে আমার শ্রদ্ধেয়া বিরাগী খালাটি সব পণ্ড করে দেবেন। আমি জানি আমি সব বুঝেছি !

ইসাবেল : আপনার একথা শুনলে আমার ভয় হয়।

হিউগো : আপনার মা-র ওই সার্কাস দেখানো সত্ত্বেও, সন্দেহ নেই যে এখনো আপনিই আজ রাতের আকর্ষণ। আপনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন : বিশেষত্ব গাম্ভীর্য আর সংযম দেখিয়েছেন। বড় ঘরের বয়স্কারা পর্যন্ত সব আপনার পক্ষে।

আহা, পাখীর ডানার কবে দুলিয়েছে
পালঙ্কটি তার
সুন্দরের অবাক ঝিলিক শিখিয়েছে
গমনের ভার
যে কোন রোদ-লাগা স্থান 'পরে
ছায়ার মতন
মালতী লতাটি দোলে বেনুকুঞ্জে
নীড়ের স্বপন।

আপনি সকলের মধ্যে যে সাড়া জাগিয়েছেন, মেয়েগুলো কিন্তু ক্ষেপে আগুন। ডায়েনা যেখানে পড়ে গেছে, সেখানে তারা তো হোচট খাবেই। বেচারা ফ্রেডারিক !

এখন আমার মাথার নয়া বুদ্ধি খেলেছে। আমি এখনই যেয়ে গুজব দিচ্ছি যে আপনি রোমানাভলের ভাতিজী মোটেই নন আর যাকে আপনার মা বলে পরিচয় দেওয়া সে-ও আপনার মা নয়। আপনি কোন পুর্তুগীজ রাজকুমারী ও এডমিরালের কন্যা। এটা হলো ছদ্মবেশে আপনার জীবনের সর্বপ্রথম পার্টি। তারপর রাত যখন শেষ হয়ে আসবে আবার এই আষাঢে গল্প যখন এক মুখ থেকে অন্য মুখে ফিরবে - তখন কোন কিছু ঘোষণা করার ভঙ্গিতে আমি সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করে মোটামোটি এরকম বলবো, শ্রদ্ধেয় ভদ্র-মহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, আজ রাতে আপনাদেরকে মস্ত ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। যাকে ভেবেছেন আভিজাত্য, সম্ভ্রম, মর্যাদা বলে যা সবই ওসব কিছুর ভান। এই যে আজকেক রাতের হুরী মেয়ে সে আপনাদের চোখ ঝলসে দিয়েছে, সে আর কেউ নয়—সামান্য আদনা একটি অপেরার মেয়ে তাকে আমি দাদন দিয়ে আজকের মত এনেছিলাম। সে রোমানভিলের ভাতিজী বা কোনো বায়রনিক এডমিরালের কন্যাও নয়। আপনাদের পোশাকদরজি দিয়ে পোশাক বানিয়ে তাকে পরিয়ে আপনাদের কথায় তাকে পড়িয়ে-পাঠিয়ে আপনাদের সোসাইটির তরুণীদের রূপের দেমাক এক সন্ধ্যায় সে টাল খাইয়ে দিয়েছি। অন্ততঃ আমার ভাই ফ্রেডারিক কিছুটা আলো এতে পাবে বলে আশা করি। আর আমার কাছে আপনাদেরকে অসহনীয় বিরক্তিকর মনে হয়েছে। এই যদি আপনাদেরকে আমার শেষ দর্শন হয় তাহলে

আমি খুশীই হবো। কাল ভোরের প্রথম ট্রেনেই বড় শিকারের জন্যে আমি আফ্রিকা যাচ্ছি···কেমন লাগলো, ইসাবেল ?

ইসাবেল: (একটু থেমে, নরম ভাবে) তাহলে আমার কি হবে ?

হিউগো : আপনার ? কি বলতে চান আপনি ?

ইসাবেল : আমি বলতে চাই, আমার কি হবে এরপর ?

হিউগো : আপনার কি হওয়া আপনি চান ? আপনি যেসব ইনাম পাবার সে সব নিয়ে আপনার মাকে বাহুলগ্ন করে আর আপনি রোমানভিলের বাহুলগ্ন হয়ে বাড়ী যাবেন। আপনার সুন্দর একটি পোশাক হলো এবং এমন মধুর একটা স্মৃতিও আপনার আয়ত্ত হলো ! এক রাত্রির অভিনয় থেকে এর চেয়ে বেশী কিই আর চান ?

ইসাবেল : আপনি ভাবেননি যে এতে আমি লজ্জিত হতে পারি ?

হিউগো : কি কারণে ? আপনি মুক্ত আত্মা বুদ্ধিমতী মেয়ে। এ সব লোকদের আমি যেমন ঘৃণা করি—আপনিও নিশ্চয় তেমনি ঘৃণা করেন। দু'জনে মিলে এদের খরচে আমরা প্রাণ ভরে হাসবো। এর চাইতে বেশী মজা আর কি হতে পারে ? এদের মতো নিশ্চয় আপনি হতে চান না, কি বলেন ?

ইসাবেল : তা নয়। পোশাকটি আপনি অন্য কাউকে দিন আর আমাকে ঘরে ফিরতে দিন। আমি মাকে ডাকছি— আমাদেরকে আপনি এক্ষুনি সেণ্ট ফ্লুরে পাঠিয়ে দিন - কথা দিচ্ছি কেউ আর কোনোদিন আমাকে খুঁজে পাবে না।

হিউগো : ননসেন্স্।

ইসাবেল : তা বলতে পারেন—কিন্তু তাহলে আপনার ভাইয়ের সামনে নিশ্চয় নয়। আপনার সামনেও নয় এখানেই নয়।

হিউগো : (চলে যেতে যেতে) হাঁ, এখানেই এই মুহূর্তে!

ইসাবেল : (তাকে পেছন থেকে ডেকে) শুধু আপনার পুলকের কথা ভেবে এ কাজ করা ঠিক হবে না।

হিউগো : সময় বুঝে এখনই করা দরকার মরণের পরে এ নিয়ে হাসলে আর কি লাভ ?

[সে যায়। একটু চীৎকার দিয়ে একটা সোফায় ইসাবেল বসে পড়ে। ডায়েনার প্রবেশ। সে এক মুহূর্তে ইসাবেলের দিকে তাকাতেই ইসাবেল মাথা উঠিয়ে তাকে দেখতে পায়]

ডায়েনা : তাহলে সত্যিই; তোমার পোশাকটি সত্যিই চমকপ্রদ।

ইসাবেল : হাঁ, তাই।

ডায়েনা : তার তোমাকেও খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে—এও সত্যি।

ইসাবেল : ধন্যবাদ।

ডায়েনা : সম্ভবতঃ পুরোপুরি পরিপাটি নয় —এখনো যেন একটু প্রকৃতি ঘেঁষা চেহারাটা। পাউডারটাও ভালো মাখেনি—সুগন্ধিটাও তেনন ভালো হয়নি।

ইসাবেল : (উঠে দাঁড়িয়ে) এজন্যেই বোধ করি আপনারটা একটু বেশী ভালো মনে হচ্ছে। এবং আপনাকেও একটু দূরে দূরে ঠেকছে।

ডায়েনা : তার মানে ? কোনটা দূরে ?

ইসাবেল : প্রকৃতি থেকে দূরে ?

ডায়েনা : তা মানিয়ে নিয়েছো বেশ। তুমি কি খুব ভোরে উঠ ?

ইসাবেল : হাঁ।

ডায়েনা : সেটা বোঝা যাচ্ছে :

ইসাবেল : আপনি কি দেরীতে শুতে যান ?

ডায়েনা : হাঁ।

ইসাবেল : সেটা বোঝা যাচ্ছে।

ডায়েনা : ধন্যবাদ তোমাকে! বল তো কথায় কথায় তোমার আঁতে ঘা লাগে নাকি ?

ইসাবেল : কিসে আঁতে ঘা লাগবে ?

ডায়েনা : এই এমন কিছু পরা—যা তুমি নিজে বানাওনি ?

ইসাবেল : এর ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমার চোখের কটাক্ষ আমার নিজস্ব।

ডায়েনা : তোমার পক্ষে সুখেরথ কথা। কাল পোশাক ছাড়া ওঠিই তোমার কাজে লাগবে।

ইসাবেল : পোশাক আমার সাথেই যাচ্ছে। ওটি আমাকে দেওয়া হয়েছে।

ডায়েনা : সে ভালো কথা, তাই না। আবার খুবসুরত সেজে নয়ন ভোলাবার মতো রসদ তোমার হাতে রয়ে গেলো। তাছাড়া আমার পরণের এই পেটুনিয়া পোশাকটা যে আমি খুব পছন্দ করি তাও না। কাল রাতে গোলাবী-লাল পোশাকে আমি ডিনার খাব। সেটা একটা অপূর্ব পোশাক—বিশ গজের কাপড়কে সুন্দর করে কুচকিয়ে তৈরী করা হয়েছে। আমার রুমে এসো যদি তাহলে তোমাকে দেখাবো। এসো, দেখে যাবে, এসো। নিশ্চয় দেখে তুমি খুব খুশী হবে।

ইসাবেল : না।

ডায়েনা : না কেন ? তুমি কি আমাকে হিংসে কর ? সেটা একটা পাপ, তোমার জানা উচিত। (সে তার কাছে যায়) ধনী হলে তুমি খুব খুশী হতে তাই না ? যদি আজ রাতের ব্যাপার সব সত্য হতো, আমরা যতো পোশাক আছে তোমারও ততো থাকতো তাহলে ?

ইসাবেল : স্বাভাবিকভাবেই খুশী হতাম।

ডায়েনা : কিন্তু একটার বেশী তো আর তোমার থাকছে না, তাই না? আর যদি আমি ঠিক এভাবে তোমার পোশাকের প্রান্ত পা দিয়ে চেপে ধরি, একটু ফেঁসে দিই, তাহলে ওই একটিও তোমার আর ঠিক থাকছে মা।

[পা দিয়ে কাপড়ে প্রান্ত চেপে ধরে]

ইসাবেল : পা সরিয়ে নিন্ বল্‌ছি।

ডায়েনা : না।

ইসাবেল : তোমার পা সরিয়ে নাও, নইলে তোমাকে মারবো আমি।

ডায়েনা : ইঁদুরের মত ক্রোধে চেঁচিয়ো না বলছি। তোমার কাপড় নষ্ট হবে।

[পোশাক ছিঁড়ে যায়]

ইসাবেল : (দুঃখপূর্ণ চীৎকার করে) অহ্—আমার কাপড়।

ডায়েনা : তুমিই তো ছিঁড়লে। একটু সেলাই করে নিও, তাতেই সেন্ট ফ্লুরের জন্যে চমৎকার উৎরে যাবে। ধার-করা কাপড় পিঠে চেপে এমন বিজয়ের রাত কাটানো নিশ্চয় খুব উত্তেজনাপ্রদ। আফসোসের কথা, রাতটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালে তোমাকে তোমার কাঠের বাক্স গুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে, আর আমি তখনো এখানে থাকবো—আমাদের দু'জনের ফারাকও এখানেই।

ইসাবেল : (বিদ্বেষহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে) —লোকের সাথে কুরুচিকর ব্যবহার করা কি খুব মজাদার নাকি?

ডায়েনা : (সুর পালটিয়ে, বসে নিঃশ্বাস ফেলে) না, মোটেই না। তবে মানুষ সব সময়ই তো আর মেজাজে থাকে না।

ইসাবেল : তুমি কি অসুখীও হও নাকি ? বড় অবাক কথা তো ! কিন্তু কেন ?

ডায়েনা : আমার যে অনেক টাকা।

ইসাবেল : ওদিকে ফ্রেডারিক তোমাকে ভালবাসে।

ডায়েনা : আমি তাকে ভালবাসি না। আমি হিউগোকে ভালবাসি। সে আমার অর্থকে অপছন্দ করে। মনে হয় সে ঠিকই করে।

ইসাবেল : তাহলে গরীব হয়ে যাও।

ডায়েনা : সেটা কি এতই সহজ মনে কর ?

ইসাবেল : আমাকে তো এজন্যে কোন চেষ্টা করতে হয় না।

ডায়েনা : তুমি জান, না, তুমি কত ভাগ্যবতী। এটা খুবই সুন্দর পার্টি—তবে আমার সব বন্ধুরাই এমন ধরনের পার্টি দেয়। আমি কখনোই আর জানতে পাবো না,—একটা বিরাট ধনী বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হওয়ার উত্তেজনা কি—এ বড়ই দুঃখের ব্যাপার।

ইসাবেল : বড় দুঃখের ব্যাপার।

ডায়েনা : টাকার মূল্য গরীবদের কাছেই।

ইসাবেল : এতেই প্রমাণ হয় যে দুনিয়াতে আরো কিছু আছে : (সে ডায়েনার দিকে অগ্রসর হয়) আজকের রাতে আমাকে অপমান আর আঘাত করা হয়েছে, আমার একমাত্র পোশাকটি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আমি একজন গরীব। তাই এখন আমি যা করবো তা শুধু গরীবেরাই সর্বদা করে। কথা ফেলে এখন কাজে আসতে চাই আমি। আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি।

ডায়েনা : চলে যাবো ? তুমি জান, তুমি কার বাড়ীতে আছ ?

ইসাবেল: এখান থেকে দূরে কোথায় গেয়ে তোমার কোটি কোটি টাকার উপরে অশ্রুপাত করগে—! আমি বাজে মেয়ে। এতক্ষণ যে তোমাকে বোঝবার জন্যে আমাকে সময় নষ্ট করতে হয়েছে সেজন্যে আমি লজ্জিত। এখন আমি গরীববের যুক্তিই ধরবো। যদি এখান থেকে না যাও, তাহলে তোমাকে তাড়িয়ে দেব আমি।

ডায়েনা: আমাকে তাড়িয়ে দেবে? চেষ্টা করে দেখো না।

ইসাবেল: দেখতে চাও? তোমার কাপড় ছিঁড়লে যখন তোমার কিছু এসে যায় না, তাহলে ওর বদলে আমি তোমার মুখ ছিঁড়ে দেবো। খোদাতায়ালা বড়ই নিরপেক্ষ— আমাদের দুজনকেই তিনি একটি করে মুখ দিয়েছে।

ডায়েনা: আস্তাকুঁড়ের পাঁচী কোথাকার, তুই কি ভেবেছিস আমি ঘাবড়ে গেছি?

ইসাবেল: এখনো নয়। কিন্তু ঘাবড়াতে কতক্ষণ?

[ইসাবেল ডায়েনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা লড়ে]

ডায়েনা: অহ্—আমার চুল বরবাদ করলি তুই।

ইসাবেল: তোমার তো চাকরাণীই রয়েছে—ঠিক করে দেবে! এতে আর কি হয়েছে?

ডায়েনা: (লড়তে লড়তে) তোর মতো আমারও নখর আছে!

ইসাবেল: তাহলে কাজে লাগাও।

[তারা লড়ে। ডায়েনা হঠাৎ থেমে চীৎকার করে উঠে]

ডায়েনা: আমি নিজেও এককালে গরীব ছিলাম। দশ বছরের সময় ইস্তাম্বুলের ডকে সব বদ্ ছোকরাদের সাথে আমি লড়েছি।

[আবার তারা একে অপরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেঝেতে গড়ায়। যসুয়ার প্রবেশ। কাণ্ড দেখে ভীতিপূর্ণ

স্বরে চীৎকার করে উঠে, সে হিউগোকে ডাকতে যায়। তখনই ফ্রেডারিকের প্রবেশ। স্তব্ধ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়ে দুটি তাকে দেখে এবং একজন আরেক জনকে ছেড়ে দেয়। ইসাবেল প্রথমে উঠে, শরীর নখরবিদ্ধ, চুল এলো-মেলো। সে ফ্রেডারিকের কাছে যায়।]

ইসাবেলঃ এখন আপনার মনের সাধ পুরো হয়েছে তো? বিরাট সফলতা এলো আজ আপনার জীবনে তাই না? মজা চেয়েছিলেন, এখন সবাই বলবে যথেষ্ট মজা পেয়েছেন। আমার বদনাম হবার ব্যাপারে এটা কতটা হলো? চেয়ারে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলেছে, আমি কেঃ যদি এখনো না বলে থাকেন, তাহলে আর বলার দরকার হবে না। আমি নিজে গিয়েই সবাইকে আমার এই চেহারা দেখাবো। আমি আস্তাকুঁড়ের পাঁচীই বটি—যেমন এই মহিলাটি বলেছেন। আমার মজা দেখবেম আরো মজাদার হবে। আমার সম্পর্কে তাদের আর কোনো সংশয় থাকবে না। আমার কোথা থেকে আগমন তা সবাই বুঝতে পারবেন! আজকের পার্টির ক্লাইমেক্স বলে দেব? শুরুতেই আমি আমার মাকে অপমান করবো। সবার সামনে তার পালক উঠিয়ে নেবো, তারপর তাকে তার পিয়ানো শিক্ষার আসরে নিয়ে যাবো। আজকের বাতাসের সাথেই কাউন্টেস ফানেলা মিশে যাবে। ওর বাবা দেয়াল সাজানোর কাগজ বিক্রি করতো। কাগজের রোল আর আঠার বোতল নিয়ে যেতো সে। এক একেবারের জন্যে সে পেতো পাঁচ ফ্রাঙ্ক। এতেই সে ছিল খুশী কারণ স্ত্রীর মত না নিয়েই এসব উড়িয়ে দিতে সে

পারতো। এই হলো আপনার চোখে গরীবের ছবি! আপনার জীবনে মন্দা কাটানোর জন্যে আজ রাতে গরীবদের নিয়ে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বড় ভুলটা করলেন। ছোট থাকতে যখন আপনার নার্সরা আপনাকে পার্কে যেয়ে সাধারণ ছেলেপুলেদের সাথে খেলতে মানা করতো, তারা ঠিকই করতো। গরীবরা খেলতে জানে না। আজ রাতে এক মুহূর্তের জন্যেও আমি অভিনয় করিনি। আমি অসুখী ছিলাম—সে আমার অন্যায়। তবু আমি অসুখী ছিলাম। কারণ, তুমি বুঝনি, বুঝাতে চাওনি যে, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি বলেই, আজ রাতে সবাইকে চমকে দেওয়ার জন্যে আমি আমার যথাসাধ্য করেছি। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার ভাইকে ভালবাসার ভান করেছি আমি। তোমাকে ভালবাসি বলেই বোকা শিশুর মতো আমি লেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম। তোমাকে যদি সেই প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকে আমি ভালো না বাসতাম, তাহলে কি তুমি মনে কর তোমার এই খ্যাপা পুতুল খেলায় আমি আসতাম···? হাঁ, চুপ করে রইলে কেন? কিছু একটা বল। অবশ্য এই গরীব মেয়ের ভালবাসার কথা দাঁড়িয়ে শোনা বিরক্তিকর। কিন্তু তবু কিছু একটা বল। এমনিতে তো কত কথাই বল। এখন হলো কি?

ফ্রেডারিক: (তোতলিয়ে) কিন্তু—আমি তো এ ব্যাপারে একটুও নেই।

ইসাবেল: কি বলছো—তুমি নও?

ডায়েনা: নিশ্চয় সে নয়। তাকিয়ে দেখো—সে কেমন লাল

হচ্ছে। এ নিশ্চয় ওর ভাইয়ের ব্যাপার।

ইসাবেল : (হঠাৎ বিব্রত হয়ে) অহ্—আমি দুঃখিত। আমি খুবই দুঃখিত।

ফ্রেডারিক : না, না, না। আমারই বরং দুঃখিত হওয়া উচিত। আমারই উচিত ছিল—

ডায়েনা : চলে এসো, ফ্রেডারিক। এই মেয়েটাকে তোমার কিছুই বলার দরকার করে না। হিউগো গস্তুয়াকে দিয়ে ওর টাকা পাঠিয়ে দেবে—তাহলেই ও ফিরে যাবে।

ফ্রেডারিক : ওরকমভাবে বলতে নেই, ডায়েনা।

ডায়েনা : ফ্রেডারিক হয় এই মুহূর্তে তুমি আমার সাথে চলে আসবে নয়তো এখন থেকে আর আমার কাছে আসবে না তুমি।

[সে যায়]

ফ্রেডারিক : আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সকলের তরফ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

ইসাবেল : (নরম সুরে) আপনার যাওয়া উচিত। আপনি যদি এখনি ওর পেছনে পেছনে না যান ও তাহলে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করবে।

ফ্রেডারিক : (মাথা নত করে)—তাহলে আমাকে মাফ করুন। (সে এক পা যায়) আমি কি আপনার তরফ থেকে আমার ভাইকে বলতে পারি যে আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনি তাকে ভালবাসেন ?

ইসাবেল : না তার দরকার নেই।

[ফ্রেডারিক দুঃখের ভঙ্গি করে চলে যায়। মায়ের ঝটিকাবেগে প্রবেশ।]

মা : হায় মেয়ে—আঘাত ? কি আঘাত !

ইসাবেল ঃ আমি তোমাকে খুঁজতে যাচ্ছিলাম।

মা ঃ (একটা চেয়ারে বসে পড়ে) ঃ ওই ছোকরা পাগল হয় গেছে। সে একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে জঘন্য কথাবার্তা বলে ফেলেছে। ওর মাথায় বড় রকমের কিছু একটা গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়। বরাত বড় মন্দ। আরেকটি ঘন্টা যদি সে কোনোমতে দেরী করতো তাহলে এই শরৎকালটা আমি চমৎকার একজন জেনারেলের সাথে কাটানোর বন্দোবস্ত করে ফেলতাম। এখন সবাই আমার দিকে পিছন ফিরিয়ে থাকবে জানি, তারা থাকবেই।

ইসাবেল ঃ (উঠে) ঃ আমরা এখনই চলে যাচ্ছি, মা। তোমার ওসব ধড়া-চূড়া খুলে ফেলো। আগামী হপ্তায় তোমাকে আবার পিয়ানো শেখাতে যেতে হবে।

মা ঃ তুই বড় অদ্ভুত মেয়ে। একরত্তি কাব্যি যদি তোর ভেতরে কোথাও থাকতো। আমার সব সাধের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে গেলো আর তুই যে-কে সেই। তোর মধ্যে কোনও সচেতনশীলতা নেই। সে তোকে ভালবাসতে পারেনি বোধহয় কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...তাহলে, তাহলে...সে যদি তোকে ভালই না বাসবে তবে কেন এখানে তোকে দাওয়াৎ করতে গেল সে ?

ইসাবেল ঃ অনেক কথা বলেছো মা। যাও, এখন গিয়ে ওই পালক-গুলো খুলে রেখে এসো।

মা ঃ (তার কাছে যেয়ে) এখন আমার কথা শোন্। রোমান-ভিলের সাথে আমার লম্বা আলাপ হয়েছে। আজ রাতের সব ঘটনায় সে জেগে উঠেছে, তাই সে মন খুলে সব বলেছে। আজ রাতে তুই তো তোর নিজের

চোখেই দেখলি এসব উঁচু সমাজের যুবকেরা কি ধরনের ব্যবহার করে। রোমানভিল মধ্যবয়সী হলেও পোক্ত মানুষ এবং ভদ্রলোকও বটে! অনেকদিন থেকেই তার নজর তোর ওপর পড়েছে, সে নিজ মুখেই আজ আমাকে বল্ল। তাকে কতদুর আশা করতে হবে, তা সে জানে। এসব দেখেশুনে চোখ বন্ধ করে চলে যাওয়ার পাত্র সে নয়। তোর কোন চিন্তা নেই। আমাদের দু'জনের রক্ষাণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সে করবে। এ ছাড়া, যদিও সে ঠিক বলেছিল, তবে তার মন আমি বুঝতে পেরেছি, পরিবারের লোকজনের সাথে একদফা কথা বলে সে হয়তো তোকে বিয়ের ওয়াদাও করতে পারে। এ একটা মজাদার চমক, তাই না?

ইসাবেল : হয়েছে, এখন ওপরে যাও তো।

মা : (উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে) আচ্ছা ঠিক আছে। তোর যা খুশি কর। আমার কথা বা আমি তোর জন্যে কি করেছি এসব আর ভাবিসনে! এমন সুন্দর একটা সুযোগ! আঃ বোকা মেয়ে কোথাকার, তাও হারালি। এদের হাতে পড়ে সর্বনাশ হওয়ার আগে চেহারাটাও খুইয়ে বসবি, দেখছি।

[মেসার্সম্যানের প্রবেশ]

(হঠাৎ সারা মুখে হেসে) অহঃ, আপনাকে দেখে কতই না খুশী হলাম! কি, কেমন আছেন?

মেসার : (ঠাণ্ডাভাবে) ভালই। আপনি…

মা : দি কাউন্টেস ফানেলা। এই একটু আগেই গোলমালের মাঝে আমাদের পরিচয় হয়েছে।

মেসার : বিবি সাহেব একটু মেহেরবাণী করে আপনার মেয়ের সাথে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে একলা কথা বলতে দেবেন।

মা : তা পারেন নিশ্চয়! অকুণ্ঠিতভাবেই আমি আপনাকে পারমিশন দিচ্ছি। ইসাবেল, আমি জনাব মেসার্স-ম্যানের কাছে তোমায় রেখে যাচ্ছি। একটু বিশ্রামের জন্যে আমি উপরে যাচ্ছি। এসব সামাজিক পার্টিগুলো বড় ক্লান্তিকর। এসবের পরে একটু শান্তি, একটু নির্জনতার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সবটাতেই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলি। আমি তোমাকে রেখে যাচ্ছি, ইসাবেল…হ্যাঁ, আমাদের ওই মহৎ বন্ধুর কথা ভুলো না। গরমের ছুটির জন্যে আমাদের যে দাওয়াৎ তার জবাব আজ রাতেই দেওয়া দরকার, ভুলো না যেন। হ্যাঁ জনাব, আপনাকে আবার দেখে, আমি সত্যিই বড় খুশী হয়েছি।

[সে পুচ্ছ ছড়িয়ে চলে যায়]

মেসার : (খোলাখুলি বলে)—দেখো তরুণী মেয়ে, আমি তোমার সাথে খোলাখুলি আলাপ করবো। তুমি কে, তা আমি জানি, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাই তা জানতে পারবে। তোমার দিক থেকে পার্টি খতম। আজ রাতে তুমি বিজয়িনী হয়েছো, সবাই চমৎকৃত হয়েছে তবে এ ধরনের এ্যাডভেঞ্চার বেশীক্ষণ থাকে না। এটিকে আরো ছোট করার জন্যে আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার কামরায় যাও, আর কারু সাথে দেখা না করে চলে যাও। এতে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

ইসাবেল : আমার যাওয়া না-যাওয়ায় আপনার কি এসে যায় ?

মেসার : সেটা হবে আমার তরফ থেকে আমার মেয়েকে উপহার। আমার ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। কাউকে কোনো দিন ব্যবসায়ে ঠকাইনি তবু ব্যবসায় আমি সফল হয়েছি। কত টাকা চাও তুমি ?

ইসাবেল : কিছুই না। আপনার বলার পূর্বে যাব বলে ঠিক করেছি আমি।

মেসার : আমি তা জানি। কিন্তু টাকা না নিয়ে যাওয়া তোমার জন্যে ভাল দেখায় না। হিউগো তোমাকে কত দেবে বলেছিল ?

ইসাবেল : আমার সচরাচর কি আর এই পোশাকটা—এটি একজন ছিঁড়ে ফেলেছে।

মেসার : কে ছিঁড়লো ?

ইসাবেল : আপনার কন্যা।

মেসার : তাহলে এটাও আমায় দাও। আর যা চাইবে তা বাদে এমন দুটো [illegible]শাকের দাম দেব আমি।

ইসাবেল : ধন্যবাদ। [illegible] ছেঁড়া পোশাকেই আমি সুখী।

মেসার : ব্যাপারটা প[illegible] করা দরকার। হিউগোর সাথে তুমি আবার সাক্ষাৎ [illegible] এমন কি ফিগের জন্যে—এ আমি চাই না। তাকে না দেখে চলে যাওয়ার জন্যে কতো দেব তোমাকে, বলো ?

ইসাবেল : কিছুই দিতে হবে না। তাকে দেখার দরকার নেই আমার।

মেসার : কিন্তু সে যে টাকা দেবে বলেছে তার কি হবে ?

ইসাবেল : সে টাকা আমি নিতে চাইনে আর। তোমার নিজের খুশীতেই আজ এখানে থেকেছি আমি।

[মেসার্স্যান নিঃশব্দভাবে এক নজর তার দিকে তাকায় তারপর বেশ শক্তিশালী ভারী চলনে তার দিকে অগ্রসর হয়]

মেসার : বিনা দামের কোনো জিনিস আমি পছন্দ করিনে, বুঝলে মেয়ে।

ইসাবেল : এতে আপনার কোন ক্ষতি হয় ?

মেসার : এ বড় ব্যয়সাধ্য। হিউগোর টাকা কেন নেবে না তুমি ?

ইসাবেল : না নিলেই আমি খুশী হবো বলে।

মেসার : আর আমার টাকা ?

ইসাবেল : আমাকে টাকা দেওয়ার কোনো কারণই নেই আপনার জন্যে। আজ রাতে এখনে একটি মিলনাত্তক নাটকে আমাকে অভিনয় করতে বলা হয়েছিল। আমার অভিনয় শেষ হয়েছে, যবনিকা পড়েছে আমি এখন ঘরে ফিরবো।

মেসার : এ অভিনয়ের কিছু একটা চিহ্ন রাখতে হবে তো ?

ইসাবেল : কি দরকার ?

মেসার : না হলে ঠিকমত ভালো দেখায় না জিনিসটা।

ইসাবেল : দুঃখিত, কিন্তু আমি ওই করবো ঠিক করেছি। মাফ করবেন (চলে যেতে উদ্যত হয়)।

মেসার : (হঠাৎ ক্ষেপে যায়) : না, না, না। যেয়ো না। শোনো ত তরুণী মেয়ে, যুক্তি মানো। ভালো একটা দর করো। কত চাও তুমি ?

ইসাবেল : কিছুই না।

মেসার : (পকেট থেকে নোটের বাণ্ডিল বের করে) এই দেখো বাণ্ডিলটা, কি সুন্দর টাটকা, পরিষ্কার ঝকঝকে এক থোক টাকা ! কি বলো, তুমি নিশ্চয় আমার সাথে

একমত হবে এমন একটা কি দুটো নোটের বাণ্ডিল নিয়ে গেলে ভালই হতো।

ইসাবেল : কি করে এগুলো আমি নিয়ে যাবো ?

মেসার : (হঠাৎ দোকানদারের মত) তোমার সুবিধার জন্যে এগুলোকে ভালো করে জড়িয়ে বেঁধে দেবো ! সবগুলো গুছিয়ে একটা সুন্দর ছোটো পার্সেল করে দিতে পারি জানো।

ইসাবেল : শুনুন। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি আপনার টাকা চাই না।

মেসার : (নোট পকেটস্থ করে—রেগে) তোমার খাইয়ের বাড় নেই।

ইসাবেল : (তার দিকে তাকিয়ে বলে) বুদ্ধির ঢেঁকি হয়েও দুনিয়ার বৃহৎ শক্তি হওয়া চলে কি ?

মেসার : আমি বুদ্ধিমান ! আমি খুবই বুদ্ধিমান ! আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ বলেই বলছি—আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

ইসাবেল : (তার বাহু আলতো করে ধরে) যদি আপনি বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন, তাহলে চলুন দু'জনের বুদ্ধিমানজনোচিত কথা বলি। আমাকে এখানে ঠেকিয়ে না রাখলে এতক্ষণ আমি চলে যেতাম। তবেই বুঝুন, বেচবার মতো কিছুই নেই আমার।

মেসার : (ক্রুদ্ধভাবে) বেচার জিনিস সব সময় কিছু না কিছু থাকে। হ্যাঁ, তোমার কিছু বেচার না থাকলেও আমরা যখন দরাদরি করছি তখন আমার কিছু একটা কেনার আছেই।

ইসাবেল : কেন ?

মেসার : কেন ? না কিনলে নিজের ওপর আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

ইসাবেল : (একটু হেসে) এত অল্পেই আপনার আত্মবিশ্বাস বিগ্‌ড়ে যায় !

মেসার : (ঠাণ্ডাভাবে)—তোমার থেকে এখন আমি যা কিনতে চাই, সেটা আমার মেয়ের মনের শান্তি নয়, আমার নিজের চিত্ত-শান্তি। এর জন্যে আমি কোনো পরিমাণ করি না। কত চাও তুমি ?

ইসাবেল : পুনরাবৃত্তি করলেই পুরুষেরা কি দুনিয়ার প্রভু হয়ে যায় নাকি ?

মেসার : আজ রাতে এ বাড়িতে হাজির যে কোনো মেয়ের সমানই ধনী তুমি। যদি আমি চাই, তাহলে রোমান-ভিল তোমাকে দত্তক নেবে - তুমি সত্যি সত্যি তার ভাতিজী হবে।

ইসাবেল : ধন্যবাদ।

মেসার : শোন। আমি তোমাকে এমন ধনী করে দেবো যে এখানে উপস্থিত সবচেয়ে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান তরুণ তোমাকে এক্ষুনি বিয়ে করার জন্যে বলবে।

ইসাবেল : দুঃখিত। আপনাকে 'না' বলার চেয়ে এসব কিছু আমাকে বেশী সুখী করবে না।

মেসার : (হঠাৎ চেঁচিয়ে) আমি এখন কি করি ? আমিও আর টাকার উপর বিশ্বাস করি না। টাকা আমাকে দিচ্ছে শুধু ধুলো, ধোঁয়া, বমিভাব আর বদ্‌হজম। আমি নুডল্‌স্‌ আর পানি খাই ! আমি সুখীই ছিলাম, কিন্তু আর কোনো কাজে আসিনি আমি। শুধুই টাকাই বানিয়েছি, টাকা আর টাকা। আর টাকা আছে বলেই

কেউ আর আমায় ভালবাসেনি, এমন কি নিজের মেয়েটাও নয়। আমার ওপর করুণা করো। আজ রাতে আমার সাথে থাকো। টাকাটা নাও।

ইসাবেল : না !

মেসার : না ? আচ্ছা -- তাহলে দেখো, এই সুন্দর ছোট বাণ্ডিল-গুলোর আমি কি করি। আমি কামড়ে, দাঁত দিয়ে এদের টুকরা টুকরা করবো—থু থু করে এদের মাটিতে ফেলবো

[টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে সে। তারপর দ্রুততার খাতিরে হাত লাগায়]

ইসাবেল : (ঈর্ষিতভাবে) চমৎকার আইডিয়া। আমাকেও কিছু দিন—আপনাকে সাহায্য করি। আমার মনটাও পাতলা হবে।

[সে কয়েকটা বাণ্ডিল নিয়ে সুষ্ঠু চিত্তে কাজ আরম্ভ করে এবং শান্ত চিত্তে ছিঁড়তে থাকে। ছেঁড়া কাগজগুলো তারা বাতাসে উড়াতে থাকে]

মেসার : (ক্রোধের প্রেরণায়) ঐ গেল, গেল ! ঐ, গেল। ঐ একটা গাঁয়ের বাড়ী গেল গরীব ঘরওয়ালার একটা স্বপ্ন গেলো !

ইসাবেল : (হৃষ্টচিত্তে ছিঁড়তে ছিঁড়তে) ঐ বাগান, পুকুর, সোনালী মাছ আর গোলাপ গেলো তার সাথে !

মেসার : সব গেলো ! একটা কারবার গেল ! একটা মিলের কারবার--যে কারবারটা বোকার মতো আমি তোমায় দিতে চেয়েছিলাম !

ইসাবেল : (ছিঁড়ে): হুর্রে ! ঐ একটা হ্যাট গেল।

মেসার : (বিরক্ত হয়ে—কিন্তু না থেমে) মাত্র একটা হ্যাট ?

ইসাবেল : বেশ দামী হ্যাট বটে !

মেসার : ঐ পোশাকগুলি গেল, আরো পোশাক, কাপড়ের গাদা, প্রচুর জিনিসপত্র গেল! এসব ওরা রং মেখে পিঠে উঠানোর তালে ছিল। ঐ গেল লম্বা কোট, কোট, আলোয়ান আর ফার।

ইসাবেল : (ছিঁড়ে) বেশী কিছু নয়! গরমের মসুম তো এসেই গেল।

মেসার : সুন্দর লিনেন, সার্টিনের থান, মাকড়সার জালের মত পাতলা পেটিকোট, জরীর কাজ করা রুমাল—সব গেল!

ইসাবেল : (ছিঁড়ে) একটা ট্রাঙ্ক গেল!

মেসার : (আশ্চয় হয়ে থেকে) ট্রাঙ্ক কেন?

ইসাবেল : সব জিনিস রাখার জন্যে।

মেসার : (আবার শুরু করে) : নেকলেস, ব্রেসলেট, আংটি—আরো আংটি—গেল, গেল!

ইসাবেল : (ছিঁড়ে) আহ্—কি সুন্দর মুক্তোটা!

মেসার : পরে ওটার জন্যে দুঃখ করবে দেখো!

ইসাবেল : (ছিঁড়ার জন্য আরো নিয়ে) না, একটুও না!

মেসার : বাইরের হলি ডে গেল, চাকর, রেসের ঘোড়া, সুন্দর তন্বী ইচ্ছাবতী যুবতীরা, সৎ লোকের বিবেক, আর এই দুঃখজনক দুনিয়ার সমৃদ্ধি গেল। ঐ গেল, গেল।

[সর্বশেষ নোটগুলো ছিঁড়ে তার দিকে তাকালো]

এখন কি তুমি সুখী হয়েছো?

ইসাবেল : (মৃদুভাবে) না, আপনি?

মেসার : মোটেই!

[হয়রান হয়ে পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে তারা বসে। ইসাবেল মেঝেতে একটা অছেঁড়া নোট পেয়ে তুলে নিয়ে ছিঁড়ে।]

ইসাবেল : ঐ গরীব গেল। আমরা গরীবকে ভুলেছিলাম। (বিরতি। ক্লান্ত মেসার্স ম্যানের দিকে চেয়ে তাকে কোমলভাবে জিগ্যেস করে)

এটাকা সংগ্রহের জন্যে নিশ্চয় আপনাকে তত কষ্ট করতে হয়নি—এ হলপ করে বলতে পারি।

মেসার : আমি বড় অসুখী।

ইসাবেল : (দুঃখের হাসি হেসে) আমিও।

মেসার : তোমার অনুভূতি এখন আমি ভাল করে বুঝতে পারছি আজ রাতে এখানে আমিই একমাত্র এ ব্যক্তি যে বুঝতে পারছে। দীর্ঘকাল ধরে আমি ছিলাম অপমানিত। তারপর আমি একদিন তাদের চেয়ে শক্তিশালী হলাম। এখন আমার কথায় সবকিছু চলে। প্রত্যেক মানুষই বড় একা। এ নিশ্চিত। কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না। কেবল সে নিজেই চলতে পারে।

[ছেঁড়া নোটের মাঝে মেঝেতে বসে তারা সামনের দিকে সরাসরি তাকায়। যসুয়া প্রবেশ করে তাদের দেখে তাজ্জব বনে যায়]

(তাকে দেখে)—কি চাই ?

যসুয়া : হিউগো সাহেব পাঠিয়েছেন। ওঁর হিসেব মিটানোর জন্যে উনি এই ভদ্রমহিলাকে তার ছোট ড্রয়িং রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ইসাবেল : (উঠে দাঁড়িয়ে) তাকে গিয়ে বল ওর সাথে আমার কোন দেনা-পাওনা নেই। মিঃ মিসার্স ম্যান আমাকে সব চুকিয়ে দিয়েছেন।

[সে চলে যায়। মেসার্স ম্যান তাকে যেতে দেখে, যসুয়ার সহায়তায় কষ্টে উঠে দাঁড়ায়]

মেসার্স : বন্ধু !

যস্নুয়া : হুজুর ?

মেসার : তোমার চেহারাটা বেশ সুন্দর।

যস্নুয়া : (প্রথম চমক কেটে যাওয়ার পরে) আমরা খানদানী চাকর বংশের লোক, স্যার। আমার পূর্বপুরুষদের কেউ-ই কাজের সময় ভাল চেহারার বড়াই করতে চাইতো না। তবে কিনা রবিবার বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে আমার ইয়ার দোস্তরা বলে বটে যে আমার চেহারাটা অমায়িক, কি না একটু খুশী-খুশী দেখায়। এটাকেই স্যার, আমি ভাল চেহারা, ফরাসীধোপের ঘরোয়া-চেহারা বলতে পারি বটে, স্যার।

মেসার : তাহলে শোন।

যস্নুয়া : হুজুর ?

মেসার : আজ রাতে আমার কামরা থেকে আমি একটা ওভারসিজ টেলিফোন কল করবো।

যস্নুয়া : তা করবে বৈকি হুজুর !

মেসার : তাই করবো। আমার চোখ একদম বন্ধ করে।

যস্নুয়া : (যেতে যেতে) তাই করেন, হুজুর !

মেসার : আর এর পরেই মস্ত ভীতিকর শোরগোল শুরু হয়ে যাবে। খুব সকালের দিকে একটা টেলিফোন বেজে উঠবে। আর সেটাই হলো ধ্বংসের শুরু। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা ?

যস্নুয়া : না তো হুজুর।

মেসার : না বুঝলে কিছু এসে যায় না। (পকেটে রাখা বিস্মৃত একটি নোট সে খুঁজে পেয়ে যস্নুয়াকে দেয়)।

এই এক হাজার ফ্রাঙ্ক। যা বলেছি ভুলে যাও। (যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে) সাপারের কথা মনে আছে···বিনা মাখনে···

যমুয়া : (মাথা নত কর) আর বিনা লবনে ?

পর্দা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আলো মৃদু হয়ে আসতে ইসাবেলকে স্টেজে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। পুল পেরিয়ে সে পার্ক হয়ে লেকের দিকে যায়। মাদাম ডেসমার মোরটেস নিজের হুইল চেয়ারে প্রবেশ করেন। ইসাবেলকে দেখছেন। ভয়ানক উত্তেজিতভাবে ক্যাপুলাটের প্রবেশ।]

ক্যাপুলাট : বেগম সাহেব, বেগম সাহেব ! সবাই ইসাবেলকে এখানে সেখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে ! ওর মা যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে !

ডেসমার : কেন ?

ক্যাপুলাট : সে তার একমাত্র মূল্যবান বস্তু আংটিটি কাগজে মুড়ে তার ড্রেসিং টেবলে রেখে চলে গেছে। হায়, হায়, বেগম সাহেব এই ডা কি অইল। এই ডা আমা গো বেকারতেরই দোষ। হিউগো মিয়া হেতেরে কোন মহব্বত করে নাই। (উত্তেজিত ভাবে)

ডেসমার : কাঁদবার সময় পরেও পাবে, ক্যাপুলাট। লোকের ওই দিকটায় একটু তাকিয়ে দেখ তো। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে, সাদামত কিছু একটা মানুষ দেখা যাচ্ছে না কি ?

পুলাট : (সমে ফিরে এসে) হাঁ, হাঁ, ঠিকই দেখেছেন বিবি সাহেব। ওই তো, ওই তো ইসাবেল। হায়, হায়, কি গমগীন দুঃখী মেয়ে! অহ্ বিবি সাব—ও যে পানিতে নুয়ে পড়ছে। ও বিবি সাহেব, হায়, পানিত ঝাঁপ দিল। বাঁচাও, বাঁচাও, হেতে রে, পানিথ থে উডাও। ওই তো ডুবেই মরবো একেলে ডুইবা মরবো!

ডেসমার : না, মরবে না। হিউগো ওখানেই আছে আর পানিও এমন কিছু বেশী নয়। তবে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে, হিউগোর লাগা সম্ভব। যাও, যাও দৌড়ে যেয়ে কম্বল নিয়ে এসো দু'চারখানা।

ক্যাপুলাট : হাঁ, বিবি সাব, ঠিক ধরেছেন ওখানে হিউগো সাহেব ঠিকই আছেন। সেও পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে।

ডেসমার : বোকা মেয়েছেলে কোথাকার বাজে বকো না। যাও, জলদি কম্বল নিয়ে এসো।

[ক্যাপুলাট দৌড়ে চলে যায়]

যমুয়া! যমুয়া! কে আছো? জলদি এসো।

যমুয়া : (হাজির হয়ে) বেগম সাহেব?

ডেসমার : আজ রাতে এখানে একটি ছটোখাটো নাটক অভিনয় চলছে, বুঝলে যমুয়া। হৃদয় ভেঙে যাওয়া আর পানিতে ঝাঁপিয়ে প্রাণ দেবার চেষ্টা। বড়ই দুঃখের বিষয়। যাও রান্নাঘরে যেয়ে গরম পাঞ্চ তৈরী করে নিয়ে এসো।

যমুয়া : হ্যাঁ যাচ্ছি বেগম সাহেবা, এমন কিছু গুরুতর নয় নিশ্চয়, বেগম সাহেবা!

ডেসমার : না, মোটেই না। খোদাতালার রহমতে আছো, যমুয়া। সর্বদা খেয়াল রাখবে যাতে তোমার হৃদয় না ভাঙে, বুঝলে ?

যমুয়া : আমি হৃদয়টিকে এমন তালাবীতে রাখি যেন আপনার হৃদয়ের খেদমত করছি। আমার এটি বেশ হেফাজতে আছে, বেগম সাহেবা।

ডেসমার : পাঞ্চ। যমুয়া।

যমুয়া : (মাথা নুইয়ে) : গরম আর শীগগীর আনবো। বেগম সাহেবা।

[সে চলে যেতেই কম্বলে আগাগোড়া মুড়িয়ে হিউগো ও ইসাবেলের প্রবেশ। পেছনে ক্যাপুলাট।]

ক্যাপুলাট : ওরা দুজনেই রক্ষা পেয়েছে বিবি সাহেবা। তবে ভিজে গেছে দুজনেই।

ডেসমার : আমি এতে মোটেই আশ্চর্য হইনি। যাও, গিয়ে তোমার সখীটিকে বলো, তার মেয়ে ভাল আছে।

ক্যাপুলাট : আমি যাচ্ছি। সে তো মাথা খারাপ।

[সে যায়]

ডেসমার : তোমাকে ঠাণ্ডায় ধরেছে কি, মেয়ে আমার ?

ইসাবেল : না। ধন্যবাদ। মোটেই ঠাণ্ডায় পায়নি।

ডেসমার : যমুয়া তোমার জন্যে কিছু পানিও আনতে গিয়েছে। তোমাকে ঠাণ্ডায় ধরেনি তো, হিউগো ?

হিউগো : জমে গেছি, খালা, ধন্যবাদ।

ডেসমার : তাহলে চলো আমরা নিজেরা কয়েক মিনিটের জন্যে একটু ঘরোয়া বাৎচিত করি। যেমন আছো, তেমনি থাকো। বসো বসো হিউগো। এখন আমার দিকে একটু তাকাও দেখি, মেয়ে।

[ইসাবেল তার দিকে তাকায়]

চুল নুইয়ে পড়ায় ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তাহলে চুল্ উঁচিয়ে বেঁধেছিলে কেনো ?

ইসাবেল : ওই তো সচরাচর নিয়ম।

ডেসমার : প্রেমের প্রথম ধাক্কাতেই ডুবতে যাওয়া কি সচরাচর নিয়ম নাকি ? আশা করি সাঁতারটা জানো ?

ইসাবেল : হ্যাঁ, সাঁতার জানি বৈকি।

ডেসমার : তাহলে দেখো, কি রকম অসম্ভব কাণ্ড করছিলে তুমি।

হিউগো : ওটা আমার দোষেই হয়েছে। আমিই ওকে বলেছিলাম যে ফ্রেডারিকের প্রেমের ভান করে ও লেকে ডুববে। কিন্তু একটু পরেই ব্যাপারটা আমি নিষেধ করে দিয়েছিলাম। এখন আর আমি জানি না, কেন সে ও রকম কাজ করতে গেলো।

ডেসমার : পানিতে ডুবতে গেলে কেনো বল তো ?

ইসাবেল : আমার নিজের বুদ্ধিতেই।

হিউগো : এমন চুক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না। আপনাকে যা করতে বলা হবে শুধু তাই করবেন এমন কথাই তো ছিল।

ইসাবেল : আমার কাজের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। আপনি আমার মজুরী শুধে দেবার জন্যে বাটলারকে পাঠিয়েছিলেন। এরপরে আমার নিজের মর্জিমাফিক আমার লেইজার পিরিয়ডে নিজেকে খুন করার অধিকার নিশ্চয় আমার রয়েছে বলেই মনে করি।

ডেসমার : ও ঠিকই বলেছে। ভোর হয়ে আসছে, আর আজ ছুটির দিন। মেহনতি মানুষ যদি ছুটির দিন সকালেও নিজেকে খুন করার অধিকার না পায়, তাহলে দেশে এক্ষুনি বিপ্লব উপস্থিত হবে।

কৃপা করো, আঁখি মোছো, হরিণ-নয়না,
যুদ্ধ দিয়ো, শান্তি দিয়ো,
এই যে কামনা।
তুমি তো জান হিউগো, তুমি একটা পাগল ?

হিউগো : তা ঠিক, খালা।

ডেসমার : ও তোমাকে ভালবাসে না, বুঝলে লক্ষ্মীটি, ও কোনো দিনও তোমাকে ভালবাসবে না। যদি তুমি সান্ত্বনা পাও, তাহলে বলি, ও কোনোদিনই কাউকে ভাল-বাসবে না। আর হিউগো, মানবিক না হলে কেউই পুরোপুরি সুন্দর হতে পারে না।

হিউগো : (ক্রোধে উঠে দাঁড়িয়ে) যথেষ্ট হয়েছে। আপনি যদি এ ভাবে বকতে থাকেন, তাহলে আমি ফ্রেডারিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ডেসমার : উত্তম প্রস্তাব।

[হিউগো চলে যায়।]

দেখো, আসলে তুমি হিউগোকে ভালবাসো না, ভালো-বাসো হিউগোর চেহারাটাকে।

ইসাবেল : (চোখ লুকিয়ে কাঁদে) ওহ্, কি ভয়ানক !

ডেসমার : যদি একটি মাত্র নমুনা আমাদের থাকতো, তাহলেই ব্যাপারটা ভয়ংকর হতো। সুখের বিষয়, আমাদের নমুনা হাতে রয়েছে দুটো।

[ফ্রেডারিকের প্রবেশ]

(ফ্রেডারিককে) এখানে এস তো বোনপো। ইসাবেল, এর দিকে তাকাতে পারো। সেই একই ছবি। এই একটি যুবতী নিজেকে লেকে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল।

কেন গিয়েছিলো, সে কারণ আমরা ওর কাছ থেকে বার করতে পারছি না।

ফ্রেডারিক : (ইসাবেলকে) আমি জানি, কেন। আমার ইচ্ছে হয় আপনাকে সাহায্য করি কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। তবে একটা কথা আপনাকে বলবো। আপনাকে কিছু-ক্ষণ আগে যখন ছেড়ে গেলাম, তখনই আমি শেষবারের মতো কাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। ডায়েনার কথামতো ওর পেছন পেছন গিয়েছিলাম। ওর নাগাল পেয়েই ও যে আপনার প্রতি খলতার দাসী হয়ে জঘন্য ব্যবহার করেছে তা না বলে পারলাম না। ফলে ব্যাপারের ওখানেই সমাপ্তি। আমাদের এনগেজমেণ্ট ভেঙে গেছে।

ইসাবেল : অহ্—না, না,। আমরা দু'জনে একই সাথে অসুখী হলে এমন কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় নাকি আপনার?

ফ্রেডারিক : জানি না। তবে এটুকু জানি যে অমন নিষ্ঠুর মেয়ের সাথে আমার প্রেম চলতে পারে না।

ডেসমার : ইসাবেলেরও চলতে পারে না। ও এখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে ওর পক্ষে হিউগোকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।

ফ্রেডারিক : আমার প্রেম চুকে-বুকে গেছে। আমি একটি নারীর অন্তরের অন্তঃস্তল দেখে নিয়েছি।

ইসাবেল : (ভদ্রভাবে হেসে) অন্তঃস্তলের পাহাড়, তলানি, মরা ফুল সব দেখেছেন। আপনার ভাই, তাই বলে।

ফ্রেডারিক : এর চেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা জীবনে আমার আর হয়নি।

ডেসমার : তাহলে ওই তলা থেকে এখন উপরে ভেসে ওঠো। স্থানে স্থানে শুকনো ডাঙ্গাও দেখতে পাবে।

ফ্রেডারিক : এসব কিছু থেকে এখন একটা মরুদ্বীপ খুঁজে নেব আর কি !

ডেসমার : ইসাবেলও তাই করবে। তবে এটুকু ঠিক করে নাও যে, তোমাদের দুজনের মরুদ্বীপ দুটি যেন বেশী দূরে না পড়ে। মাঝে-মাঝে দুই সন্ন্যাসীতে দেখা-সাক্ষাৎ চলতে পারবে—কাছে থাকলে।

ফ্রেডারিক : ওর নিষ্ঠুরতার জন্যে ওকে আমি ক্ষমাও করতে পারতাম···

ইসাবেল : আমি গোড়া থেকেই জানতাম, সে কেমন লোক, এ ভেবে ওকে গ্রহণ করে মাফ করতে পারতাম···কিন্তু···

ফ্রেডারিক : আমি ওকে ওর কঠোরতা, একগুয়েমি আর বদমেজাজের জন্যে ক্ষমা করতে পারতাম ·

ইসাবেল : আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতাম···

ডেসমার : কেবল ক্ষমা করতে পারতে না তার তোমাকে ভাল না বাসা। আমরা সাংঘাতিক ধরনের দরজি। কাপড় কেটে নিই আমরা কিন্তু মাপ নিই না। ফলে পোশাক যদি ফিট না হয়, তাহলে সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে থাকি।

ফ্রেডারিক : আর তখন কেউ সাহায্য করতে আসে না।

ডেসমার : অথবা তেমনি মনে হয় মাত্র। কেননা আমাদের শুধু অন্ধ হলেই চলে না, আমরা নিজেদের খুশীতে কালাও সাজতে চাই! আমরা সবাই এক সাথে সুর করে চেঁচাই, আমাদের আশেপাশে কে আছে তা দেখিও না, শুনিও না। তারপর আমরা বলি, আমরা অরণ্যে রয়ে গেছি। ভাগ্যের কথা, কোনো কোনো বৃদ্ধা রমণী চশমা ব্যবহার করার বয়সেও এদের চেয়ে পরিষ্কার দেখেন।

ওহে যুবতী, তুমি কি কিছুই শোননি? এই যুবকটি সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়েছিল যেন।

ইসাবেল : আমি কি করে ওকে সাহায্য করবো?

ডেসমার : তুমি ওকে পার্কে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো কেন সে এতোটা অসুখী। তবেই সে বলবে, কেন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তার জীবন শেষ হয়েছে। যাও, যাও। যতটা পার বেজার হয়ে থেকো। ফ্রেডারিক, ওহে তোমার বাহু বাড়িয়ে দাও। তোমরা দুজন নিতান্তই একাকী। তোমাদের মতো অসহায় আর কেবা আছে।

ফ্রেডারিক : (ইসাবেলের সাথে যেতে যেতে) বোকামিটা আমার দোষেই হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, মেয়েরা দয়ার্দ্র-হৃদয় আর অকপট।

ইসাবেল : তা অবশ্য মেয়েরা নয়। আমি ভেবেছিলাম পুরুষরা সৎ, বিশ্বস্ত ও ভাল।

ফ্রেডারিক : বিশ্বস্ত! আমরা শুধ্ নিজেদের প্রতিই বিশ্বস্ত, আর কারু উপর নই। আমরা আমাদের হৃদয়ের নাচ আয়নার সামনে নাচি। আমি কিন্তু একজন সাথীর সাথে নাচতে চেয়েছিলাম।

ইসাবেল : না তেমন পার্টনার নেই···

[তারা চলে যায়। মাদাম ডেসমার মোরটেস তা দেখেন।]

ডেসমার : বেশ। এদের দু'জন আর পাঁচ মিনিট হলেই চলবে। এখন অন্যদের কথা।

(তিনি ডাকেন) হিউগো

[অন্য দরজা দিয়ে হিউগোর প্রবেশ]

হিউগো : কি বলছিলেন খালা ?

ডেসমার : ওটা হয়ে গেল। তুমি কি ঠিক করলে ?

হিউগো : কি ঠিক করার কথা বলছেন ?

ডেসমার : হয় আমার মাথা ভোতা আর দৃষ্টি একদম ক্ষীণ হয়ে গেছে, নতুবা তুমি ডায়েনার প্রেমে পড়েছো। সেও তোমার প্রেমে পড়েছে। প্রথম দেখার দিন থেকেই তোমাদের দু'জনের ভালবাসা।

হিউগো : জঘন্য হাস্যকর কথা ! আর যদি এটা সত্যও হতো, তবু তাকে একথা বলার চেয়ে আপনার বলা আপনার সেই বন্ধু প্যালেস্ট্রীনির মত জণ্ডিসে ভুগে মরা আমার পক্ষে ভাল ছিল।

ডেসমার : শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক ! তুমি, আমি অথবা প্যালিস্ট্রীনি কেউই জণ্ডিসে মরতে পারি না। সে বেটা এই তো গতবছর একজন অস্ট্রিয়ান চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুর প্রেমে পড়ে আগুনে ঝাপ দিয়েছিল। মেয়েটি ওকে রক্ষা করে। এখন তাদের একটি বাচ্চা হয়েছে।

[প্যাট্রিস বোমবেলসের প্রবেশ]

প্যাট্রিস : ওহ্, এই তো রয়েছে। সর্বঘটে তোমাকে খুঁজে ফিরছি।

ডেসমার : এই মাথা-খ্যাপা লোকটা কি চায় ?

প্যাট্রিস : জনাব, মেয়েটিকে তো তুমি নিজের খুশিতে দেবে না, তাহলে···(হিউগোর গালে চড় মারে)

হিউগো : (পাল্টা চড় মেরে) আল্লার দোহাই, চলে যাও এখন। এমন জবরা গাধার মত বেআক্কেলে সাজা তোমার ঠিক হয়নি।

প্যাট্রিস : তোমাকে ক্ষমা করতে পারি···

হিউগো : আমাকে ক্ষমা করতে পারো ··তুমি আমাকে অপমান করেছো ?

প্যাট্রিস : হ্যাঁ, তোমাকে অপমান করছি। তুমিই তো তোমাকে অপমান করতে বলেছো।

হিউগো : তাহলে, এখন আমাকে অপমান করাটা রক্ষা করে ·· বলছি। খোদার দোহাই সরে পড়।

প্যাট্রিস : আমাকে তুষ্ট কর।

হিউগো : তুমি এখন না গেলে তোমাকে ঠেঙিয়ে তুষ্ট করব।

প্যাট্রিস : কিন্তু পিস্তলের কথা ছিল যে —পিস্তলের কথা ছিল।

[হিউগো প্যাট্রিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর লাঠি দিয়ে দুজন ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন মাদাম ডেসমার মরটেস। তবু তারা দুজনে লড়ে। ভীতভাবে লেডি ইণ্ডিয়ার প্রবেশ]

লেডি ইণ্ডিয়া : প্যাট্রিস।

প্যাট্রিস : (তৎক্ষণাৎ নিজেকে মুক্ত করে) আ · হায় · কি ব্যাপার —দেখুন, এই তো সে এসেছে! বন্ধুত্ব দেখানোর কোশেশ করুন। (হিউগোর কাঁধে নিজের বাহু জড়িয়ে) আমরা এই একটু খেলা করছিলাম, লক্ষ্মীটি। একত্র খেলা করা আমাদের খুব পছন্দ। সকাল-বেলাকার ব্যায়ামটাও হয়ে যায় আর কি!

লেডি ইণ্ডিয়া : এটা ব্যায়ামের সময় নয়, প্যাট্রিস! কি হয়েছে, খবর রাখ কিছু? প্যারী থেকে একটা কল পেলাম। মেসার্স-ম্যানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারী সবখানে বিজিনেস বিক্রি করে দিচ্ছে। সে নিজেকে ধ্বংস করছে।

প্যাট্রিস: আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। এখনি যাচ্ছি ওর এজেন্টের সাথে ফোনে কথা বলব আমি।

[সে দৌড়ে চলে যায়। ডায়েনার প্রবেশ]

ডায়েনা: খবর শুনেছো কিছু ? আর দু'ঘণ্টার মধ্যে আমার বাবা গরীবের কাতারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন।

হিউগো: তুমি তাতে কি করছো ?

ডায়েনা: গরীব হবো। আর কি করতে বলতে পারো আমায় ?

হিউগো: ফ্রেডারিককে বিয়ে করো। সে ধনী।

ডায়েনা: আমি তাকে চাই না। সেও এখন আর আমাকে চায় না। ঐ দেখো, পার্কে সে ওই খাণ্ডার মেয়েটার সাথে কি করছে। আজ রাতে একটু সময়ও সে নিস্তার দেয়নি। এক রাতেই কি করে ধনী স্বামী পাকড়ে ফেলা যায়—তার কায়দাটা কি তুমিই তাকে শিখিয়েছো হিউগো ? তাহলে আমাকেও শেখাও। আমারও অমন একজন দরকার।

হিউগো: ব্যাপারটা খোলাসা থাকাই ভালো। এ ধরনের বিদ্যায় তোমার কোন কাজ আসবে না।

[সে যেতে উদ্যত হয় মাদাম ডেসমার তাকে বিরত করেন।]

ডেসমায়: কোথায় যাচ্ছো, হিউগো ?

হিউগো: ফ্রেডারিককে খুঁজতে। কিছুতেই এ সময় সে এনগেজমেন্ট ভেঙে দিতে পারে না। ডায়েনা গরীব হয়ে গেছে, এখন সম্মানজনক ব্যবস্থা ওর তাকে স্ত্রী করে ঘরে নেওয়া।

ডায়েনা: (চোখের পানিতে) কিন্তু আমি তাকে চাই না।

হিউগো : সেটার কিছু করার উপায় নেই।

[সে যায়।]

ডেসমার : গোলমাল ! সে আবার সব একাকার করে জড়িয়ে ফেলতে চল্ল।

[ক্যাপুলাট ও মায়ের প্রবেশ]

ক্যাপুলাট : বিবি সাহেব, বিবি সাহেব। খবর। গরম খবর ! হায়, হায় !

ডেসমার : মনে হয় খবরটা আমরা শুনেছি।

মা : আপনি শুনেছেন ? কি করে শুনলেন ? আজকাল আবার খবর বড় তাড়াতাড়ি ছড়ায়। এই তো সে নিজেই খবর বলতে এসেছে।

[অর্কেস্ট্রাতে বিয়ের দামামা। ফুলের তোড়া হাতে মর্নিং কোট, দস্তানা পরে রোমানভিলের প্রবেশ। সে মাদাম ডেসমারের কাছে যায়]

রোমানভিল : প্রিয় বন্ধু। প্রথম কথা হলো, আমার পোশাকের জন্যে ক্ষমা করুন। সকাল হয়ে আসছে বলে, আমি মর্নিং কোট পরে এসেছিলাম। আমার মনে হয়, বর্তমানের মত এটাই হলো উপযুক্ত পরিধান। আপনাদের আমি একটা মজাদার খবর বলব। আমার ভাতিজী বলে যাকে আপনারা চেনেন সে আমার ভাতিজী নয়। আপনার ভাগনের রঙীন কল্পনা থেকেই এই সম্পর্কটার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে এর চেয়েও নিকটতর সম্পর্কের আত্মীয় হতে চলেছে। অনেক ভেবেচিন্তে, আমি ওকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি।

ডেসমার : হে ভদ্রজন, এজন্যে আপনাকে সর্ব প্রথম অভিনন্দন

জানাতাম আমি। কিন্তু মনে হয়, আপনি দেরী করে ফেলেছেন।

রোমানভিল : খুব দেরী ? কি বলতে চান আপনি ? এখন তো মাত্র সকাল ৫টা।

[একজন আরেকজনকে বাহুতে জড়িয়ে ইসাবেল ফ্রেডারিকের প্রবেশ]

ডেসমার : (ইসাবেল ও ফ্রেডারিককে) হ্যাঁ, কি খবর নিয়ে এসেছো তোমরা, বল তো শুনি ? কোটের মাপ সই করে নিয়েছো তো ?

ইসাবেল : মাপ-বদলানোর আর দরকার হলো না। জুতসই মতো লেগে গেলো ওটা।

ফ্রেডারিক : খালা, মনে হয় আমার মতিভ্রম হয়েছিল। ডায়েনা, তোমাকে আর আমি ভালবাসি না। আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ইসাবেল : আমি কেন যে আগে বুঝতে পারিনি ! আপনি ঠিকই বলেছেন, ফ্রেডারিককেই আমি ভালবেসেছিলাম।

ডেসমার : রোমানভিল, আপনাকে আর কোনও ভাতিজী খুঁজে নিতে হচ্ছে। এটি আপনাকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

রোমানভিল : সর্বনাশ ! আমি সবেমাত্র প্রস্তাবটা পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম।

[ট্রে নিয়ে যসুয়ার প্রবেশ

ডেসমার : (যসুয়াকে) যসুয়া, একে কিছু পাঞ্চ দাও।

[রোমানভিল পাঞ্চ খায়]

আরে হিউগো কোথায় ? কেউ একজন গিয়ে ওকে এক্ষুনি নিয়ে এসো তো। অনেকক্ষণ ধরে সে মেয়েটিকে অশ্রুথী

করে রেখেছে (ডায়েনাকে) হতাশ হয়ো না। ও তোমাকে ভালবাসে আমাকে বলেছে !

লেডি ইণ্ডিয়া: হ্যাঁ ওই তো, ওই তো সে পার্কে পালিয়ে যাচ্ছে

ডেসমার: পালিয়ে যাচ্ছে! যসুয়া, পালিয়ে যাওয়ার আগে ওকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।

[যসুয়া যায়]

(ডায়েনাকে) ওর গোটামাথাটা গোলমেলে, আজও বুঝতে পেরেছে যে ওকে কোনঠাসা করা হয়েছে। সে ফিরে আসবেই।

ডায়েনা: মনে হয় সে আমাকে ভালবাসে না।

ডেসমার: অসম্ভব। মধুরেণ সমাপয়েৎ! এর চেয়ে শোভন আর কি হতে পারে? এই তো সে। হ্যা হিউগো?

[যে দরজা দিয়ে হিউগো আসবে সবাই সে দরজার দিকে তাকায়। একটু বিরতি। যসুয়ার প্রবেশ]

ফ্রেডারিক: আমি জানতান সে আসবে না !

যসুয়া: বিবি সাহেব, আপনাকে দেবার জন্যে হিউগো সাহেব একটা নোট পাঠিয়েছেন।

ডেসমার: জোরে পড়ো তো যসুয়া।

যসুয়া: (চোখে চশমা লাগিয়ে পড়ে) প্রিয় খালা, আপনারা সবাই জানেন কি কারণে আমি আপনাদের সবার মাঝে যেয়ে আনন্দে শরীক হতে পারছি না। আর কোনো কাজের জন্যে আমি এতোটা খেদ করিনি। ডায়েনা এখন গরীব হয়েছে বলেই বুঝতে পারছি, আমি তাকে ভালবাসি। আমাদের দু'জনের মাঝে আর বিচ্ছেদ আসবে না। আমি ওকে বিয়ে করবো। ওকে বলুন করবো। ওকে বলুন পার্কে এসে আমাকে তালাশ করে।

ডেসমার : (সুখী ডায়েনাকে) যাও জলদি যাও।

ডায়েনা : হ্যাঁ সাব। আহ্ হিউগো, হিউগো।

[ডায়েনা যায়। মেসার্সম্যানের ছোট ওভারকোট, ছোট হ্যাট আর একটা সুটকেস নিয়ে প্রবেশ। অর্কেস্ট্রাতে তামশোর বাজনা।]

ডেসমার : এটা কি ব্যাপার, কেউ আমাকে বলবে কি ?

মেসার্সম্যান : মোহাতারেমা, এটি আমি। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

ডেসমার : কিন্তু, স্যুটকেস, হ্যাট আর কোট কেন ?

মেসার্সম্যান : আপনার বাটলারের কাছ থেকে এগুলো ধার করলাম। পরবার মত আমার নিজের কিছুই নেই। আমি আজ সর্বস্বান্ত। কযেক বছরের মধ্যে এগুলো আমি ফেরত দেব। এখান থেকে ক্র্যাকাউতে পায়ে হেঁটে যাবো। সেখানে ছোট মতো একটা দরজি কারবার দেব ঠিক করেছি।

লেডি ইণ্ডিয়া : (তার বাহুতে ঢুকে) অহ্ বালক আমার, তুমি সত্যিই মহান—মহান আমার তুমি। তুমি নিশ্চয় আমাকে অত্যন্ত সুন্দর করে ভালোবাসো। আমারই জন্যে কি তুমি তোমাকে সর্বস্বান্ত করোনি ? আমি তোমার পেছন পেছন যাবো ! খালি পায়ে তোমার সাথে সাইবেরিয়ার স্তেপভূমি যাবো আমি।

ডেসমার : (অন্যদেরকে) মেয়েটা একদম তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে।

লেডি ইণ্ডিয়া : আমি তোমার জন্যে তোমার অন্ধকার ছোট্ট ইগ্‌লুতে রান্না করবো, প্রিয় আমার। তোমার বিশ্বস্ত স্ত্রী হয়ে থাকবো আমি।

ডেসমার : ভূগোলের বিসমিল্লাও যদি জানতো মেয়েটা !

[একটা হাউই ঝলকানি দিয়ে শব্দ করে আকাশে উঠে। প্রত্যেকেই ঘুরে দেখে। প্যাট্রিস গেমবেলসের প্রবেশ।]

প্যাট্রিস : ওই শুরু হয়েছে ! ওরা আরম্ভ করেছে।

লেডি ইণ্ডিওা : কি ওটা ? আকাশ থেকে আগুন নামছে নাকি ?

ডেসমার : না। এতটা পাপ আমরা এখনো করিনি এখনো নয়। এগুলো আমারই বাজী। আজ রাতের গোলমালে দেরী হয়ে গেছলো। সবাই এসো, এসো দেখো। আমরা না দেখলে মালী বেচারা বড়ো হতাশ হবে। দিনের আলোতে এসব বড়ো খারাপ লাগে। তখন দেখতেও পাবো না।

[তারা সবাই গেলে টেলিগ্রাম হাতে যস্থুয়ার প্রবেশ। মেসার্সম্যানের জামার হাতা ধরে সে টেনে আনে।]

যস্থুয়া : হুজুর, আপনার একটা টেলিগ্রাম।

মেসার্সম্যান : (খুলে) আমাকে টেলিগ্রাম পাঠায় এমন হিতৈষী এখনো কে আছে ? চিঠি হলেই তো চলতো (পড়ে নিঃশ্বাস ফেলে) কি তামাশার ব্যাপার

যস্থুয়া (অন্তরঙ্গভাবে) সব খতম হয়ে গেছে, স্যার। আপনার যদি আরো কিছুর দরকার হয় —তাহলে বলুন। সেভিং ব্যাঙ্কে আমার সামান্য কিছু খুঁদ-কুড়ো রয়েছে।

মেসার্সম্যান : কি ? না, ধন্যবাদ। সর্বস্বান্ত হওয়া কি এতই সহজ ? সবাই ভাবলো, স্টক এক্সচেঞ্জে এটা আমার একটা নতুন কসরৎ। তারা সবকিছু তাই কিনে ফেলেছে, ফলে আমি আগের দুগুণা ধনী হয়ে গেছি ! কিন্তু তোমাকে একটা অনুরোধ কাউকে ব্যাপারটা জানতে দিও না।

যমুয়া : হুজুর আমি একটা কথা বলবো—আমি আপনার জন্যে বড় সুখী হয়েছি। আজ ভোরে আমার হাতে আপনাকে ব্রেকফাস্ট না খাওয়াতে পারলে আমি বড়ই দুঃখ পেতাম। (সে সেই মুহূর্তে বাটলারের মেজাজ গ্রহণ করে। তারপর বলে) বিনা মাখনে?

মেসার্সম্যান : হ্যাঁ বন্ধু। কিন্তু আজ সকালে, বিশেষ ধরনের উদ্‌যাপনের খাতিরে একটু লবনও দিতে পারো।

যমুয়া : (তার পেছনে যেতে যেতে) আজ বড় সুখের দিন স্যার। আপনি আবার দুনিয়াদারীতে মজা পাচ্ছেন···

[তারা যায়]

শেষ পর্দা নেমে আসে